Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

(অদ্বৈতবাদে ব্যাখ্যা)

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী সঙ্কলিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM
BHADAINI, VARANASI-1

No. 2/132

Book should be returned by date (last) noted below or re-issue arranged. Otherwise a fine of 10 Paise daily shall have to be paid.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

2/132

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

2/132
৬/২০৪

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

(অদ্বৈতবাদে ব্যাখ্যা)

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী সঙ্কলিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক—
শ্রীদেবপ্রসাদ বসু
গ্রন্থজগৎ
৬ নং বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

মূল্য—
এক টাকা চারি আনা

Rs. 1/2

মুদ্রক—
শ্রীঅমলকুমার বসু
ইণ্ডিয়ান প্রেস, (প্রাঃ) লিমিটেড
বারাণসী-শাখা, বারাণসী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকালীপদ গুহ রায়কে,

এই বহুপ্রমাদপূর্ণ সংকলন সমর্পণ করিলাম। তিনি আমার ন্যায় অভাজন অকৃতীজনকে অহৈতুক স্নেহ করেন। যদি ইহার মধ্যে কিয়দংশও পাঠক পাঠিকাকে তৃপ্তি দান করে, তাহা তাঁহাকেই অর্শিবে। দোষ যত কিছু অক্ষম সঙ্কলয়িতার। গীতায় স্বয়ং পদ্মনাভের মুখ পদ্মবিনিঃসৃত বাণীই আশা ও আশ্বাস দান করিতেছে,

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥"

ইতি শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক—
শ্রীদেবপ্রসাদ বসু
গ্রন্থজগৎ
৬ নং বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

মূল্য—
~~এক টাকা চারি~~ আনা

Rs. 7/50

মুদ্রক—
শ্রীঅমলকুমার বসু
ইণ্ডিয়ান প্রেস, (প্রাঃ) লিমিটেড
বারাণসী-শাখা, বারাণসী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকালীপদ গুহ রায়কে,

এই বহুপ্রমাদপূর্ণ সংকলন সমর্পণ করিলাম। তিনি আমার ন্যায় অভাজন অকৃতীজনকে অহৈতুক স্নেহ করেন। যদি ইহার মধ্যে কিয়দংশও পাঠক পাঠিকাকে তৃপ্তি দান করে, তাহা তাঁহাকেই অর্শিবে। দোষ যত কিছু অক্ষম সঙ্কলয়িতার। গীতায় স্বয়ং পদ্মনাভের মুখ পদ্মবিনিঃসৃত বাণীই আশা ও আশ্বাস দান করিতেছে,

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥"

ইতি শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যক্তিগত নিবেদন

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা পৃথিবীর সর্ব্বত্র পঠিত ও আদৃত গ্রন্থ। ভারতবর্ষের প্রতি সম্প্রদায় প্রবর্ত্তকই গীতা ব্যাখ্যা করিয়া ধন্য হইয়াছেন। ভারতগগনের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক আচার্য্য শঙ্করকে প্রাচীন গীতাভাষ্যকার বলা যায়, যদিও তাঁহারও পূর্ব্বে অনেক সূরি গীতাতত্ত্ব বিবেচন করিয়াছেন। তাঁহার প্রণীত ভাষ্য প্রায়শঃই প্রামাণিক বলিয়া স্বীকৃত। তাঁহারই অনুসরণে, তৎপ্রদর্শিত পন্থায় আরও অনেকগুলি গীতার টীকা পাওয়া যায়। তন্মধ্যে শ্রীধর স্বামীর টীকা সংক্ষিপ্ত, সুললিত কাব্যগ্রন্থিবাক্যে লিখিত। বর্ত্তমান সংকলন মূলতঃ তাঁহারই 'সুবোধিনী' টীকার অনুবাদ। যুগান্তরে বাঙ্গালীর গৌরব, সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র পরমহংস পরিব্রাজক শ্রীমধুসূদন সরস্বতী বহু বিচারে ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্যের মতবাদে "গূঢ়ার্থদীপিকা" রচনা করিয়াছেন। অদ্বৈতমতে ব্যাখ্যায় এই তিনটী অনুপম রচনা অবলম্বন করিতে হয়। আচার্য্য শঙ্কর ব্যতীতও আরও অনেক মহাত্মা অদ্বৈততত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন। তন্মধ্যে কাশ্মীর শৈবাগমের আচার্য্যগণের অবদান অতুলনীয়। এই কাশ্মীর শৈবাগমের অদ্বৈত, সম্পূর্ণ বলা যায়। কেন না ভগবৎপাদ শঙ্করের অনির্ব্বাচ্য মায়ায় কিছুটা দ্বৈতের আভাস মিলিতে পারে। শৈবাগমে সৃষ্টি, স্থিতি ও ভঙ্গ পরম শিবের স্বাতন্ত্র্যশক্তিতেই, তাহা অন্য কিছুরই অপেক্ষা রাখেনা। কাশ্মীর শৈবাচার্য্য-মধ্যে রাজানক রামকণ্ঠ ও শ্রীঅভিনব গুপ্ত গীতাভাষ্য রচনা করিয়াছেন। শ্রীঅভিনব গুপ্তের ভাষ্য অতি সংক্ষিপ্ত; রামকণ্ঠ ব্যাখ্যা প্রাচীনতর, বিস্তৃত, অপূর্ব্ব কাব্যগ্রন্থি বাক্যে সংবদ্ধ। কেবলমাত্র দার্শনিক মতবাদেই নহে, শব্দের তাৎপর্য্য বুঝাইতেও রামকণ্ঠ অভিনবত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। তৎকৃত টীকার সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা থাকায়, এই সংকলনে তাঁহার ব্যাখ্যার বৈশিষ্ট্য স্থানে স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। জীবনের অপরাহ্নকালে, বর্ত্তমান ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ মনীষির (শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ) পদপ্রান্তে উপবিষ্ট হইয়া ভারতীয় দর্শনের অনুত্তম রহস্য শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য ঘটিয়াছে। দৈনন্দিন জীবনের প্রতি পদক্ষেপে, সাধক জীবনে বা অধ্যাত্ম আলোচনায়, গীতাগ্রন্থের কতখানি প্রভাব এবং প্রয়োজনীয়তা, তাঁহার নিকট হইতে শ্রবণ করিয়া, গতসন্দেহ হইয়াছি। অগ্রজপ্রতিম চিকিৎসক ডাঃ নন্দলাল মুখোপাধ্যায় অদ্বৈততত্ত্বে গীতা বঙ্গভাষায় সংক্ষেপে ব্যক্ত করিতে আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহারই উৎসাহে এই ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ, অক্ষম রচনা প্রকাশিত হইল। শ্রদ্ধাস্পদ সুহৃৎ শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় হিমালয়ের নিভৃত কোণে পরম-প্রীতিতে পাণ্ডুলিপি দেখিয়া দিয়াছেন। শ্রীমান্ শেষ কিরণ সুরানা পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতিতে অশেষ সাহায্য করিয়াছেন। বৃদ্ধব্যবহারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ইঁহাদের নিকট, আদৌ শোভন হইবেনা।

বারাণসীস্থ ইণ্ডিয়ান প্রেসের কর্ম্মসচিব শ্রীঅমল বসুর নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টা ব্যতীত সত্বর পুস্তিকাটী প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না॥ কৃষ্ণার্পণমস্তু॥

৺কাশীধাম
বি, ৭।১৩৯, হাড়ারবাগ,
বারাণসী (১) উত্তর প্রদেশ। ইতি শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী
বঙ্গাব্দ ১৩৭১ সাল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

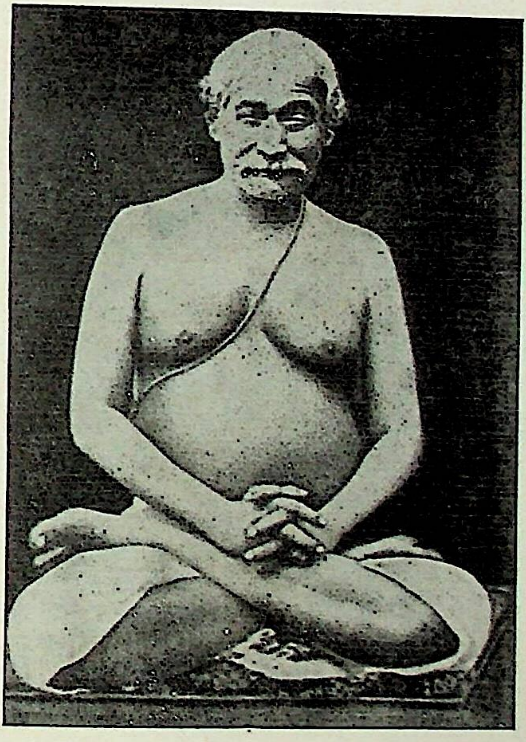

যোগিরাজ শ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

(ধৃতরাষ্ট্র উবাচ)

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।

মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয় ।১।১

ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে বলিলেন—ধর্ম্মভূমি কুরুক্ষেত্রে কুরুর ধর্ম্মস্থানে, যুদ্ধেচ্ছু আমার পুত্রগণ এবং পাণ্ডুপুত্রগণ সমবেত হইয়া কি করিল ? (মামকাঃ বলায় এবং পাণ্ডুপুত্রগণ উল্লেখে পাণ্ডবদের প্রতি মমত্বের অভাব এবং দ্রোহ সূচিত হইয়াছে। কৌরব পাণ্ডবগণের কোনও আদিপুরুষ ঐ স্থানে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন)।

(সঞ্জয় উবাচ)

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্যোধনস্তদা।

আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ১।২

সঞ্জয় বলিলেন—পাণ্ডব সৈন্য ব্যূহ রচনায় অধিষ্ঠিত হইয়াছে দেখিয়া রাজা দুর্য্যোধন আচার্য্য দ্রোণের নিকট স্বয়ং গমন করিয়া বলিলেন।

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমূম্।

ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥ ১।৩

হে আচার্য্য, পাণ্ডবগণের বৃহৎ সেনা সমূহ দর্শন করুন, দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন তোমার শিষ্য এই ব্যূহ রচনা করিয়াছে। (পাণ্ডুপুত্রাণাং আচার্য্য বলায় দুর্য্যোধন ইঙ্গিত করিলেন, তাহাদের প্রতি গুরুর স্নেহাধিক্য)।

অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জ্জুনসমা যুধি।

যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥

ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশিরাজশ্চ বীর্যবান্।

পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥

যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্।

সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্ব এব মহারথাঃ ॥ ১-৪।৬

এখানে যুদ্ধে মহাধনুর্দ্ধর ভীম ও অর্জ্জুনের সমকক্ষ অনেক বীর-আছেন যেমন সাত্যকি, বিরাট, মহারথ দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, বীর্যবান্ কাশিরাজ, নরশ্রেষ্ঠ পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, শৈব্য, বিক্রমশালী উত্তমৌজা, সুভদ্রাপুত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভিমন্যু, প্রতিবিন্ধ্য প্রভৃতি দ্রৌপদীপুত্র এবং অন্যান্য ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গ। ইঁহারা সকলেই মহারথ, একাদশ সহস্রযোদ্ধার সহিত একক যুদ্ধে সমর্থ। (অতিরথ অগণিত সৈন্যের সহিত যুদ্ধে সক্ষম, কেবল একজনের সহিত যুদ্ধে পারদর্শী যিনি, তিনি অর্দ্ধরথী)।

অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম।

নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥ ১।৭

হে দ্বিজোত্তম! আমাদের পক্ষে যাঁহারা প্রধান সেনানায়ক আছেন তাঁহাদের গণনা করিয়া দেখুন, আপনার অবগতির জন্য তাঁহাদের নাম বলিতেছি; তাঁহারা অন্যান্য বীরগণের উপলক্ষ্যমাত্র। দুর্যোধন পাণ্ডব বল হইতে কিছু মাত্র ভীত হন নাই, কেননা তাঁহার সৈন্যবল পাণ্ডবগণের তুলনায় অধিক।

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়।

অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জয়দ্রথঃ॥

অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।

নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥১।৮-৯॥

আপনি স্বয়ং, ভীষ্মদেব, কর্ণ, সংগ্রামজয়ী কৃপ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সোমদত্তপুত্র ভূরিশ্রবা, এরূপ অনেক বীর, নানা অস্ত্রশস্ত্রধারী। তাঁহারা সকলেই আমার জন্য প্রাণত্যাগে কৃতসংকল্প হইয়াছেন এবং তাঁহারা সকলেই যুদ্ধ বিশারদ। (সমিতি-সংগ্রাম)॥

অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।

পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্ ॥ ১০

একাদশ অক্ষৌহিনী পরিমিত আমাদের বল ভীষ্ম পিতামহ দ্বারা সর্বতোভাবে রক্ষিত। আমাদের যে শক্তি, তাহা ভীম দ্বারা রক্ষিত সৈন্যগণকে পরাভূত করিতে সমর্থ, সুতরাং কিছুমাত্র ভয়ের কারণ নাই॥ ১।১০॥

অয়নেষু চ সর্ব্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।

ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব এবহি ॥ ১১

যুদ্ধারম্ভের সময়ে পূর্ব্ব ও পশ্চিম ভাগে অবস্থিত থাকে যোদ্ধবর্গ, তাহাকে অয়ন বলা হয়। সেনাপতি সকল সৈন্যের মধ্যস্থলে থাকেন। সেনাধ্যক্ষ পিতামহকে সৈন্যগণ অগ্রপশ্চাৎ রক্ষা করিবে। তাহাতে সকল দিকই সুরক্ষিত থাকিবে কেন না সেনাপতি নিজেও রক্ষিত হইবেন॥ ১।১১॥

তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।

সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্ ॥ ১২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুর্য্যোধনের কথা শুনিয়া, তাঁহার উল্লাস উৎপাদন করিয়া, প্রতাপশালী কুরুবৃদ্ধ পিতামহ উচ্চস্বরে সিংহনাদে শঙ্খধ্বনি করিলেন; তাহাতে দুর্য্যোধনের সাহস বর্দ্ধিত হইল ॥ ১।১২ ॥

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ ॥ ১৩

তখন মহাবীর ভীষ্মের যুদ্ধোৎসাহ বুঝিতে পারিয়া, কৌরবপক্ষীয় সেনা মধ্যে অসংখ্য ভেরী, পণব, আনক, গোমুখ প্রভৃতি বাদ্যসকল সহসা ধ্বনিত হইয়া উঠিল; তাহাতে তুমুল শব্দ উত্থিত হইয়াছিল ॥ ১।১৩ ॥

ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ॥ ১৪

পাণ্ডব সৈন্যও যুদ্ধোৎসবে প্রবৃত্ত হইল। তখন শ্বেতাশ্বযুক্ত মহারথে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণ ও ও অর্জ্জুন তাঁহাদের দিব্যশঙ্খ বাদিত করিলেন ॥ ১।১৪ ॥

পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্মা বৃকোদরঃ ॥
অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ ॥
কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥
দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বশঃ পৃথিবীপতে ।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥
স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোঽভ্যনুনাদয়ন্ ॥ ১৫-১৯

পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খধ্বনি তখন উত্থিত হইল—পাঞ্চজন্য (শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খ) দেবদত্ত (অর্জ্জুনের), ভীমকর্মা ভীমসেনের শঙ্খ পৌণ্ড, কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরের অনন্তবিজয়নামা শঙ্খ, নকুল ও সহদেবের যথাক্রমে সুঘোষ ও মণিপুষ্পক; মহাধনুর্দ্ধর কাশিরাজের, মহারথ শিখণ্ডীর, অভিমন্যুর, দ্রুপদের, দ্রৌপদীপুত্রদের শঙ্খ বাদিত হইল। হে পৃথিবীপতে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র! সকলেই পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খ বাদন করিলেন। সেই সমবেত শঙ্খধ্বনি উঠিয়া আকাশমণ্ডল ও মেদিনী প্রতিধ্বনিত করিল এবং আপনার পুত্রদের হৃদয় যেন বিদীর্ণ করিয়া তাহাদিগকে অত্যন্ত ভয়বিহ্বল করিল ॥ ১।১৫—১৯ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ।
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে ॥ ২০

(হনুমান ধ্বজরূপে অর্জ্জুনকে অনুগৃহীত করিয়াছিলেন এজন্য অর্জ্জুনকে কপিধ্বজ বলা হয়) কপিধ্বজ অর্জ্জুন যখন দেখিলেন ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ যুদ্ধোৎসবে ব্যবস্থিত এবং শস্ত্রনিপাতে প্রবৃত্ত, তিনিও শরাসন উন্নয়ন করিয়া বাসুদেবকে এই কথা জ্ঞাপন করিলেন।

অর্জ্জুন উবাচ

সেনায়োরুভয়োর্ম্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত।
যাবদেতান্ নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান।
কৈর্ম্ময়া সহ যোদ্ধব্যং অস্মিন্ রণসমুদ্যমে॥
যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্বুদ্ধেঃ যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ॥ ২১-২৩ ॥

হে অচ্যুত! (দেশ কাল বস্তুতে কেহ তোমাকে চ্যুত করাইতে সক্ষম নহে) দুই সেনার মধ্যে রথটী সংস্থাপন কর, (যতক্ষণ আমি যুদ্ধোদ্যম পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারি কেননা যুদ্ধ আরম্ভ হইলে দেখিতে পাইব না), ইহাদের মধ্যে কাহার সহিত আমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে যাহাতে আমি বুঝিতে পারি। বর্ত্তমান যুদ্ধে দুর্বুদ্ধি দুর্য্যোধনের প্রিয়কর্ম্ম করিবার ইচ্ছায় যাহারা সমবেত হইয়াছে, সে সকল যুদ্ধার্থিগণকে যাবৎ আমি অবলোকন করি॥ ১।২১-২৩ ॥

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্॥
ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ! পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি॥ ১।২৪।২৫ ॥

সঞ্জয় বলিলেন—হে ভরত কুলোদ্ভব! জিতনিদ্র অর্জ্জুন কর্ত্তৃক হৃষীকেশ (সকলের অন্তরের নিগূঢ় অভিপ্রায় যিনি জ্ঞাত আছেন, অন্তর্য্যামী) এরূপে কথিত হইলে, উভয়পক্ষীয় সৈন্যমধ্যে উত্তমরথ (অগ্নিপ্রদত্ত, যাহার সারথি স্বয়ং ভগবান্) স্থাপন করিয়া ভীষ্ম দ্রোণ ও অন্যান্য রাজগণের সমক্ষে অর্জ্জুনকে বলিলেন—হে পার্থ, যুদ্ধার্থ সমবেত কুরুগণকে অবলোকন কর॥ ২৪-২৫ ॥

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৃনথ পিতামহান্।
আচার্য্যান্ মাতুলান ভ্রাতৃন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা।
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি॥ ১।২৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখন অর্জ্জুন, সেখানে উভয়পক্ষীয় সৈন্যমধ্যে, পিতৃব্যগণ (পিতৃন্) পিতামহগণ, মাতুলগণ, পুত্রপৌত্রগণ, শ্বশুরগণ, মিত্রগণ ও বহু উপকারক ব্যক্তিকে দেখিলেন ॥ ২৭ ॥

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্ব্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্ ।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ ॥ ১।২৭ ॥

কুন্তীনন্দন সেই সকল বন্ধুবান্ধবকে দেখিয়া অতিশয় করুণাবিষ্ট হইলেন এবং অত্যন্ত বিষণ্ণভাবে শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন ॥

অর্জ্জুন উবাচ

দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্ ।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে ।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে ॥ ১-২৮।২৯ ॥

অর্জ্জুন বলিলেন—সমরেচ্ছায় সমুপস্থিত এই সকল আত্মীয় স্বজনকে দেখিয়া আমার সকল অঙ্গ অবসন্ন হইতেছে, শরীর বিকম্পিত ও রোমাঞ্চিত হইতেছে; হস্ত হইতে গাণ্ডীব স্রস্ত হইয়া পড়িতেছে, শরীরচর্ম্মে একপ্রকার দাহ উপস্থিত হইতেছে ॥

ন শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥ ১।৩০ ॥

আমি যেন আর তিষ্ঠিতে পারিতেছি না, মন যেন বিঘূর্ণিত হইতেছে, হে কেশব! যে সমস্ত বিপরীত লক্ষণ (বামনেত্রস্পন্দনাদি) লক্ষ্য করিতেছি, তাহাতে মন আরও বিকল হইয়া উঠিতেছে ॥

ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে ।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ ॥ ১।৩১ ॥

হে কৃষ্ণ! এই সমস্ত স্বজনকে যুদ্ধে নিহত করিয়া কোন মঙ্গল দেখিতে পাইতেছি না। আমি জয়ও চাহিনা রাজ্যও চাহি না, সুখও চাহিনা ॥

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ ॥
ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ ।
আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতুলাঃ শ্বশুরা পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা।
এতান্ ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোহপি মধুসূদন ॥
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিন্নু মহীকৃতে।
নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ নঃ কা প্রীতিঃ স্যাৎ জনার্দ্দন ॥ ১।৩৩-৩৫

বিস্তারে বলিতেছেন যাঁহাদের জন্য আমরা রাজ্য ও সুখ কামনা করিতেছি, দেখুন তাঁহারাই সকলে ধন প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া যুদ্ধে উপস্থিত হইয়াছে। এই যুদ্ধে ইঁহারা বিনষ্ট হইলে আমাদের রাজ্য লইয়াই বা কি লাভ হইবে, ভোগে বা জীবন ধারণেই বা কি ফল? হে মধুসূদন! এই সকল আচার্য্য, পিতৃব্য, পুত্র পিতামহ, মাতুল শ্বশুর শ্যালক সম্বন্ধিগণ আমাকে বিনাশ করিলেও আমি ইহাদিগকে নাশ করিতে ইচ্ছা করিনা। অধিক কি, পৃথিবী ত যৎ-সামান্য, ত্রৈলোক্যরাজ্য লাভের নিমিত্ত ইহাদিগকে নিধন করিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। হে জনার্দ্দন! দুর্য্যোধনাদিকে বধ করিয়া আমাদের কি সুখ হইবে আমি ত দেখিতে পাইনা॥

[জনার্দ্দন—জনগণ কর্ত্তৃক তিনি অর্দ্দিত বা যাচিত হন]

পাপমেবাশ্রয়েৎ অস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ।
তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ স্ববান্ধবান্।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব। ১।৩৬

আততায়ীগণকে নিহত করিলে আমাদিগকে পাপ আশ্রয় করিবে (যদিও মহাভারত বলেন, আগত আততায়ীকে বিনা বিচারে হত্যা করিবে, আততায়ীবধে কোনও দোষ হয়না। আততায়ী ষড়্‌বিধ, ঘরে যে অগ্নি দেয়; বিষ প্রদান করে; শস্ত্র লইয়া হত্যা করিতে আসে; ধনাপহারক; ক্ষেত্রহরণ করে; দার অপহরণ করে)। সেকারণে দুর্য্যোধন প্রভৃতি নিজ বান্ধবগণকে বিনাশ করিতে পারিনা; হে মাধব! আমরা এই বন্ধুবর্গ নিহত করিয়া কিরূপে সুখী হইব? ৩৮

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্॥
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দ্দনঃ॥ ৩৭।৩৮

যদিও ইহারা লোভে হতজ্ঞান হইয়া কুলক্ষয়কৃত দোষ ও মিত্রদ্রোহ-জনিত পাতক দেখিতেছে না, আমরা কিন্তু ভাই বলিয়া এসকল পাপ হইতে কেননা নিবৃত্ত হইব॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্মো অভিভবত্যুত ॥ ৩৯

১।৩৯ পরম্পরাপ্রাপ্ত সনাতন কুলধর্ম্ম কুলক্ষয়ে নষ্ট হয়, সমস্ত কুল অধর্ম দ্বারা অভিভূত হইয়া যায় ॥

অধর্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ! প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয়! জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥ ৪০

১।৪০ অধর্মের প্রাদুর্ভাবে কুলস্ত্রীগণ দূষিত হইয়া উঠে; দুষ্টা স্ত্রীগণ বর্ণসঙ্করের কারণ ॥

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥ ৪১

১।৪১ বর্ণসঙ্করে কুলনাশক দুরাত্মাগণের নরক প্রাপ্তি হয়, তাহাদের পিতৃগণ পিণ্ড ও তর্পনোদকের লোপহেতু নিশ্চয় পতিত হইয়া থাকে ॥

দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্মাঃ কুলধর্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥ ৪২

১।৪২ কুলঘাতকদের এই বর্ণসঙ্করকারক দোষে সনাতন জাতিধর্ম কুলধর্ম সকলই উৎসন্ন হইয়া যায় ॥

উৎসন্নকুলধর্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম ॥ ৪৩

যাহাদের কুলধর্ম বিনষ্ট হয় সে সকল লোকের নিয়ত নরক বাস হইয়া থাকে। ইহা আমরা আচার্য্যগণের মুখ হইতে শুনিয়াছি ॥

অহোবত মহৎপাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥ ৪৪

১।৪৪ অহো! আমরা কি পাপ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছি, কেননা রাজ্যসুখ লোভে সেই মহান্ অনর্থজনক স্বজনহত্যাকার্য্যে উদ্যত হইয়াছি ॥

যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥ ১।৪৫

এইরূপে সন্তপ্ত হইয়া অর্জ্জুন মৃত্যুকামনাই করিয়াছিলেন। বলিলেন, যেরূপ কুকার্য্যে ব্রতী হইয়াছ, যদি আমি শস্ত্রহীন হই এবং প্রাণরক্ষায় প্রতীকারপরাঙ্মুখ আমাকে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ যুদ্ধক্ষেত্রে বিনাশ করে, তাহাও আমার পক্ষে কল্যাণকরই হইবে।৪৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(সঞ্জয় উবাচ)

এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ ।

বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥ ১।৪৬

সঞ্জয় বলিলেন—অর্জ্জুন এইরূপ বলিয়া শর ও শরাসন ত্যাগ করিয়া, রণক্ষেত্রে রথের উপর বসিয়া পড়িলেন।

[শ্রীধর স্বামী প্রথম অধ্যায়ের নাম দিয়াছেন সৈন্যদর্শন নামক অধ্যায়। এই অধ্যায় অর্জ্জুনবিষাদযোগও বলা হইয়াছে।]

————

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

(সঞ্জয় উবাচ)

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্ ।

বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥ ১

২।১ সঞ্জয় বলিলেন, তখন দয়ার্দ্রচিত্ত (কৃপাবিষ্ট), অশ্রুপূর্ণলোচন, বিষন্নভাবাপন্ন অর্জ্জুনকে মধুসূদন এই কথা বলিলেন।

(শ্রীভগবান্ উবাচ)

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্ ।

অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন ॥ ২

২।২। তখন শ্রীভগবান্ বলিলেন—অর্জ্জুন! কি জন্য ঘোর সঙ্কট সময়ে, তোমার এরূপ অনার্য্যজনোচিত মোহ উপস্থিত হইল? এই মোহ স্বর্গ প্রতিরোধক এবং অকীর্ত্তিকর।

[ভগসংজ্ঞা দেওয়া হয়—সমগ্র ঈশ্বর্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্রশ্রী, সমগ্র বৈরাগ্য ও মোক্ষ। এ সকলের সমষ্টি যাঁহাতে আছে তিনি ভগবান্। ভগবান অর্থে বাসুদেব এখানে সংজ্ঞিত হইয়াছেন।] ভগবান্ অর্থে—

"উৎপত্তিঞ্চ বিনাশঞ্চ ভূতানামগতিং গতিং।

বেত্তি বিদ্যাং অবিদ্যাঞ্চ স বাচ্যো ভগবান্" ইতি।

বিষমে—সঙ্কটে। কশ্মল—মোহ, তাহা শিষ্টবিগর্হিত এবং মলিন।]

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ! নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।

ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ।৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২।৩। হে অর্জ্জুন! ক্লীবতা বা কাতরতা প্রাপ্ত হইওনা। হে শত্রু-তাপন! ইহা তোমাতে শোভা পায়না। এই ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্ব্বলতা পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধার্থে উত্থিত হও॥

(অর্জ্জুন উবাচ)

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন।

ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন ॥৪

অর্জ্জুন বলিলেন—হে রিপুমর্দ্দন মধুসূদন! আমি কিরূপে পূজনীয় ভীষ্মদেব ও দ্রোণাচার্য্যকে বাণাঘাতের দ্বারা প্রতিযুদ্ধ করিব?

গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্

শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে।

হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব ভুঞ্জীয়

ভোগান্ রুধির প্রদিগ্ধান্ ।৫

মহানুভাব গুরুজনদিগকে বধ না করিয়া, যদি ইহলোকে ভিক্ষান্নও ভোজন করিতে হয়, তাহাও শ্রেয়ঃ। কিন্তু ইহাদিগকে নিধন করিয়া শুধু পরলোকে কেন, ইহলোকেও রুধিরলিপ্ত অর্থ ও কাম উপভোগ করিতে হইবে। (প্রদিগ্ধ—মাখান, যথা বিষদিগ্ধশর। ভীষ্ম পিতামহ অর্থ বা কামলোভে যুদ্ধে ব্রতী হন নাই। তিনি যে যুদ্ধ করিতেছেন তাহার কারণ তিনি দুর্য্যোধনের অর্থের দাস)।

ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো যদ্‌বা জয়েম যদি বা নো জয়েযুঃ।

যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম স্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ ।৬

২।৬। বুঝিতে ছ না, জয় পরাজয় এ দুটীর মধ্যে কোনটীর গৌরব অধিক। যাঁহাদিগকে বিনাশ করিয়া জীবিত থাকিতেও অভিলাষ নাই, সেই ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ সম্মুখে উপস্থিত।

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ

পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ।

যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে

শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ।৭

আত্মীয়বন্ধুগণের বিনাশশঙ্কায় দুঃখ এবং কুলক্ষয়জনিত দোষে (এই দোষদ্বয় কার্পণ্যদোষ) আমার চিত্ত সংশয়াকুল হইয়াছে। তুমি বলিয়া দাও আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর কি? আমি তোমার শিষ্য, তোমাতে শরণাপন্ন (প্রপন্ন) হইলাম, আমাকে উপদেশ প্রদান কর॥ [কৃপণ বলিতে বুঝায় যে ব্যক্তি স্বল্পবিত্তক্ষতি ও সহ্য করিতে পারে না। শ্রুতিতে বলা হইয়াছে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মজ্ঞান পুরুষার্থলাভে অসমর্থ ব্যক্তিও কৃপণ। শাধি=শিক্ষা দান কর]।

নহি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাৎ যচ্ছোকমুচ্ছোষণং ইন্দ্রিয়াণাম্।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্॥ ২।৮

ভূমণ্ডলে নিষ্কণ্টক সুসমৃদ্ধ রাজ্য, পরলোকে সুরগণের আধিপত্য পাইলেও, এই ইন্দ্রিয়বিশোষক শোক কি প্রকারে অপনোদিত হইবে, তাহা আমি দেখিতে পাইতেছি না॥

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ ॥২।৯ ॥

সঞ্জয় বলিলেন. এরূপ উক্তির পরে নিদ্রাজয়ী অর্জ্জুন গোবিন্দকে বলিলেন "আমি যুদ্ধ করিবনা" এবং বলার পরে তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিলেন॥ (গো অর্থে বেদ লক্ষণা বাণী, যঃ বিন্দতি, যিনি জ্ঞাত অছেন যিনি সর্ববেদজ্ঞ তিনিই গোবিন্দ)॥

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ॥ ২।১০ ॥

সঞ্জয় বলিলেন, হে ভারত! অনন্তর হৃষীকেশ (ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা) শ্রীকৃষ্ণ উভয় সেনাদল মধ্যে অর্জ্জুনকে এমন বিষণ্ণ দেখিয়া, যেন উপহাস করিতে করিতে এই কথা বলিলেন॥

শ্রীভগবানুবাচ

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ॥ ২।১১ ॥

শোক সম্ভব হয় দেহ ও আত্মায় অবিবেকের কারণে। সেই বিবেক বুঝাইতে ভগবান্ বলিলেন—বন্ধুগণ আদৌ শোকের বিষয়ীভূত নহেন অথচ তাহাদের জন্যই তোমার অনুশোচনা। আমি বলিলাম 'কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং,' তাহা শুনিয়াও আবার পণ্ডিতদের মত কথা বলিতেছ। পণ্ডিতেরা কিন্তু কি মৃত কি জীবিত, কাহারও জন্যই শোক করেন না॥ [এই শ্লোক হইতে ভগবৎপাদ শঙ্করাচার্য্য ভাষ্যারম্ভ করিয়াছেন] [অর্জ্জুনের মোহ এই বন্ধু বিয়োগ জনিত এবং স্বধর্ম্মে অধর্ম্ম বোধ কারণে ; যে জন্য ক্ষাত্রধর্ম্ম পরিত্যাগেচ্ছা]॥

নত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃপরম্॥ ২।১২ ॥

লীলাবিগ্রহের আবির্ভাব ও তিরোভাব কারণে যদি মনে কর আমি ছিলাম বা ছিলাম না, তাহা সত্য নহে আমি অনাদিত্ব হেতু চিরদিনই আছি,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেইরূপ তুমি বা এই নৃপতিগণ ছিলেন না, তাহাও নহে। পরে যে আমরা থাকিব না এমন নহে। সকলেই ছিলেন, ইঁহারা সকলে আমারই অংশ। [এই ভগবদুক্তিতে অনিত্য দেহের সহিত নিত্য আত্মার বৈলক্ষণ্য সিদ্ধ হইয়াছে। 'বয়ং' বহুবচনপ্রয়োগ দেহভেদ কারণে, আত্মায় বহুত্ব বা ভেদ নাই]।

দেহিনো অস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।

তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥ ২।১৩

ঈশ্বরের জন্মাদিশূন্যতা সত্য বটে, কিন্তু জন্মমরণ ত লোকপ্রসিদ্ধ; সেজন্য বলিতেছেন—দেহাভিমানী জীবের (দেহিনো) স্থুল দেহেই বাল্যাবস্থা, যৌবন জরা দেহনিবন্ধনই দৃষ্ট হয়। তাহা আত্মার বিভিন্ন অবস্থা নহে। একই মানুষেরই পূর্বাবস্থার নাশে অন্য শরীর দেখা যায় তত্রাচ লোকে নিশ্চয় করিয়া বলে এ সেই মানুষই, যুবক বা বৃদ্ধ যে অবস্থাই তাহার হউক না কেন। ঠিক সেইরূপই এই দেহনাশে অন্যদেহ প্রাপ্তি হয়, তাহাতে আত্মার নাশ প্রতিপন্ন হয় না। জাতমাত্রই শিশুর স্তন্যপানে যে প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয় তাহা পূর্বসংস্কার কারণে। সুতরাং ধীমান্ (ধীর) ব্যক্তি দেহের নাশে বা উৎপত্তিতে মোহগ্রস্ত হন না, মনে করেন না জন্ম হইল বা মৃত্যু ঘটিল ॥

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।

আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাং তিতিক্ষস্ব ভারত ॥ ১৪

যদি সেকারণে শোকের অবকাশ না ও থাকে, তথাপি দেহের অবস্থান্তর কারণে পরস্পরের মধ্যে একটির অবর্তমানে দুঃখ বোধ হইবে, তাহাত স্বাভাবিক ? না, সে দুঃখ বোধও ভ্রান্তি, কেননা হে ভারত ! সুখের যে বোধ তাহা আত্মায় থাকেনা। সুখ বা দুঃখ, শীত বা গ্রীষ্ম, যাহা অনুভূত হয় তাহা শুধু ইন্দ্রিয়ের সহিত নানাপ্রকার বিষয়ের সম্বন্ধবশতঃ। সেই সম্বন্ধও কখন উৎপন্ন হয়, কখনও বা বিনষ্ট হয়, তাহা মাত্রাস্পর্শ হেতু। (মাত্রা বা বিষয়ের পরিমাণ হয় ইন্দ্রিয়বৃত্তিনিচয় দ্বারা, সে বৃত্তিগুলি বিষয় বস্তুতে সম্পর্কিত হইলে, শীত বা উষ্ণ ; ইষ্ট বা অভিলষিত বস্তুতে সংযোগে সুখ, বিয়োগে দুঃখ, দান করে)। সে গুলি নিতান্তই অস্থির, তজ্জন্য হর্ষবিষাদপরবশ হওয়া ধীরোচিত মনোভাব নহে, তুমি ও সেগুলি সহ্য কর ॥

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।

সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ১৫

২।১৫ ॥ এই শীত গ্রীষ্ম বা সুখ দুঃখের প্রতীকার করা অপেক্ষা সেগুলি সহ্য করা উচিত, কেননা তাহাতে মহান্ ফল লাভ হয়। এই ইন্দ্রিয়স্পর্শজাত সুখ দুঃখাদিতে যিনি হর্ষবিষাদরহিত, অভিভূত হননা, তিনিই নিত্যানিত্য-স্বরূপদর্শননিষ্ঠ, দ্বন্দ্বসহিষ্ণু ; তিনি মোক্ষ বা অমৃত ভাব প্রাপ্তির উপযুক্ত পাত্র ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥ ১৬

২।১৬।। তথাপি শীতোষ্ণাদি অতি দুঃসহ, কেমন করিয়া সহন হইবে? সে সকল সহ্য করিতে হইলে হয়ত কখনও কখনও দেহনাশের ও আশঙ্কা আছে। ইহার উত্তরে বলিতেছেন, তত্ত্ববিচারে এ সকলই সহ্য করা সম্ভব। কেননা এগুলি অনাত্মধর্ম এবং ইহাদের বাস্তব সত্তা নাই। পক্ষান্তরে সৎস্বভাব আত্মার কদাপি বিনাশ নাই। এই সৎ ও অসৎ, নিত্য ও অনিত্য, উভয়ের যথার্থরূপ নিরূপণ করিয়াছেন তত্ত্বদর্শীগণ। অতএব এই পার্থক্য জ্ঞানে তুমিও অসৎ যাহা কিছু তাহা সহ্য কর॥

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্তুমর্হতি॥ ১৭

২।১৭।। অবিনাশী সৎবস্তু যাহা, তাহা সংক্ষেপে বলিয়াছেন, এখন বিশেষ ভাবে তাহা প্রদর্শন করিতেছেন। আকাশের দ্বারা যেরূপ ঘট, পট প্রভৃতি সকল বস্তু পরিব্যাপ্ত ভাবে আছে সেইরূপ যাঁহার দ্বারা পরিবর্তনশীল দেহ ও জগৎ পরিব্যাপ্ত আছে, সেই সত্য বা সৎপদার্থকে বিনাশরহিত বলিয়া জানিও। অবয়বের ক্ষয় বা বৃদ্ধিহেতু বস্তুরও বিনাশ ঘটে. কিন্তু যাঁহার অবয়ব ও নাই, হ্রাস বা বৃদ্ধিও নাই, যিনি অব্যয়, তাঁহাকে কেহই বিনাশ করিতে পারে না।।

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাৎ যুধ্যস্ব ভারত॥ ১৮

২।১৮।। আগমধর্মক ও অপায়ধর্মক যাহা, তাহা বুঝাইতেছেন। সর্বদা একরূপ এবং সেকারণে অবিনাশী প্রত্যক্ষ অনুমান প্রভৃতি প্রমাণের অতীত এমত আত্মার-দেহগুলি বিনাশশীল।

আত্মার নাশ নাই, সুখদুঃখাদি সম্বন্ধ নাই, তুমি আত্মার নাশ হইবে ভাবিয়া মোহজাত শোকে আচ্ছন্ন হইয়াছ, সে ভয়ে স্বধর্ম যুদ্ধ ত্যাগ করিও না॥

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥ ১৯

তুমি যে বলিয়াছিলে "এতান্ ন হন্তুং ইচ্ছামি" তাহা তোমার ভ্রান্তি। যিনি মনে করেন জীবাত্মা হনন করেন অথবা কদাপি হত হন, তিনি নিতান্ত অনভিজ্ঞ। শ্রুতি বলেন "হন্তা চেৎ মন্যতে হন্তুং হতশ্চেৎ মন্যতে হতম্" ॥২।১৯

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥২০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, ঘট পটাদি পদার্থের ন্যায় পূর্ব্বে না থাকিয়াও কখনও নূতন অস্তিত্ব গ্রহণ করেন না, পূর্ব্বাপর সৎরূপেই তাঁর অবস্থান ; এজন্য আত্মাকে অজ ও নিত্য বলা হয় ; তাঁহার হ্রাস বা বৃদ্ধি নাই এজন্য শাশ্বত, পুরাতন হইলেও নিত্যই নব (পুরাণ)। শরীরের অবস্থান্তরে বা বিনাশে তাঁহার কোনও রূপান্তর বা অবস্থান্তর হয় না ॥ (আত্মা ষড়্ভাব-বিকারশূন্য, পরিশিষ্ট (১) দ্রষ্টব্য) ॥

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্ ।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্ ॥ ২১

যে কোনও বস্তুর কোন প্রকার রূপ পরিবর্ত্তন না হইলে, তাহার কর্ত্তৃত্ব বা কর্মত্ব সম্ভবই হয় না ; যিনি আত্মাকে এইরূপ অবিনাশী, নিত্য, অজ ও অব্যয় বলিয়া অবগত আছেন, তিনি আত্মাতে হননাদি ক্রিয়ার কর্ত্তৃত্ব বা কর্মত্ব আরোপ করিবেন কিরূপে ? ২।২১

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি ।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২

লোকে যেমন পুরাতন জীর্ণ-বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নব বস্ত্র গ্রহণ করে, দেহী আত্মাও জীর্ণ শরীর সেই রূপেই ত্যাগ করিয়া নব কলেবর ধারণ করেন ॥ ২।২২ ॥

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২৩

অস্ত্রশস্ত্রাদি এই আত্মাকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে পারে না ; অগ্নি দহন করিতে পারেনা, জলও তাঁহাকে আর্দ্র করিতে সক্ষম নহে ; বায়ু ইঁহাকে শোষণে অপারগ ॥ ২।২৩ ॥

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এবচ ।
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ ॥ ২৪

নিরবয়ব আত্মা অচ্ছেদ্য ও অক্লেদ্য ; অমূর্ত্ত, সেকারণে অদাহ্য ও দ্রবত্ব নাই এজন্য শোষণও করা যায় না। আত্মা নিত্য, সর্ব্বত্রগ, সদা স্থিরভাব (স্থাণু অর্থাৎ রূপান্তর ঘটে না ; কদাচ পূর্বরূপ পরিত্যক্ত হয় না (অচল), সনাতন বা অনাদি ॥ ২।২৪ ॥

অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে ।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥ ২৫

অব্যক্ত অর্থাৎ চক্ষুরাদির বিষয় নহে, মনেরও অগোচর (অচিন্ত্য) ; কর্মেন্দ্রিয়াদি দ্বারা তাঁহার বিকার ঘটে না ॥ ২৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্ ।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৬

জাত ব্যক্তির মৃত্যু নিশ্চিত এবং যিনি মৃত হইলেন তাঁহার দেহকৃত কর্মের ফলে জন্ম অবশ্যম্ভাবী, এ মত জন্মমরণরূপ ঘটনায় শোক করা তোমার মত বিদ্বানের শোভা পায় না ॥ ২.২৬ ॥

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যু র্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ ।
তস্মাৎ অপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥২৭

যে ব্যক্তিই জন্মগ্রহণ করে তাহারই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ও অপরিহার্য্য ; অতএব ঈদৃশ বিষয়ে শোকাকুল হওয়া তোমার উচিত নহে ॥ ২।২৭ ॥

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত ।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিবেদনা ॥ ২৮

দেহাদির স্বভাব পর্য্যালোচনে জানা যায় জন্মমরণ আত্মার উপাধিমাত্র, সেকারণে শোক কর্ত্তব্য নহে। জন্মের পূর্ব্বে শরীর সমূহ অব্যক্ত ও অনুপলব্ধ থাকে, সেগুলি তখন পৃথিব্যাদি ভূতময়। অবশ্য জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যবর্ত্তী সময়ে সেগুলি অভিব্যক্তই থাকে। আবার অব্যক্ত ও অনুপলব্ধ হয় যখন দেহ পঞ্চভূতে লীন হইয়া যায়। এজন্য প্রলাপোক্তি কেন? ভূত সমূহের অদৃষ্ট, দৃষ্ট ও প্রণষ্ট সকল ভাবই ভ্রান্তি ॥ ২।২৮ ॥

পরিশিষ্ট (২) দ্রষ্টব্য

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনমাশ্চর্য্যবৎ বদতি তথৈব চান্যঃ ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥২৯

তাহা হইলে বিদ্বান্ ব্যক্তিরাও শোক করেন কেন? আত্মজ্ঞান অত্যন্ত দুর্বিজ্ঞেয়। কেহ কেহ শাস্ত্রাচার্য্যগণের উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া আত্মাকে আশ্চর্য্যবৎ মনে করেন, নিত্য জ্ঞানানন্দস্বভাব আত্মার অলৌকিকত্বহেতু সব কিছুই তাঁহা হইতে ইন্দ্রজালের মত দেখা যায়। কেহ বা বলেন, আত্মা আশ্চর্য্য, কেহবা সে সম্বন্ধে যাহা শুনেন তাহাতে আশ্চর্য্যবৎই মনে করেন। কেহবা শুনিয়া বলিয়া এবং দেখিয়াও ইহাকে কিছুই বুঝিতে পারেন না। যিনি বুঝিতে পারেন তিনি সহস্র সহস্র ব্যক্তিগণ মধ্যে কোনও একজন। শ্রুতি "যেখান হইতে বাক্য ফিরিয়া আসে, মন যাঁহার নাগাল পায় না"॥ ২।২৯ ॥

দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্বস্য ভারত ।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ৩০

সংক্ষেপে, এই দেহ বিনষ্ট হইলেও আত্মা সর্বদাই থাকে, উহা কখনও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিনষ্ট হইবার মত বস্তু নহে, অতএব কাহারও জন্য শোক করা তোমার উচিত হইতেই পারে না ॥ ২।৩০ ॥

স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।

ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥ ৩১

অর্জ্জুন! তোমার ক্ষাত্রধর্ম, স্বধর্মের প্রতি দৃষ্টি যদি কর, তাহা হইলেও তোমার বিচলিত হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে, কেননা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্মযুদ্ধ অপেক্ষা শ্রেয়স্কর কার্য্য আর কিছুই নাই ॥ ২।৩১ ॥

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।

সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্ ॥ ৩২

হে পার্থ! এ যুদ্ধ যেন অবলীলাক্রমে প্রাপ্ত উদ্‌ঘাটিত স্বর্গদ্বার বিশেষ, তাই বলা যায়। যে ক্ষত্রিয়গণ এমন যুদ্ধের সুযোগ পান তাঁহারা অত্যন্ত সুখী। তুমি কেন বলিয়াছিলে, "স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব"।॥ ২।৩২ ।।

অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।

ততঃ স্বধর্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৩

তুমি যদি এই যুদ্ধ না কর, তাহা হইলে তুমি স্বধর্মচ্যুত ও কীর্ত্তিচ্যুত হইয়া পাপভাগী হইবে ॥ ২।৩৩ ।।

অকীর্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্ ।৩৪ ॥

সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্মরণাদতিরিচ্যতে ॥

২।৩৪॥ সকলে চিরকাল তোমার অপকীর্ত্তি ঘোষণা করিবে। বহুসম্মানিত ব্যক্তিরপক্ষে অকীর্ত্তি মরণ অপেক্ষাও অধিকতর দুঃসহ ॥

ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ। ৩৫ ॥

যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্ ॥

২।৩৫॥ যে সকল মহারথ তোমাকে বহুসম্মান করিয়া থাকেন, তাঁহারা মনে করিবেন তুমি ভীত হইয়াই যুদ্ধে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছ। অশেষ সম্মান পাইয়াও তুমি সর্ব্ব সমক্ষে লঘু হইয়া যাইবে ॥

অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ। ৩৬ ॥

নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্ ॥

২।৩৬॥ যে কথা বলিবার নয়, এমন কথা অনেক, তোমার শত্রুরা বলাবলি করিবে; (অহিতাঃ শত্রুগণ); তাহারা তোমার বলবীর্য্যের নিন্দা করিতে থাকিবে। হে অর্জ্জুন! ইহা অপেক্ষা অধিকতর দুঃখের বিষয় আর কি আছে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্ ।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় ! যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭

২।৩৭॥ যুদ্ধে মৃত্যু হইলে স্বর্গলাভ ; জয়ী হইলে বসুন্ধরা ভোগ করিবে। হে কৌন্তেয় ! অতএব কৃতনিশ্চয় হইয়া যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হও ॥

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৮

২।৩৮॥ তুমি ব'লয়াছিলে, পাপমেবম্ আশ্রয়েদস্মান্ ; সুখ দুঃখ, লাভ ও অলাভ এবং তাহার কারণ যে জয় পরাজয়, তুল্যজ্ঞানে যদি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, পাপভাগী হইবে না (তু'ম নিষ্কাম হইয়া স্বধর্ম্ম আচরণ কর, স্বর্গলাভ বা পৃথিবী ভোগ, আনুষঙ্গিক ফল উৎপন্ন হইবে)॥

এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধিঃ যোগে ত্বিমাং শৃনু ।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥ ৩৯

২।৩৯॥ জ্ঞানযোগ উপদেশ সমাপ্ত করিয়া, জ্ঞান যোগের সাধন যে কর্ম যোগ তাহারই প্রশংসায়—যে বুদ্ধি বা জ্ঞান দ্বারা সাংখ্য (অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব) বা তত্ত্বজ্ঞান সম্যক্ প্রকাশিত হয়, তাহা তোমার নিকট বিবৃত করিলাম। যে বুদ্ধি কর্মযোগে উপযোগী তাহা শ্রবণ কর এই বুদ্ধিতে যুক্ত হইলে ধর্মাধর্মের বন্ধন, তত্ত্বজ্ঞানলাভানন্তর ছেদন করিতে পারিবে। (তোমার এখনও কর্মেই অধিকার, জ্ঞানযোগ্যতা হয় নাই ; কর্মযোগক্রমেই জ্ঞানযোগে আরোহণ—[পরিশিষ্ট (৩) দ্রষ্টব্য] ॥

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে ।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥ ৪০

২.৪০।। আমি যে কর্মযোগের কথা বলিব. সেরূপ কর্মযোগীর অনুষ্ঠান কখনও নিষ্ফল হয়না, অতি বিশুদ্ধ মতে করিতে না পারিলেও প্রত্যবায় হয়না। অধিক কি, কর্মযোগের স্বল্প অনুষ্ঠানও যদি করা যায়. তাহাতে মহৎ সংসার-ভয় হইতে পরিত্রাণ হয় অভিক্রম বা আরম্ভ, কৃষিকার্য্য প্রভৃতিতে কদাচিৎ বিঘ্নবাহুল্যের ফলে, অঙ্গহীনতা কারণে প্রত্যবায় হয়; চিকিৎসায় ভূল ঔষধাদির ফলে যেমন বিপত্তি ঘটে, কর্মযোগে যুক্ত হইয়া কর্মানুষ্ঠান করিলে সেগুলির কোনও সম্ভাবনা নাই। যতটুকু আচরিত হয়, তাহাই সঞ্চিত থাকে তাহাতেই মহাফল বা সংসার হইতে অব্যাহতি ॥

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন ।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্ ॥ ৪১

২।৪১।। হে কুরুনন্দন ! এই নিষ্কাম ঈশ্বরারাধনারূপ কর্মযোগবিষয়ে সংশয়রহিত বুদ্ধি একনিষ্ঠাই হয়। কিন্তু অব্যবসায়ী বিবেকরহিত কামীগণের বুদ্ধির অসংখ্য বিভাগ, সে বুদ্ধির শাখা অনন্ত [ব্যবসায়াত্মিকা বা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিতে এই প্রতীতি থাকে, আমি নিশ্চয়ই সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইব] ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ ॥৪২
কামাত্মানঃ স্বর্গপরাঃ জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ॥ ৪৩
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥৪৪

যাহারা আপাতমনোরম বাক্যে অনুরক্ত, বহুবিধ ফলশ্রুতি আছে এমন বেদবাক্যই যাহাদের প্রীতিকর ; যে বাক্যগুলি স্বর্গাদি ফলসাধন ব্যতীত আর কিছুই স্বীকার করে না ; যাহাতে বলা হইয়াছে পরকালে স্বর্গ, ইহলোকে ধনজনসম্ভোগ ব্যতীত শ্রেষ্ঠতর আর কিছুই নাই। (যেমন তাহারা বলে 'চাতুর্মাস্য যাগকারীর পুণ্য অক্ষয় হয়' 'আমরা সোমপান করিয়া অমৃত হইয়াছি'), সেই মূঢ়, বেদের কর্মকাণ্ডে মিথ্যাবিশ্বাসী জনের বাক্যে যাহাদের চিত্ত অপহৃত হইয়াছে, সেই কামাকুলিতচিত্ত ব্যক্তিদের দৃঢ়ধারণা স্বর্গই পরম পুরুষার্থ, তাহাদের বাক্যগুলি বারংবার জন্মরূপ কর্ম্মসাধনেই সহায়ক, ইহকাল ও পরকালে নানাপ্রকার সুখভোগ ও ইন্দ্রত্বাদি লাভের উপায়স্বরূপ যে একমাত্র যজ্ঞাদি ক্রিয়া, তাহাই প্রকাশিত করে। তাহারা ভোগে ও ঐশ্বর্য্যেই একান্ত আসক্ত, তাহাদের বুদ্ধি সমাধিবিষয়ে কখনও নিশ্চয়াত্মিকা সংশয়শূন্য হয় না॥ [সমাধি = চিত্তের একাগ্রতা ; যাঁহাতে চিত্ত সমাহিত হয় অর্থাৎ পরমাত্মা (শঙ্কর)]॥

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্য্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥ ৪৫

হে অর্জ্জুন! বেদের যে কর্মকাণ্ড অংশ তাহা ত্রিগুণ-সংশ্লিষ্ট কামনামূলক, স্বর্গাদি ফলেরই প্রতিপাদক। (কামনায় স্বর্গফললাভ হইবে এমত অর্থ প্রকাশ করে)। তুমি নিস্ত্রৈগুণ্য নিষ্কাম হও, শীতোষ্ণ সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বরহিত, সর্বদা সত্ত্বগুণান্বিত হও। অলব্ধ বস্তু লাভের জন্য বা প্রাপ্তবস্তু রক্ষণে যত্নশূন্য হও। তুমি সর্বদা আত্মবান্ বা অপ্রমত্ত হইবে (স্বয়ং পরমাত্মা যোগক্ষেম নির্ব্বাহ করেন এমন দৃঢ়বিশ্বাস যাঁহার, তিনি কদাচ প্রমাদগ্রস্ত নহেন, তিনি আত্মবান্)। যদি মনে কর তাহা হইলে কি করিয়া বাঁচিব? শ্রীভগবান্ স্বয়ং যোগ ও ক্ষেম বহন করেন ভক্তের জন্য।

যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥ ৪৬

বেদোক্ত নানাফলের পরিত্যাগে, নিষ্কামভাবে যে ঈশ্বরারাধন বিষয়ে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিরকথা বলিলেন, তাহাত কুবুদ্ধিও হইতে পারে, এমন আশঙ্কাও কেহ যদি করেন, তদুত্তরে বলিতেছেন—যেমন ক্ষুদ্র জলাশয় সমু-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হের যে প্রয়োজন তাহা মহাহ্রদেও সিদ্ধ হয়, সেইরূপ সমগ্র বেদের কর্ম-কাণ্ডে যে সকল ফলের বর্ণনা আছে, সংশয়রহিত ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ সে সকল-গুলিই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। শ্রুতি বলিয়াছেন "ব্রহ্মানন্দের কণামাত্রই জীববৃন্দ অন্য আনন্দে পাইয়া থাকে।" পরে বলিবেন "সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে"॥

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূঃ মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি ॥ ৪৭

নিষ্কামকর্মেই তোমার অধিকার হউক, কর্মফলে যেন কামনা না হয়। কর্মফল যেন তোমার কর্মপ্রবৃত্তির হেতু না হয়। আবার কর্মের ফল বন্ধনের কারণ মনে করিয়া ভয়ে যেন কর্মপরিত্যাগে তোমার আসক্তি না হয় ॥ ২।৪৭ ॥

ফলই যদি না হইল, তবে এত পরিশ্রম করিয়া বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করিব কেন, এই বিচারে যেন কদাচ কর্মত্যাগ করিও না॥

যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ ৪৮

হে ধনঞ্জয়! কর্তৃত্বাভিনিবেশ (আমিই করিতেছি এমত অভিমান) ত্যাগ করিয়া, একান্ত ঈশ্বরপরায়ণ হইয়া কর্ম অনুষ্ঠান কর। কর্মের সফলতা ও বিফলতায় তুল্য জ্ঞানকেই যোগ বলা হয়, ইহাতেই চিত্তের সমাধান। যাহা কিছু কৃত হয় কেবল ঈশ্বরেই অর্পিত হইল এমত মনোভাব ॥

দূরেণ হ্যবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাৎ ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯

ফল কামনায় অনুষ্ঠিত কর্ম, সমতাজ্ঞানে কৃতকর্ম্ম অপেক্ষা অত্যন্ত অপকৃষ্ট। সুতরাং তুমি নিষ্কাম কর্মযোগের অনুষ্ঠান কর। কামনাবশবর্ত্তী হইয়া যাহারা কর্মের অনুষ্ঠান করে, তাহারা নিতান্তই কৃপার পাত্র॥ (কৃপণ বাস্তবিকই দীন, নিজে কিছু সুফল পায়না, শুধু পণ্ডশ্রম করে। যেমন অতি দুঃখে অর্থ উপার্জ্জন করিয়াও নিজেকে ও পরকে কিছু না দিয়া, বঞ্চিত হয়। সংসারসুখে মত্ত হইয়া যে ব্যক্তি অক্ষরব্রহ্মকে না জানিয়া পরলোকে গমন করে, শাস্ত্র সেই দুর্ভাগ্যগ্রস্ত ব্যক্তিদেরও কৃপণ বলিয়াছেন)॥

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্মসু কৌশলম্ ॥৫০

নিষ্কাম কর্মযোগবিষয়ে যাঁহার বুদ্ধি সমুজ্জল, তিনি ইহজন্মেই সুকৃত (পুণ্য) এবং দুষ্কৃত (পাপ) দুইই পরিত্যাগ করেন. অতএব কর্মযোগে যুক্ত হন, কেননা কর্মের কৌশলই এই যোগ॥ (কর্ম কৃত হয়, ফল ঈশ্বরোদ্দেশে অর্পিত হয়, অথচ বন্ধন ঘটে না)॥ ২।৫০ ॥

কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥ ৫১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ম করিয়াও মোক্ষ সাধন কিরূপে হয়? কর্মযোগনিরত মনীষিগণ কর্মজনিত ফলত্যাগ করেন, তাহাতে জন্মরূপ বন্ধন মুক্ত হইয়া অনাময় পদ (নিরুপদ্রব, বিষ্ণুর পরমপদ) প্রাপ্ত হন ; তাহাই মোক্ষ। অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "যৎ শ্রেয়ঃ স্যাৎ নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে", তাহার এই উত্তর॥

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধি র্ব্যতিতরিষ্যতি।

তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥ ৫২

যখন তোমার বুদ্ধি এই গহনস্বরূপ অবিদ্যা মালিন্য অতিক্রম করিতে পারিবে, ক্রমে তোমার যখন সত্ত্বশুদ্ধি হইবে তাহার কোনও কাল নিয়ম নাই), যখন শ্রোতব্য বিষয়ে এবং শ্রুত ফলে তীব্র বৈরাগ্য উদিত হইবে, তখন সেই পরমপদ প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব॥

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।

সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যাসি ॥ ৫৩

নানা অলৌকিক বৈদিক ও লৌকিক বিষয় শ্রবণে উদ্ভ্রান্তচিত্ত তুমি ; যখন বিষয়ান্তরে আকৃষ্ট না হইয়া, বিক্ষেপহীন অভ্যাসপটুতায়, অচল অটল-ভাবে কেবল আত্মাতেই অবস্থিতি করিবে, তখনই বিবেক প্রজ্ঞা সমাধি, উদিত হইবে। তাহাই যোগ বা যোগফল॥ (সমাধীয়তে চিত্তং অস্মিন্ ইতি সমাধিঃ পরমেশ্বরঃ)॥

অর্জ্জুনউবাচ।

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।

স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্ ॥৫৪

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন—স্বাভাবিক সমাধিতে নিশ্চলা প্রজ্ঞা (বুদ্ধি) যাঁহার এমন স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ কি? (ভাষা অর্থে লক্ষণ, ভাষণও হইতে পারে)। তিনি কি-ভাবে কথাবার্ত্তা বলেন কিরূপেই বা চলা ফেরা করেন?

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।

আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥ ৫৫

যাহা সাধকের জ্ঞানসাধন লক্ষণচয়, সিদ্ধযোগীর সেগুলি স্বাভাবিক। সেই অন্তরঙ্গ সাধনগুলি এখন বলিতেছেন অধ্যায় সমাপ্তি পর্য্যন্ত। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিলেন—চিত্তে স্থিত যাবতীয় কাম যখন প্রকৃষ্ট ভাবে মুনি (স্থিতপ্রজ্ঞ) পরিত্যাগ করেন, তখন চিত্ত বৃত্তিশূন্য হয়, সেই অবস্থা সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞ অবস্থা। কোন্ সুখে মুনি বিষয়াভিলাষ ত্যাগ করেন? তখন তিনি নিজেই নিজের মধ্যে স্বয়ং সন্তুষ্ট পরমানন্দরূপে, অর্থাৎ আত্মারাম। এমত অবস্থায় সেই মুনিকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়। শ্রুতিঃ "যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি স্থিতাঃ। অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মসমশ্নুতে ।।" [কামগুলি মনের ধর্ম, মনেই স্থিতি করে, এজন্য পরিত্যাগ সম্ভব. । উপনিষদে যে কামসঙ্কল্লাদির উল্লেখ আছে মনোধর্মের বর্ণনায় অথবা যেগুলিকে পাতঞ্জলোক্ত পঞ্চবিধ চিত্তবৃত্তি বলা হইয়াছে, প্রমাণ বিপর্য্যয় বিকল্প নিদ্রা স্মৃতি] ॥

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ ।

বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥ ৫৬

দুঃখ প্রাপ্তিতে যাঁহার চিত্ত ক্ষুব্ধ নহে, সুখেও কোন স্পৃহা নাই, যিনি আসক্তি ভয় ক্রোধাদি প্রবৃত্তি সমূলে ত্যাগ করিয়াছেন এমত মুনি কে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়। পরে বলিবেন "ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্" ॥ [স্পৃহা—সুখানুভব সময়ে সেই সুখ কারণ বিনা আয়াসে পাইবার আকাঙ্ক্ষা ; একপ্রকার ভ্রান্তিমূলক তামসী চিত্তবৃত্তি] ॥

যঃ সর্বত্রানভিস্নেহঃ তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্ ।

নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৭

কিরূপ ভাষণ তাঁহার ? যিনি পুত্র মিত্রাদিতে, নিজের দেহে ও সর্বপ্রকারে স্নেহশূন্য ; যিনি অনুকূল বা শুভপ্রাপ্তিতে আনন্দিত হন না, প্রতিকূল বা অশুভপ্রাপ্তিতে দ্বেষ বা নিন্দা করেন না ; কেবলমাত্র উদাসীন মত কথাবার্ত্তা বলেন, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে (তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ) ॥

যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্বশঃ ।

ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্য স্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৮

কচ্ছপ যেমন স্বভাববশেই অঙ্গগুলি সঙ্কুচিত করে, সেইরূপ যিনি ইন্দ্রিয় সকলকে বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করেন (ফিরাইয়া আনেন), তাঁহার বিবেকজা প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ [কিমাসীত প্রশ্নের উত্তর, ইন্দ্রিয়গুলি ব্যুত্থানাবস্থায় বিষয়ে বিচরণ করে, তাহাদের সংহরণ] ॥

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ ।

রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে ॥ ৫৯

ইন্দ্রিয়গুলির বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়াই আহরণ। জড়, আতুর, উপবাসী ব্যক্তি ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয় আহরণে অসমর্থ কিন্তু তাহাদের বিষয়ে অভিলাষ নিবৃত্ত হয় না। কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ মুনির বিষয়ে রাগ (রস) পরমাত্মদর্শনে স্বতঃই নাশ প্রাপ্ত হয়। অনুরাগ ও তৎসহ ইন্দ্রিয়াদিরও লয় তাঁহার শৈথিল্যহেতু নহে ॥

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ ।

ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥ ৬০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইন্দ্রিয় সংযম ব্যতিরেকে স্থিতপ্রজ্ঞতা সম্ভব নহে, সেজন্য সাধকাবস্থায় বিশেষ প্রযত্নের আবশ্যকতা। মোক্ষার্থে প্রযত্নশীল বিবেকী ব্যক্তিদেরও চিত্তকে মথনকারী ইন্দ্রিয়গণ বলপূর্ব্বক হরণ করে। (প্রজ্ঞাস্থৈর্য্যের জন্য বাহ্যেন্দ্রিয় নিগ্রহ এবং মনোনিগ্রহই অসাধারণ কারণ। বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহাভাবে কি বিপর্য্যয় ঘটে? ভগবান্ বলিলেন যে ইন্দ্রিয়ক্ষোভ ভীষণ ব্যাপার, সবলে মনকে বিষয়ে আবিষ্ট করায়)॥

তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১

২।৬১ এই কারণে ইন্দ্রিয়গণকে প্রথমে বশীভূত করিয়া, যোগী-আত্মপরায়ণ হইয়া অবস্থিতি করিবেন। ইন্দ্রিয়গণ যাঁহার বশে থাকে তাঁহারই প্রজ্ঞা নিশ্চলা, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ ॥ [মৎপরঃ—বাসুদেবই যাঁহার পরম উপাদেয়, যিনি একান্ত ভক্ত। অন্তর্যামী ভগবানকে আশ্রয় করিলে দুরন্ত ইন্দ্রিয়গ্রামও বশীভূত থাকে, ভক্তির মাহাত্ম্য এমনই। বশীকৃত করিয়া আসীন থাকিবেন, 'কিমাসীত' প্রশ্নের উত্তর]

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধো অভিজায়তে ॥৬২
ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥৬৩

২।৬২-৬৩॥ মনঃসংযমের অভাবে কি দোষ ঘটে। শব্দাদি বিষয়গুলি মনে মনে পুনঃ পুনঃ চিন্তন করিলে, বিষয়গুলিতে আসক্তি জন্মে, এগুলি আমার সুখেরই কারণ, এমন জ্ঞান হয়। এই আসক্তি হইতে সেগুলি পাইবার অভিলাষ (কাম) সঞ্জাত হয়। কোনও কারণে প্রাপ্তি যদি প্রতিহত বা বাধা প্রাপ্ত হয়, তখন অভিজ্বলনাত্মক ক্রোধ উৎপন্ন হয়। ক্রোধ হইতে সম্মোহ হয়, তখন কার্য্যাকার্য্য বিবেচনা থাকে না; সংমূঢ় ব্যক্তির স্মৃতি ভ্রংশ ঘটে; মনে থাকে না শাস্ত্রের কি বিধি নিষেধ, আচার্য্যগণের কি উপদেশ, বংশ গৌরব কি? সকলই বিস্মৃত হয়। ফলে বুদ্ধিনাশ ঘটে, কোনও চৈতন্যই থাকে না। ইহাতে নর পুরুষার্থ ভ্রষ্ট হয় লোকে বলে যেন সে মরিয়াছে॥ [সুতরাং মৎপর হইয়া সমাহিত হও, শ্রীভগবান উপদেশ করিতেছেন]

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥৬৪

২।৬৪॥ বিষয়ে ইন্দ্রিয় বিচরণ করা দোষের নয়. বিপদ ঘটে যদি বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগে রাগ বা দ্বেষ সরীসৃপ বিষ প্রয়োগ করে। কেন না রাগ দ্বেষ বিমুক্ত ব্যক্তির ইন্দ্রিয়গ্রাম বিষয়ে লিপ্ত হইলেও, যিনি বিধেয়াত্মা (যাঁহার চিত্তবশীভূত)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনিই প্রসন্নতা প্রাপ্ত হন। [প্রসাদ চিত্তের স্বচ্ছতা নির্মলতা, তাহাতে পরমাত্মসাক্ষাৎকারের যোগ্যতা হয়]।

প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানি রস্যোপজায়তে।

প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥৬৫

২।৬৫॥ প্রসাদ প্রাপ্ত. প্রসন্নচেতা ব্যক্তিরই প্রজ্ঞা অবিলম্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রসন্নতা বিকশিত হইলে সকল দুঃখের অবসান হয়। [বুদ্ধির স্থিরতায় বিপরীত ভাবনার প্রতিবন্ধ থাকেনা, তাহাই কৃতকৃত্যতা]

নাস্তি.বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।

ন চাভাবয়তঃ শান্তি রশান্তস্য কুতঃ সুখম্ ॥৬৬

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তির ইন্দ্রিয়গ্রাম অবশীকৃত তাহার আত্মবিষয়া প্রজ্ঞা উদিতই হয় না এবং আত্মধ্যান ব্যতীত শান্তি সম্ভব নহে। শান্তিহীন ব্যক্তির সুখ (মোক্ষানন্দ) কোথায় ? ॥

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধয়তে।

তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ॥৬৭

২।৬৭॥ স্বৈরাচার একটি ইন্দ্রিয়ের সহিত অবশীকৃত মন যদি ধাবমান হয়, সে ব্যক্তির প্রজ্ঞা অপহৃত হয়, বিষয়ে বিক্ষিপ্ত করায়। তাহাকে, অনেক গুলি ইন্দ্রিয় যে প্রজ্ঞা নাশ করিবে, তাহাতে আর বলিবার কি আছে। প্রবল বায়ু যেমন সমুদ্রে নৌকাকে চারিদিকে ইতস্ততঃ ঘুরাইতে থাকে ॥

তস্মাৎ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।

ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ।৬৮

২।৬৮। অতএব হে মহাবাহো! যাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ বিষয় হইতে নিগৃহীত হইয়াছে, তাঁহারই ব্রহ্ম সংস্থিতি হইতে পারে।

যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।

যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ।৬৯

২।৬৯। অবিবেকীর বুদ্ধি সর্বদা অবিদ্যা বা মায়ান্ধকারে আবৃত থাকে, সুতরাং বিষয়রাজ্য পরমার্থতঃ স্বপ্নবৎ মিথ্যা পদার্থ হইলেও, তাহারা সত্য বলিয়াই দেখে। সুতরাং বিষয়রাজ্যে তাহারা জাগ্রত, বলা যায়। যাঁহাদের অবিদ্যার অন্ধকার অপসৃত হইয়াছে. তাঁহারা বিষয় রাজ্য দেখিতে পান না, শুধু আত্মা বা ব্রহ্মই সন্দর্শন করেন, বিষয়রাজ্য তাঁহাদের নিকট রাত্রিবৎ। [এ যেন কাকের রাত্রে অন্ধত্ব, পেচকের দিবান্ধতা]।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎকামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তি মাপ্নোতি ন কামকামী ॥৭০

২।৭০। বিষয়ে দৃষ্টি যদি না থাকে, স্থিতপ্রজ্ঞের তাহা হইলে বিষয় ভোগ কাদৃশ? নানা নদ নদীর দ্বারা আপূরিত হইলেও, বৃষ্টি প্রভৃতির অন্য জলও যেমন সমুদ্রে প্রবেশ করে, কিন্তু সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি পায়না, সেইরূপ বিষয়সমূহ যখন অন্তর্দৃষ্টি মুনির অন্তঃকরণে প্রবেশ করে প্রারব্ধকর্ম্মবশে, তাঁহাতে বিকার উৎপন্ন করিতে পারেনা; তিনি যেন মহা-সমুদ্রবৎ। মোক্ষ লাভে তিনিই সক্ষম (বিষয়বাসনাপরবশ ব্যক্তি কখনও মুক্তি পাইতে পারে না।)

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তি মধিগচ্ছতি ॥ ৭১

কামগুলিকে উপেক্ষা করিয়া, অপ্রাপ্ত বিষয়ে নিঃস্পৃহ, শরীরেন্দ্রিয়াদিতে অভিমানশূন্য পুরুষের প্রারব্ধ কর্ম্মবশে যে ভোগ দৃষ্ট হয়, সে সকল ভোগসাধনে যিনি মমত্ববর্জিত এমন স্থিতপ্রজ্ঞ মুনি সকল সংসার দুঃখের উপরতিরূপা নির্ব্বাণাখ্যা শান্তি প্রাপ্ত হন।

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণ মৃচ্ছতি ॥ ৭২

হে পার্থ! ইহাই ব্রহ্মজ্ঞান নিষ্ঠা বা ব্রাহ্মীস্থিতি। (পূর্ব্বে বলা হইয়াছিল, 'এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধিঃ' ইহাই কর্ম্মযোগের ফলভূত সাংখ্য নিষ্ঠা)। এই স্থিতিতে অবস্থান যদি অন্তকালেও হয়, তথাপি জীব ব্রহ্মে বিলীন হয়, সে জীব পুনর্ব্বার মুগ্ধ হইতে পারে না। যদি বাল্যকাল হইতেই ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠ হয়, তাহাতে আর বক্তব্য কি আছে॥ ইতি শিবম্।

শ্রীধরস্বামী এই দ্বিতীয় অধ্যায়কে সাংখ্যযোগ নাম দিয়াছেন, মধুসূদন সরস্বতী (যাবতীয় গীতার্থ এই অধ্যায়ে সূত্রিত হইয়াছে) এ অধ্যায়কে গীতার্থসূত্রণ যোগ বলিয়াছেন।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

এতাবৎ "অশোচ্যানন্বশোচঃ" ইত্যাদি বাক্যে বলিয়াছেন, দেহ হইতে আত্মার বিবেক বুদ্ধি মোক্ষ সাধনের হেতু। অনন্তর, "এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধিঃ যোগে তু ইমাং শৃণু" বাক্যে কর্ম্ম বুঝাইয়াছেন, কিন্তু উভয়ের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধ্যে গুণপ্রাধান্য কোন্‌টীর তাহা স্পষ্টতঃ নির্দ্দেশ করেন নাই। সেস্থলে বুদ্ধিযুক্ত স্থিতপ্রজ্ঞজনের বৈশিষ্ট্য নিষ্ক্রিয়ত্ব, নিয়তেন্দ্রিয়ত্ব নিরহঙ্কারত্ব লক্ষণাদিতে উপসংহারে বলিয়াছেন 'এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ"। বুদ্ধি ও কর্ম্ম, উভয়ের মধ্যে বুদ্ধিরই শ্রেষ্ঠত্ব ভগবানের অভিপ্রেত, অর্জ্জুন এরূপ মনে করিয়া বলিলেন।

(অর্জ্জুন উবাচ)

জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধি জনার্দ্দন।

তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥১

৩।১। অর্জ্জুন বলিলেন, কর্ম্ম অপেক্ষা বুদ্ধি (মোক্ষে অন্তরঙ্গত্ব হেতু) অধিকতর শ্রেষ্ঠ, তাহাই যদি তোমার সম্মত হয়. তাহা হইলে 'তস্মাৎ যুধ্যস্ব' 'তস্মাৎ উত্তিষ্ঠ' ইত্যাদি বাক্যে বারংবার আমাকে কেন ঘোর হিংসাত্মক কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইতেছ?

ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।

তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্ ॥ ২

৩।২। পুনরায় "ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাৎ শ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে" বলিয়া কর্ম্মেরও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছে, এরূপ ব্যামিশ্র বা সন্দেহোৎপাদক বাক্য দ্বারা দুই দিকেই আমার মতি দোলায়িত করিতেছ। যদিও পরম-কারুণিক তুমি, কাহাকেও মোহগ্রস্ত করাও না. তবু যেন মনে হইতেছে ভ্রান্তিবশতঃ তোমার বাক্যে মোহ উৎপাদন করিতেছে। অতএব এতদুভয়ের মধ্যে যাহা ভদ্র মনে কর তাহা নিশ্চিত করিয়া বল। (নিশ্চিত অর্থে শ্রেয়ঃ সাধন ও বুঝাইতে পারে)।

(শ্রীভগবান্ উবাচ)

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।

জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্ ॥ ৩

যদিও মোক্ষ সাধনে পরস্পর বিভিন্ন কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগরূপ নিষ্ঠাদ্বয় আছে, তত্রাচ যে প্রশ্ন করিয়াছ উভয় মধ্যে কোন্‌টী শ্রেয়ঃ. এবং তাহা আমিও স্পষ্টতঃ বলি নাই। গুণপ্রাধান্যে শ্রেষ্ঠতর এবং কর্ম্মযোগ হইতে শ্রেষ্ঠতর বলিয়া বোধ হয় জ্ঞান যোগ। প্রকৃত পক্ষে এই দুই নিষ্ঠায় ভেদ শুধু প্রকারে (ভিন্ন প্রকারের এ দুটী) এবং অধিকার ভেদে। শুদ্ধ ও অশুদ্ধ অন্তঃকরণ কারণে দুই প্রকার লোক যথাক্রমে জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগে অধিকারী, (ইহা কিন্তু পূর্ব্বাধ্যায়ে আমি বলিয়াছি)। এখন প্রকারদ্বয় নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন—জ্ঞান ভূমিতে আরূঢ় সাংখ্যজনের জ্ঞান পরিপাক নিমিত্ত জ্ঞান যোগ দ্বারা, (ধ্যানাদি দ্বারা ব্রহ্মপর নিষ্ঠা বা সাংখ্যভূমি)—তানি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ ইত্যাদি বাক্যদ্বারা), সাংখ্যভূমিতে আরোহণেচ্ছু ব্যক্তিগণ অন্তঃকরণশুদ্ধি দ্বারা তথায় আরোহণে সমর্থ, তাহারই উপায়স্বরূপ কর্ম-যোগাধিকারী যোগিগণের কর্মযোগে নিষ্ঠা দ্বারা। (ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাৎ শ্রেয়োহন্যৎ ইত্যাদি বাক্যদ্বারা)। শুদ্ধি ও অশুদ্ধিরূপ অবস্থাভেদেই দুই প্রকার নিষ্ঠা বলা হইল (যাহা বলিয়াছি পূর্ব্বে 'এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধিঃ যোগে ত্বিমাং শৃণু' বাক্যে)॥

ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥ ৪

একারণে সম্যক চিত্তশুদ্ধির জন্য বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম কর্ত্তব্য জ্ঞানোৎপত্তি পর্য্যন্ত, অন্যথা চিত্তশুদ্ধির অভাবে জ্ঞান উৎপন্ন হইবে না। সে জন্য বলিতেছেন 'ন কর্মণাং'। কর্মের অনারম্ভ হেতু (অকরণে বা অননুষ্ঠানে), নৈষ্কর্ম্য বা জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যদিও "এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমীপ্সন্তঃ প্রব্রজন্তি" শ্রুত্যনুযায়ী সন্ন্যাস উপায়ে মোক্ষ উপদিষ্ট, চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত, কর্মবিহীন জ্ঞানশূন্য সন্ন্যাস হইতে মোক্ষ লাভ হয় না। নৈষ্কর্ম্য 'জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্মণঃ।

নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥৩।৫

সন্ন্যাস কিন্তু কর্মসমূহে অনাসক্তি মাত্র, কেননা স্বরূপতঃ কর্মত্যাগ সম্ভব নহে। কোন ক্ষণেই কর্মত্যাগ করিয়া কেহ থাকিতেই পারে না, কেন না জ্ঞানী বা অজ্ঞানী, সকল ব্যক্তির কর্মই স্বভাবজাত রাগদ্বেষাদি গুণ দ্বারা করিতে হয়, ব্যক্তিগণ প্রকৃতি বা স্বভাবপরতন্ত্র প্রকৃতির বশীভূত॥

কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥ ৩।৬

কর্মত্যাগীর নিন্দায় বলিতেছেন—বাক্য হস্তাদি কর্মেন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করিয়া নিগ্রহদ্বারা, যে ব্যক্তি অবিশুদ্ধমনে, ভগবৎধ্যানচ্ছলে, স্থৈর্য্যাভাবহেতু বিষয়বস্তু স্মরণ করে, সে ব্যক্তি মিথ্যাচার বা কপটাচার॥

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগং অসক্তঃ স বিশিষ্যতে॥ ৩।৭

এতদ্‌বিপরীত যিনি কর্মকর্ত্তা তিনি শ্রেষ্ঠ, তিনি জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে মন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিয়া অর্থাৎ ঈশ্বরপ্রবণ করিয়া কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্মরূপ যোগোপায় অনুষ্ঠান করেন, ফলাভিলাষরহিত সেই কর্মযোগীই ফলাতিশয় ভাজন হন, এজন্য শ্রেষ্ঠতর, তিনি চিত্তশুদ্ধি কারণে জ্ঞানবান্॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্মজ্যায়োহ্যকর্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধ্যেদকর্মণঃ ॥ ৮

সেই কারণেই তুমি সন্ধ্যোপাসনাদি নিত্যকর্ম কর কেন না কর্মের অকরণ অপেক্ষা কর্ম করাই শ্রেয়স্কর। অন্যথায় সর্বকর্মশূন্য জনের শরীর যাত্রা নির্ব্বাহও সম্ভব নহে ॥

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥৯

সাংখ্যেরা সকল কর্মই বন্ধন কারণ মনে করেন, কার্য্য করিতেই নিষেধ করেন। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যজ্ঞের জন্য অর্থাৎ ঈশ্বরারাধনার্থ ("যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ" শ্রুতি) কর্ম ব্যতীত লোকে যে অন্য কর্ম করে, সে কর্মদ্বারা বদ্ধ হয়। সে জন্য ঈশ্বরারাধনার্থ. বিষ্ণুর প্রীত্যর্থ নিষ্কাম বা মুক্তসঙ্গ হইয়া, সম্যগ্ আচরণ করিবে ॥

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥ ১০

প্রজাপতি বচন হইতেই জানা যায় কর্মকর্ত্তা শ্রেষ্ঠ। যজ্ঞের সহিত বর্ত্তমান (সহযজ্ঞাঃ) বা ব্রাহ্মণাদি প্রজা সৃষ্টির প্রাক্‌কালে, প্রজাপতি ব্রহ্মা বলিলেন—যজ্ঞ দ্বারাই তোমরা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি লাভ কর, কেন না যজ্ঞই তোমাদের অভীষ্ট ভোগপ্রদ ॥ (যজ্ঞ গ্রহণ অর্থে আবশ্যক কর্মকরণ)॥ [ঈশ্বর প্রীতিতেও যেন কামনা না থাকে. তাহা হইলে তাহাও সকাম ক্রিয়া হইবে]॥

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥ ১১

কিরূপে যজ্ঞ ইষ্ট এবং কামদোহন করে অর্থাৎ ফলপ্রদ হয়? যজ্ঞের দ্বারাই হবির্ভাগে দেবতাগণ সম্বর্দ্ধিত হন, তোমাদিগকেও সম্বর্দ্ধিত করেন বৃষ্ট্যাদি দানে, তাহাই অন্নোৎপত্তির হেতু। এইরূপ পরস্পর সম্বর্দ্ধনের দ্বারা তোমরা মুক্তিস্বরূপ পরম মঙ্গল লাভ করিতে পারিবে ॥

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দ্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ ॥ ১২

দেবগণ সম্বর্দ্ধিত হইয়া তোমাদিগকে অভিলষিত ভোগ্য সকল প্রদান করিবেন। যে দেবগণপ্রদত্ত সেই ভোগ্য সকল তাঁহাদিগকে প্রদান না করিয়া, নিজেই উপভোগ করে. সে নিশ্চয়ই চৌর ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥ ৩।১৩

বৈশ্বদেবাদি যজ্ঞের অবশেষ ভোজনে, পঞ্চসূনাদি পাপ হইতে মুক্তি হয়। যে দুরাত্মগণ নিজের উদরপূর্ত্তি মাত্র উদ্দেশ্য করিয়া পাকাদি করে, তাহারা পাপই ভোজন করে॥ [স্মৃতিতে সূনা বলা হইয়াছে, কণ্ডণী পেষণী চুল্লী উদকুম্ভী ও মার্জ্জনী দ্বারা যে পাপ কৃত হয়, তৎফলে গৃহস্থ স্বর্গ হইতে বঞ্চিত হয়]॥

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্ন সম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ ॥ ১৪ ॥

জগৎ চক্র প্রবর্ত্তনের জন্য কর্ম কর্ত্তব্য। অন্ন শুক্রশোনিতরূপে পরিণত হইয়া ভূতবৃন্দকে উৎপাদন করে। অন্নও বৃষ্টি হইতেই সম্ভব এবং বৃষ্টিও হয় যজ্ঞ হইতে। যজ্ঞ কর্ম হইতে সমুদ্ভূত (যজমানের ক্রিয়া সুষ্ঠু সম্পন্ন হওয়াই কর্ম)। বেদে আছে 'অগ্নিতে সম্যগ্ আহুতি দানে আদিত্য উপস্থাপিত হন, তাঁহা হইতে বৃষ্টি, এবং বৃষ্টি হইতেই প্রজা সমুদ্ভূত'॥

কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৫

যজমানক্রিয়া কর্মও বেদ বা শব্দব্রহ্ম হইতে প্রবৃত্ত হয় জানিবে। বেদ ও অক্ষরব্রহ্ম বা পরব্রহ্ম হইতে সমুদ্ভূত। (শ্রুতি বলেন 'সেই মহান্ অক্ষরের নিঃশ্বাস হইতেই 'ঋগ্বেদ যজুর্ব্বেদ ও সামবেদ')। যজ্ঞ প্রভৃতি অক্ষর হইতেই, সুতরাং সর্বব্যাপী বিভু ব্রহ্ম যজ্ঞে সর্বদাই প্রতিষ্ঠিত, যেমন লক্ষ্মীদেবী উদ্যমে প্রতিষ্ঠিতা, সুতরাং যজ্ঞাদি কর্ম অবশ্য কর্ত্তব্য]॥

এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥ ১৬

পরমেশ্বর স্বয়ং ভূতবৃন্দের পুরুষার্থ সিদ্ধির জন্যই কর্ম প্রভৃতির চক্র প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, সুতরাং তাহার অকরণে জীবনই বৃথা। বেদাখ্য ব্রহ্ম পরমেশ্বরের বাক্যই, তাহা হইতেই পুরুষের কর্মে প্রবৃত্তি। সেই প্রবৃত্তি হইতেই কর্মনিষ্পত্তি, ফলে বৃষ্টিপাত তৎফলে অন্ন এবং ভূতসকল অন্ন হইতেই। সেইরূপেই পুনরায় কর্মে প্রবৃত্তি—ইহাই প্রবর্ত্তিত চক্র; যে ব্যক্তি সে চক্র অনুবর্ত্তন করে না, কর্মানুষ্ঠান করে না তাহার পাপজীবন; সে শুধু বিষয়েন্দ্রিয়ে রত, ঈশ্বরারাধনার্থ কর্মে রত নহে। নিঃসন্দেহ তাহার জীবন ব্যর্থ॥

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে ॥ ১৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ব্বে বলিয়াছেন 'কর্ম অনারম্ভে নৈষ্কর্ম্য প্রাপ্তি হয় না', কেননা কর্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধির উদ্দেশ্যেই কর্মযোগ ; এখন বলিতেছেন জ্ঞানীজনের পক্ষে কর্মের আর উপযোগ থাকে না। যিনি শুধু আত্মাতেই প্রীত, আত্মাতেই তৃপ্ত অর্থাৎ আনন্দানুভব কারণে নিবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং ফলতঃ ভোগাকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়াছেন, আত্মাতেই সন্তুষ্ট হওয়ায় তাঁহার আর কর্ত্তব্য কর্ম্ম নাই ॥

নৈব তস্য কৃতেনার্থো না কৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ১৮

হেতু এই যে, কৃতকর্ম্মের ফলস্বরূপ পুণ্য তাঁহার কাঙ্ক্ষণীয় নহে ; যদি কর্ম না ও করেন, নিরহঙ্কারত্ব হেতু বিধিনিষেধের অতীত হন, প্রত্যবায় প্রাপ্ত হন না। শ্রুতি বলেন, তাঁহাদের মোক্ষপ্রাপ্তিতে দেবতারাও বিঘ্ন-সম্পাদনে সক্ষম নহেন, সে জন্য দেবসেবায় প্রয়োজন তাঁদের নাই। মোক্ষলাভের জন্য ব্রহ্মাদি- স্থাবর পর্য্যন্ত কিছুতেই আশ্রয় করিবার আবশ্যকতা হয় না।

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ॥ ১৯

এমত জ্ঞানীজনের জন্য কর্ম্মের উপযোগিতা নাই। তুমি অর্জ্জুন কিন্তু সতত কার্য্য কর্ম্ম করিবে, তবে ফলাসক্তি রহিত হইয়া বিহিত নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম সম্যগ্ আচরণ করিবে, কেননা আসক্তি বর্জনে কর্ম করিয়াই পুরুষ চিত্তশুদ্ধির দ্বারা মোক্ষপ্রাপ্ত হন ॥

কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি ॥ ২০

জনক, অজাতশত্রু প্রভৃতি শ্রুতিস্মৃতিপুরাণপ্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয় বিদ্বান্‌গণও কর্ম্ম-দ্বারাই মোক্ষলাভে যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, কর্মত্যাগের দ্বারা নহে। লোকসংগ্রহ বিবেচনা করিলে কর্ম অবশ্যই কর্ত্তব্য, এই রাজর্ষিগণ সেই বিচারেই কর্মত্যাগ করেন নাই তুমিও তাঁহাদের অনুসরণে কর্মে ব্রতী হইবে ॥ [লোকসংগ্রহ-লোকদিগকে সংগ্রহকরা অর্থাৎ স্বধর্মে প্রবর্ত্তিত করা, নিজে কর্মকরিলে অন্য সকলেও করিবে, অন্যথা জ্ঞানীজনের দৃষ্টান্তে অজ্ঞ ব্যক্তি নিত্যকর্ম্ম (যাহা নিজধর্ম্ম) ত্যাগ করিয়া পতিত হইবে, এ আশঙ্কায় লোক রক্ষণের নিমিত্ত কর্ম্ম কর্ত্তব্য। পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) ॥

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠঃ তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোক স্তদনুবর্ত্ততে ॥ ৩।২১ ॥

কর্ম্ম করিলে কিরূপে লোক সংগ্রহ হয়? সংসারের এই নিয়ম, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে যে আচরণ করেন, সাধারণ লোকও তাহার অনুকরণ অনুসরণ করে। মানী ব্যক্তি যাহা প্রমাণ বলিয়া গণ্য করেন, সাধারণ লোকও তাহারই অনুবর্ত্তী হয়॥

ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্মণি॥ ২২

এ বিষয়ে আমি স্বয়ংই দৃষ্টান্ত। তাহাই বুঝাইতেছেন তিনটী শ্লোকে। হে পার্থ! তিন লোকে আমার কর্ত্তব্য কিছুই নাই, প্রাপ্তব্য বা অপ্রাপ্তও কিছু নাই। তত্রাচ কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকি অর্থাৎ কর্ম্ম করি।

যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥ ২৩

কর্ম্ম অকরণে লোকনাশ হয়, তাহাই দেখাইতেছেন। বলিতেছেন, যদি কখনও আমি অনলস ভাবে কর্ম্মে প্রবৃত্ত না থাকি, কর্ম্মানুষ্ঠান না করি, তাহা হইলে মনুষ্যরাও আমারই পন্থা অনুবর্ত্তন করিবে॥

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ॥ ২৪

কেননা কর্মলোপ হেতু লোক নাশ হইবে, ফলে যে বর্ণসঙ্কর উদ্ভুত হইবে, তাহার কারণও আমিই হইব। প্রজানাশ এইরূপ যাহা ঘটিবে, সেও আমারই কারণে; এজন্য আমি কর্মে ব্যাপৃত থাকি॥

সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্ত শ্চিকীর্ষুঃ লোকসংগ্রহম্॥ ২৫

পার্থক্য এই যে, অবিদ্বান্ ব্যক্তি কর্মে আসক্ত হইয়া, অভিনিবেশযুক্ত হইয়া কর্ম করে, বিদ্বান্ ব্যক্তিও তদ্রূপ লোকসংগ্রহার্থ কর্ম করিতেই ইচ্ছুক হইবেন॥

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্।
জোষয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥ ২৬

কৃপা বশে অথবা অযাচিত ভাবে, উপদেশদান যুক্ত নহে। কর্মে আসক্ত ব্যক্তিগণের বুদ্ধিভেদ (বুদ্ধিতে অন্যথাত্ব জন্মান) সৃষ্টি করিবেনা। কর্মে যে বুদ্ধি তাদের, তাহা বিচালিত করিবে না। পক্ষান্তরে তাহাদিগকে কর্মে প্রবৃত্ত করাইয়া প্রীত করিবে। নিজেও কর্মে যুক্ত হইয়া থাকিবে কেননা কর্মে শ্রদ্ধা না থাকিলে জ্ঞানোৎপত্তির সম্ভাবনা নাই। ফলতঃ ইতোনষ্টঃ ততো ভ্রষ্টঃ অবস্থা হইবে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥ ২৭

বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্ ব্যক্তির পার্থক্য কোথায়? নিজ কার্য্য ইন্দ্রিয়বর্গ দ্বারা প্রকৃতিই কার্য্য করায়, কিন্তু লোকে মনে করে, সেগুলির কর্ত্তা আমিই (অহং)। ইহাই অহঙ্কার, ইন্দ্রিয়াদিতে আত্মার অধ্যাস; অজ্ঞ ব্যক্তিদের আত্মা এই অধ্যাসে বিমূঢ়॥

তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে॥ ২৮

পক্ষান্তরে, বিদ্বান্ ব্যক্তি যে স্বয়ং প্রকৃতির গুণসমূহ তাহা মনে করেন না; তিনি গুণগুলি হইতে আত্মার বিভাগ মনে রাখেন; আবার কর্ম হইতে আত্মার বিভাগও তিনি অবগত। তত্ত্বজ্ঞ তিনি, সেজন্য কর্মে আসক্ত হন না, তাঁহার কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ নাই, সর্বদা ধারণা করেন ইন্দ্রিয়গুলিই বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়, অহং বা আত্মা প্রবৃত্ত হন না॥ [ন্যায়ের যুক্তিতে এখানে 'বিভাগ' শব্দটীর সার্থকতা বুঝাইতে, মধুসূদন ব্যাখ্যা করিয়াছেন, বিভাগ=ভাসকত্ব দ্বারা সকল জড়বর্গকে যিনি বিভক্ত করেন, অর্থাৎ স্বপ্রকাশ জ্ঞানস্বরূপ অসঙ্গ আত্মা]॥

প্রকৃতেগুর্ণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ॥ ২৯

বুদ্ধিভেদ জন্মাইবে না. পুনরায় উপসংহার করিতেছেন। সত্ত্বাদিগুণের সমাবেশ যে প্রকৃতি, তদ্দ্বারা সম্মোহিত হইয়া অজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইন্দ্রিয়বর্গ ও তৎকর্মে আসক্ত থাকে। সর্বজ্ঞ জন সেই অজ্ঞ ব্যক্তিগণের মতি পরিবর্ত্তন করিতে চেষ্টিত হইবেন না কখনও॥

ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ॥ ৩০

তত্ত্ববিদ্‌গণেরও কর্ম কর্ত্তব্য; (তুমি অদ্যাপি তত্ত্বজ্ঞ নহ অর্জ্জুন) তুমিও কর্ম করিবে তবে সকল কর্ম আত্মাতে সমর্পণ করিয়া, অন্তর্য্যামীর অধীন হইয়াই আমি কর্ম করিতেছি এমত অধ্যাত্মচিত্তে, আশা পরিত্যাগ করিয়া ও মমত্ববোধশূন্য হইয়া, সকল শোক (জ্বর) ত্যাগ করিয়া, আমারই জন্য কর্ম কর॥

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্মভিঃ॥ ৩১

এমত কর্মানুষ্ঠানের গুণ বুঝাইতেছেন। যাহারা আমার বাক্যে শ্রদ্ধাবান্,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুঃখাত্মক কর্মে প্রবর্ত্তিত করিতেছি এ মত দোষদৃষ্টি (অসূয়া) যাহাদের নাই-এবং আমার এই মত অনুসরণ করে, তাহারাও ধীরে ধীরে, কর্ম করিতে করিতে, জ্ঞানী জনের মতই কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয়॥

যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্ ।
সর্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥ ৩২

অপরপক্ষে, যাহারা ঈশ্বরার্থ কর্ম কর্ত্তব্য এরূপ অনুশাসনকে দ্বেষ করে, সেই বুদ্ধিহীন (অচেতসঃ) বিবেকশূন্য ব্যক্তিগুলিকে, যাহারা সর্বকর্মে ব্রহ্ম বর্ত্তমান এতদ্রূপ জ্ঞানে বঞ্চিত, পুরুষার্থভ্রষ্ট জানিবে॥

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতে র্জ্ঞানবানপি ।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥৩৩

তাহা হইলে, মহাফলে প্রত্যাশী হইয়া, নিষ্কাম হইয়া ইন্দ্রিয়গ্রাম নিগ্রহে সকলেই কেন স্বধর্ম অনুষ্ঠান করেনা? পূর্বকর্মের সংস্কারাধীন স্বভাববশে, (যাহা তাহাদেরই অনুরূপ স্বভাব, জ্ঞানবান্ ব্যক্তিও যদিও কিসে ভাল হয়, কিসে দোষ তাহা জানিয়াও কর্ম করেন তখন আর অজ্ঞ ব্যক্তিদের কথা কি? এক কথায়, সকলেই নিজ নিজ প্রকৃতি অনুসরণ করে, তখন ইন্দ্রিয়নিগ্রহ বা রাজনিগ্রহ বা রাজনিষেধ কি করিতে পারে? [শারীরক-ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন, মানুষের প্রকৃতি অনুসরণ পশুদেরই মত, পার্থক্য নাই]॥

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ ।
তয়ো ন বশং আগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥ ৩৪

পুরুষের প্রবৃত্তি যদি তাহার প্রকৃতিরই অধীনে হয়, তাহা হইলে বিধিনিষেধ শাস্ত্র কি নিতান্তই ব্যর্থ? আশঙ্কা নিরসনে বলিতেছেন প্রতিটী ইন্দ্রিয় (বীপ্সায় প্রত্যেক ইন্দ্রিয় বুঝান হইয়াছে) বা সকল ইন্দ্রিয়ই নিজ নিজ বিষয়ে অনুকূল বুঝিতে রাগ' বোধ করে, প্রতিকূল হইলে দ্বেষ অনুভব করে, ফলতঃ রাগ বা দ্বেষ অবশ্যম্ভাবী হয় এবং সেই কারণেই তদনুরূপ প্রবৃত্তি হয় লোকদের। প্রকৃত পক্ষে ইহাই ব্যক্তিগত প্রকৃতি। তাহাদের বশীভূত হইবেনা ইহাই শাস্ত্রের নিয়ম কেন না মোক্ষকামীর পক্ষে ঐগুলি পরিপন্থী। তাৎপর্য্য এই যে, বিষয় স্মরণাদি দ্বারা রাগ দ্বেষ উৎপন্ন হয়, অনবধানতায় পুরুষকে অনর্থে নিক্ষেপ করে। শাস্ত্র উপদেশে যেন পুরুষ রাগদ্বেষ নিবৃত্ত করিয়া পরমেশ্বর ভজন আদিতে প্রবৃত্ত হয়।

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ ।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ ॥ ৩৫

৩।৩৫॥ পশুসাধারণ স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি ত্যাগ করিয়া স্বধর্মে প্রবর্ত্তিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হওয়াই কর্ত্তব্য। অর্জ্জুনের নিজধর্ম যুদ্ধাদি দুঃখজনক এবং হিংসাত্মক তথাপি অহিংসাত্মক পরধর্ম সুকর হইলেও, স্বধর্মই শ্রেয়ঃ, এই উপদেশ দিতেছেন। পরধর্ম সকলাঙ্গ পুর্ণ, সুষ্ঠু অনুষ্ঠিত হয় যদিও, তথাপি তুলনায় কিয়দংশে অঙ্গহীন স্বধর্ম প্রশস্ততর। এমন কি যুদ্ধ্যাদি নিজধর্মে মরণও প্রশস্ত, কিন্তু স্বর্গাদিপ্রাপক ; পরধর্ম ইহলোকে অকীর্ত্তিকর, নিষিদ্ধ ধর্মানুষ্ঠান পরলোকে নরকপ্রাপক।

ভগবান উপদেশ করিয়াছেন, কদাপি রাগদ্বেষবশবর্ত্তী হইবেনা, "তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ" কিন্তু রাগদ্বেষ বশীভূত করা সুকঠিন মনে করিয়া অর্জ্জুন প্রশ্ন করিলেন।

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপঞ্চরতি পুরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ।। ৩৬

৩।৩৬॥ হে বৃষ্ণিবংশাবতীর্ণ কৃষ্ণ! অনর্থরূপ পাপাচরণে অনিচ্ছুক হইয়াও মানুষ কাহার প্রেরণায় পাপ আচরণ করে? বিবেকবলে কাম ক্রোধ বিরোধে অসমর্থ পুরুষের পাপে প্রবৃত্তি যে দৃষ্ট হয়, এ সকলের মূলীভূত প্রবর্ত্তক কে?

উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিলেন—

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণোসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ।। ৩৭

হেতু যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহা কাম, তাহাই ক্রোধ। (কাম এবং ক্রোধ পৃথক বলা হইল না কেন না কোনও কারণে কাম প্রতিহত হইলে ক্রোধ রূপেই পরিণত হয়, ক্রোধ মূলতঃ কামজই, এজন্য একত্রে বলা হইল) কামই মোক্ষমার্গে শত্রু, তাহাকে কিরূপে হনন করা যায় বলিবেন। কামের ক্ষুধা অত্যধিক ; ইহা মহাশন (সব কিছুই ভক্ষণ করে) এবং মহাপাপজনক।

(মহাশন—যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ। একস্যাপি ন পর্য্যাপ্তং ইতি মত্বা সমং ব্রজেৎ)॥

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নি র্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদং আবৃতম্ ।। ৩৮

কামের বৈরিত্ব প্রদর্শনে দৃষ্টান্ত দিতেছেন। সহজাত ধূম যেমন অগ্নিকে আচ্ছাদন করে, বা আগন্তুক মলে দর্পণ আবৃত হয় বা স্থূল মাংসপিণ্ড জরায়ু গর্ভস্থ শিশুকে নিরুদ্ধ করে, মানুষের জ্ঞানও সেই রকমে কাম দ্বারা আবৃত হয়॥ [তিন প্রকার আবরণের কথা বলা হইল—তাহা সহজ হইতে কঠিনতর এবং কঠিনতম]॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পুরেণানলেন চ ॥ ৩৯

বিবেকজ্ঞান এই কাম দ্বারা আবৃত হয়। ভোগকালে ইহা সুখকর, পরিণামে বৈরী বলা হইয়াছে। জ্ঞানী কিন্তু অনুসন্ধানে জানেন ভোগকালেও ইহা দুঃখহেতু, কাজেই কাম নিত্যবৈরী যে তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। যতই বিষয়ভোগ হউক কাম দুষ্পূরনীয় অনলবৎ, শোকসন্তাপদায়ক বলিয়াও অনল তুল্য, (অনলের অলং বা পূর্ত্তি হয় না) যেমন অগ্নি যদি স্বাধীনভাবে প্রজ্বলিত হয়, নিত্যবৈরী ॥

ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানং উচ্যতে।
এতৈঃ বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥ ৪০

কামের অধিষ্ঠান কি কি বলিয়া, জয়োপায় বিবৃত করিতেছেন। বিষয় শ্রবণ বা দর্শনাদিতে সঙ্কল্প ও অধ্যবসায়ে কাম আবির্ভূত হয়, একারণে ইন্দ্রিয়গ্রাম, সঙ্কল্পাত্মক মনঃ অধ্যবসয়াত্মিকা বুদ্ধি তাহার অধিষ্ঠান। এ সকলের আশ্রয়ে জ্ঞান আবৃত করিয়া দেহী বা আত্মাকে মোহগ্রস্ত করায় ॥

তস্মাৎ ত্বং ইন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ॥ ৪১

অতএব, অগ্রে এই কামজনিত বিমোহ হইতে ইন্দ্রিয়নিচয়, মন ও বুদ্ধিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া পাপরূপী কামকে, পরিস্ফুট হইবার সঙ্গে সঙ্গেই নিধন কর। (প্রজহি—নিধন কর বা পরিত্যাগ কর)। জ্ঞান শাস্ত্রাচার্য্যগণের উপদেশে লব্ধ এবং বিজ্ঞান, (নিদিধ্যাসন প্রসূত), উভয়কেই কাম নষ্ট করে ॥ [বিজ্ঞান — "তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত"—শ্রুতিঃ ? বিজ্ঞান অর্থে প্রত্যক্ষ অনুভব] ॥

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুঃ ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরাবুদ্ধি র্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ ॥ ৪২

প্রসন্নভাবে চিত্ত প্রণিধানে ইন্দ্রিয়বর্গ নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে, এজন্য দেহাদি হইতে আত্মার স্বরূপের পার্থক্য দেখাইতেছেন। দেহাদি অপেক্ষা সূক্ষ্মত্ব ও প্রকাশকত্ব হেতু ইন্দ্রিয়গুলি শ্রেষ্ঠ এবং একারণে রূপ রসাদি অর্থগুলি হইতেও শ্রেষ্ঠ ; ইন্দ্রিয়প্রবর্ত্তক মনঃ শ্রেষ্ঠতর ; তদপেক্ষা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। বুদ্ধির সাক্ষীরূপে অবস্থিত সব কিছুরই আন্তর আত্মা। তাঁহাকেও কাম বিমোহিত করে ॥ [কোনও কোনও ব্যাখ্যাকার, সঃ অর্থে বলিষ্ঠ শ্রেষ্ঠ কাম বুঝিয়াছেন, সে ব্যাখ্যা সমীচীন মনে হয় না এবং শ্রুত্যনুসারী ও নহে] ॥

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ॥ ৪৩

উপসংহারে—বুদ্ধির বিকার এই কাম প্রভৃতি বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগজাত, আত্মা তাহার নির্বিকার সাক্ষী। বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আত্মাকে জানিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির দ্বারা মনকে (আত্মাকে) নিশ্চল করিয়া কামরূপী শত্রুকে হনন কর। (আত্মানং—মনকে) ইতি শিবম্। শ্রীধরস্বামী তৃতীয় অধ্যায়কে কর্মযোগ বলিয়াছেন, মধুসূদন সরস্বতী জ্ঞাননিষ্ঠা বর্ণনযোগ নাম দিয়াছেন।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবান্ উবাচ

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবান্ অহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাককেঽব্রবীৎ ॥ ১

নিজের আবির্ভাব তিরোভাব বুঝাইয়া তৎ ও ত্বংপদের অবগতির জন্য কর্মযোগের প্রশংসা করিতেছেন শ্রীভগবান [পরিশিষ্ট—(৫) দ্রষ্টব্য]। এতাবৎ অধ্যায়দ্বয়ে কর্মযোগই জ্ঞানযোগের উপায় এবং মোক্ষসাধনে উপযোগী তাহা বিবৃত করিয়া, বর্ত্তমানে ব্রহ্মার্পণাদি বিধান দ্বারা তৎ ও ত্বং পদার্থের বিবেকের দ্বারা প্রথমে সে বিবেকজ্ঞান কি ভাবে পরম্পরায় প্রাপ্ত হইয়াছে তাহায় স্তুতি তিন শ্লোকে বলিতেছেন। অব্যয়ফলত্বহেতু অব্যয় এই যোগ পুরাকালে আমি সূর্য্যদেবকে উপদেশ করিয়াছিলাম; তিনি স্বপুত্র মনুকে (শ্রদ্ধাদেবকে) বলেন, মনু স্বপুত্র ইক্ষাকুকে তাহা বলিয়াছিলেন॥

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তং ইমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥ ২

এইরূপে নিমিপ্রমুখ রাজর্ষিগণ (তাঁহারা রাজাও ছিলেন ঋষিও ছিলেন) পিতৃপুরুষগণের প্রকথিত এই যোগ জানিতেন। এখন লোকে জানেনা কেন? কারণ, হে শত্রুতাপন! সেই যোগ কালপ্রভাবে বিচ্ছিন্নসম্প্রদায় হইয়া গিয়াছে।

স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্ ॥ ৩

আজ আমি সেই লুপ্তপ্রায় যোগ তোমাকে পুনরায় বিবৃত করিতেছি। তুমি আমার ভক্ত ও সখা, সেজন্য তোমার নিকটে এই উত্তম রহস্য উদ্ঘাটন করিতেছি ॥

(অর্জ্জুন উবাচ)

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্বিজানিয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥ ৪

শ্রীভগবান্ কিরূপে সূর্য্যকে এই যোগে উপদেশ করিতে পারেন, এমত সন্দেহে অর্জ্জুন বলিলেন—তোমার জন্ম অনেক পরে, বিবস্বান্ আদিত্য বহু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ব্বেই জন্মিয়াছেন। তুমি আধুনিক হইয়াও শাশ্বত সূর্য্যদেবকে বলিয়াছ কেমন করিয়া বুঝিব ?

(শ্রীভগবান্ উবাচ)

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥ ৫

শ্রীভগবান্ প্রশ্নোত্তরে বলিলেন—তোমার ও আমার উভয়েরই বহু জন্ম হইয়া গিয়াছে, সে সকলই আমি জানি। আমার বিদ্যাশক্তি অলুপ্ত কিন্তু অবিদ্যাবৃত বলিয়া তুমি জান না ॥

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৬

সত্য বটে আমি জন্মরহিত এবং অনশ্বরস্বভাব, কর্ম্মপারতন্ত্র্যহীন ঈশ্বর; কিন্তু নিজ মায়ায় সম্পূর্ণ অপ্রচ্যুত জ্ঞানবীর্য্যাদি শক্তিতে আবির্ভূত হই। ষোড়শকলাত্মক লিঙ্গ দেহও আমার নাই তথাপি শুদ্ধসত্ত্বসম্পন্না প্রকৃতিকে স্বীকার করিয়া স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ হই বিশুদ্ধ বীর্য্যতত্ত্বমূর্ত্তিতে। সর্বজগৎ ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি বা মায়ার বশে। সেই প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া দেহবান্—বৎ আত্মমায়ায় জাত হই; পরমার্থতঃ তাহা লৌকিক দেহ নহে ॥

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৭
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৮

কখন এই সম্ভব বা অবতরণ ? যখন ধর্ম্মের হানি, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান বা আধিক্য হয়, তখন। অবতরণের উদ্দেশ্য, স্বধর্ম্মে ব্রতী সাধুগণের রক্ষণের নিমিত্ত, দুষ্টকর্ম্মকারী দুষ্কৃতব্যক্তিদের বধার্থ এবং সেই উপায়ে ধর্ম্মকে স্থায়ী স্থির করিবার ইচ্ছায়। সেই সেই অবসরে বা যুগে সম্ভূত হই। (এ দুষ্ট নিগ্রহে বা শিষ্ট পালনে আমার পক্ষপাত শঙ্কা কর্ত্তব্য নহে। মহেশ্বরের দোষগুণ নাই) ॥

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন ॥ ৯

ঈশ্বরের জন্ম ও কর্ম্ম যে এইরূপ, সে জ্ঞানে ফল কি ? আমার জন্ম গ্রহণ স্বেচ্ছাকৃত, ধর্ম্মপালনরূপ কর্ম্ম তত্ত্বতঃ অলৌকিক, শুধু পরানুগ্রহার্থেই। ইহা যিনি সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত হন, তিনি দেহাভিমান ত্যাগ করিয়া পুনর্জন্ম (সংসার) প্রাপ্ত হন না, আমাকেই প্রাপ্ত হন ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥ ১০

কেবল মাত্র জন্ম ও কর্ম্মজ্ঞানেই মুক্তি কিরূপে হয়? শুদ্ধসত্ত্বাবতার জ্ঞানী জন আমার ধর্ম্মপালন, পরম কারুণিকত্ব জ্ঞাত হইলে, তাঁহাদের রাগ (ফলতৃষ্ণা), ভয় (জ্ঞানমার্গে কি করিয়া থাকিব), ক্রোধ (জ্ঞানমার্গে কি হিত হইবে এ মত দ্বেষ) বিগত হয়। চিত্তবিক্ষেপাভাবে তাঁহারা মদেকচিত্ত হন, একমাত্র আমাতেই আশ্রিত হইয়া, আমারই প্রসাদে আত্মজ্ঞান ও তপস্যার পরিপাক হেতু স্বধর্ম্ম লাভ করেন। জ্ঞান ও তপস্যা দ্বারা শুদ্ধ (অজ্ঞান মল বিদূরিত) তাঁহারা মদ্ভাব বা আমার সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়া ভক্তি মার্গ অবলম্বন করেন॥ [এইরূপে জীব ও ঈশ্বরের তত্ত্ব প্রদর্শন করিলেন। অবিদ্যাভাবে ঈশ্বরের নিত্য শুদ্ধত্ব হেতু জীবেরও ঈশ্বর প্রসাদে লব্ধজ্ঞানে অজ্ঞান নিবৃত্ত হয়, সেই শুদ্ধ চিৎএর অংশের দ্বারা তাঁহার সহিত ঐক্য হয়। সাযুজ্য বিষয়ে পরিশিষ্ট (৬) দ্রষ্টব্য]॥

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥১১

ঈশ্বরেও কি বৈষম্য আছে? যাঁহারা তাঁহার একমাত্র শরণ গ্রহণ করেন তাঁহাদিগকে আত্মভাব দান করেন এবং যাঁহারা সকাম উপাসক তাহাদিগকে দান করেন না? যে রূপেই হউক, সকামতায় বা নিষ্কামতায় যাঁহারাই আমাকে ভজনা করেন, ভগবান্ বলিতেছেন, তাহাদের আমি প্রার্থিত ফল-দানে অনুগৃহীত করি। যাহারা আমাকে ছাড়িয়া ইন্দ্রাদির সেবা করে তাহাদের আমি উপেক্ষা করি মনে করিও না, কেননা ইন্দ্রাদি রূপে আমিই সেব্য॥

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা ॥১২

তবে কেন যে সকলে আমাকে মোক্ষার্থে ভজনা করে না তাহার কারণ কর্ম্মফল আকাঙ্ক্ষায় বা কর্ম্মসিদ্ধির নিমিত্ত মনুষ্যগণ প্রায়শঃ ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতার যজন করে, সাক্ষাৎ আমাকে ভজনা করে না। কর্ম্মজনিত ফল শীঘ্র হয়, জ্ঞান-ফল বৈরাগ্য সহজ প্রাপ্য নহে॥

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্ ॥১৩

আচ্ছা, কেহ সকামভাবে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় কেহ বা নিষ্কামভাবে, তাহাদের স্রষ্টা ত তুমি, তোমাতে সে বৈষম্য নাই কেন? সত্ত্ব প্রধান ব্রাহ্মণগণের শম দম প্রভৃতি গুণ, সত্ত্বও রজঃপ্রধান ক্ষত্রিয়গণের শৌর্য্য যুদ্ধাদি কর্ম্ম; রজঃ ও তমঃ প্রধান বৈশ্যবর্গের কৃষিবাণিজ্যাদি কর্ম্ম, তমঃ প্রধান শূদ্রবর্ণের অপর তিন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বর্ণের শুশ্রূষাদিকর্ম্ম। ভগবান্ বলিতেছেন এই চারিবর্ণের গুণ ও কর্ম্ম বিভাগে যে চাতুর্ব্বর্ণ্য, তাহার স্রষ্টা আমি। কিন্তু তথাপি বর্ণসৃষ্টিতে আমার কর্ত্তৃত্ব লৌকিক দৃষ্টিতে আমারই মনে হয়, পরমার্থতঃ আমাকে কিন্তু অকর্ত্তাই জানিবে, কেন না আমি আসক্তিরহিত এবং অনশ্বর॥

ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যো অভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে ॥১৪

বিশ্ব সৃষ্টি প্রভৃতি কর্ম্ম আমাকে লেপ দেয়না, আসক্ত করেনা। আমি নিরহঙ্কার, আপ্তকাম। আমার কর্ম্মফলে কিছু মাত্র স্পৃহা নাই। যাঁহারা এই-রূপ কর্ম্মফলে আমার স্পৃহারাহিত্য সম্যগ্ উপলব্ধি করেন, কর্ম্মের দ্বারা তাঁহারাও বদ্ধ হন না। আমার নির্লিপ্ততা, নিঃস্পৃহতা, নিরহঙ্কারত্ব জ্ঞাত হইয়া তাঁহাদেরও অহঙ্কারাদি শিথিলতা প্রাপ্ত হয়॥

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্ম্মৈব তস্মাৎ ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতম্ ॥১৫

পূর্ব্বে চারিটী শ্লোকে ঈশ্বরের বৈষম্য নাই প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করিয়া, বর্ত্তমানে পুনরায় কর্ম্মযোগ বিস্তারে বর্ণন করিতেছেন যাহা ভগবানের মুখ্য বক্তব্য বিষয়। অহঙ্কারবিহীন হইয়া কর্ম্ম কৃত হইলে বন্ধের কারণ হয় না জানিয়া প্রাচীনগণ, মোক্ষকামী জনকাদি রাজর্ষি বৃন্দ, চিত্তশুদ্ধির নিমিত্তই যুগ পূর্ব্বে কর্ম্ম করিতেন, তুমি প্রথমতঃ কর্ম্মই কর॥

কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসে অশুভাৎ॥১৬

কর্ম্ম যে করিবে তাহাও তত্ত্ব বিচারেই কর্ত্তব্য, শুধু যে লোক পরম্পরায় তত্তদ্দৃষ্টান্তে করিবে, তাহা নহে। কিরূপ কর্ম্ম করিতে হইবে, কিরূপ কর্ম্ম করিবেনা, এ বিষয়ে জ্ঞানীগণও মোহাতীত নহেন। সুতরাং যাহা জানিয়া, যে রূপে কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে সংসার হইতে মুক্ত হইতে পারিবে, তেমন কর্ম্ম ও অকর্ম্ম তোমাকে বলিব, শ্রবণ কর॥

কর্ম্মণোহ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ ॥১৭

কর্ম্ম যে দেহাদির ব্যাপারমাত্র, অকর্ম্ম অব্যাপার, লোকে তাহাই বলে। সুতরাং জ্ঞানী মনীষি ব্যক্তিরাও (কবিগণ) কর্ম্ম ও অকর্ম্ম বিচারে মোহগ্রস্ত কেন? বিহিত ব্যাপার যাহা কর্ম্ম, তাহার তত্ত্ব বুঝিবার আছে, শুধু লৌকিক বিচারই চলিবে না। সেই রূপ অবিহিত কর্ম্ম (বা বিকর্ম্ম) এবং কর্ম্মের অকরণ (অকর্ম্ম) তাহাও ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে, কেননা কর্ম্ম অকর্ম্ম-বিকর্ম্মের তত্ত্বে অনেক কিছু রহস্য আছে, বিষয়টী দুর্ব্বিজ্ঞেয়॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ ॥১৮

দুর্ব্বিজ্ঞেয় কিরূপে ? পরমেশ্বরারাধন লক্ষণ কর্ম্মে তিনি মনে করেন তাহা কর্ম্মই নহে অকর্ম্মই, কেননা সেই কর্ম্ম জ্ঞানোৎপন্ন এবং বন্ধন কারণ নহে। সেই রকমেই বিহিত কর্ম্মের অকরণে যিনি কর্ম্ম করিতেছেন মনে করেন, উপলব্ধি করেন সে অকরণ বন্ধহেতু এবং প্রত্যবায় সৃষ্টি করে। এমত জন বুদ্ধিমান্, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিসম্পন্ন, তিনি প্রকৃত পক্ষে যুক্ত বা যোগী। (কেননা কর্ম্ম দ্বারাই জ্ঞানযোগ প্রাপ্ত হওয়া যায়)। অথচ তিনি সকল কর্ম্ম করেন। কর্ম্ম দ্বারাই কর্ম্মফল অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়, যেমন সর্ব্বত্র প্লাবন হইলে কূপাদির প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া যায়, সেইরূপ।

যাঁহারা যোগ রোহণে ইচ্ছুক সুতরাং কর্ম্মযোগেই যাঁহাদের অধিকার তাঁহাদের কথাই বলা হইল। ('ন কর্ম্মণামনারম্ভাৎ' বাক্যেও যে কর্ম্মযোগের কথা বলা হইয়াছে তাহা এখন বিস্তারে স্পষ্টতঃ বলা হইল। আবার 'যত্ত্বাত্ম-রতিরেব স্যাৎ' ইত্যাদি বাক্যে যোগারূঢ় অবস্থায় কর্ম্মের অনুপযোগ বলিয়াছেন, তাহাও এখানে প্রপঞ্চিত হইল)॥

অন্যরূপ ব্যাখ্যাও হইতে পারে। দেহেন্দ্রিয়াদির ব্যাপারে বর্ত্তমান থাকিলে আত্মা দেহব্যতিরিক্ত, অকর্ম বা ক্রিয়াহীন, সুতরাং আত্মার নৈষ্কর্ম্ম্য যিনি প্রণিধান করেন, এবং সেইরূপ জ্ঞানশূন্য অবস্থায় দুঃখবুদ্ধিতে কর্ম্ম পরিত্যাগকে যিনি অকর্ম বলিয়াই নিশ্চয় করেন (মিথ্যাচার ব্যক্তির বিপরীত ধারণা), তিনি মনুষ্য সমাজে বুদ্ধিমান্ বা পণ্ডিত, কেন না যাবতীয় কার্য্য করিয়াও, আহার পানাদি সত্ত্বেও তিনি নিজেকে অকর্তৃজ্ঞানে সমাধিস্থ থাকেন, তিনিই যুক্ত। অজ্ঞব্যক্তি রাগ প্রযুক্ত যে কর্মই করুক না তাহা দোষেরই॥

যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ॥ ১৯

ইহাই স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতেছেন পাঁচটী শ্লোকে। সম্যগ্ ভাবে যে কর্ম আরব্ধ হয়, (সেই কর্মগুলি সমারম্ভ)। সেগুলিতে যদি কর্মীর কামনা সঙ্কল্প না থাকে, তাদৃশ কর্মীকে পণ্ডিত বলা হয়। হেতু এই যে, চিত্ত শুদ্ধ হওয়ার কারণে জ্ঞানের উদয় হয়, সে জ্ঞানের অগ্নিতে যেন কর্মগুলি দগ্ধ হইয়া যায়। কামনাই ফলের হেতু যাহার কারণে মানুষ যে মনে করে এটী কর্ত্তব্য তাহাই, সঙ্কল্প। এ কাম সঙ্কল্প যোগারূঢ়াবস্থায় থাকে না॥ (পরিশিষ্ট (৭) দ্রষ্টব্য)

ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ॥ ২০

তিনি কর্মফলে আসক্তি ত্যাগে নিত্য নিজানন্দে তৃপ্ত এবং সে কারণে তাঁহার যোগেরও অপেক্ষা নাই, মোক্ষ কামনাও থাকে না। (কোনও কিছুই আশ্রয় করেন না) সেরূপ জন যদি স্বাভাবিক বা বিহিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিধিনির্দিষ্ট কর্মে সর্বতাভাবে প্রবৃত্ত হন, (অভিপ্রবৃত্ত হন), বস্তুতঃ তিনি কিঞ্চিৎ কর্ম ও করেন না, কর্ম তাঁহার অকর্মতাই প্রাপ্ত হয়॥

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥ ২১

যাঁহা হইতে সকল আশা একেবারে নির্গত হইয়াছে, দেহ মন যাঁর নিয়ন্ত্রিত, যাবতীয় পরিগ্রহ (ভোগের উপকরণ) যিনি ত্যাগ করিয়াছেন, শুধু শরীর যাত্রানির্ব্বাহের জন্যই কর্ম করেন, তাহাতেও নিজে করিতেছি এমন কর্ত্তৃত্ব বিষয়ে যাঁহার অভিনিবেশ নাই, তিনি কর্ম করিলেও কিল্বিষ প্রাপ্ত হন না॥ [কিল্বিষ অর্থে অনিষ্ট, বন্ধন ; পাপও পুণ্য উভয়ই অনিষ্ট কেন না উভয়ই বন্ধকারণ]॥

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে॥ ২২

অপ্রার্থিত অবস্থায় উপস্থিত লাভ, বেশী হউক বা কম হউক, তাহাতেই সন্তুষ্ট, (ইহাতে যাচ্ঞা, সংকল্প প্রভৃতি বারিত হইয়াছে) ; শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতি দ্বন্দ্বে সহনশীল, বৈরিতাবিহীন, মাৎসর্য্যবর্জ্জিত এবং যদৃচ্ছালাভে যেমন সন্তুষ্ট তেমনই সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে হর্ষবিষাদরহিত ব্যক্তি, বিহিত কিংবা স্বাভাবিক কর্ম করিয়াও বন্ধন প্রাপ্ত হন না॥

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে॥ ২৩

আসক্তিবিহীন, নিষ্কাম, রাগদ্বেষবিবর্জ্জিত, জ্ঞানে অবস্থিত ব্যক্তির পরমেশ্বরারাধনার্থ কর্ম সমূহ আচরিত হইলেও, বাসনাসমেত সেই সকল কর্ম অকর্মতা প্রাপ্ত হয়। তিনি যোগারূঢ়। তাঁহার পক্ষেও বিষ্ণুপ্রীত্যর্থ, লোকসংগ্রহার্থে কৃত যাবতীয় কর্ম বিনষ্ট হইয়া যায়॥

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবি র্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা॥২৪

স্থিতপ্রজ্ঞব্যক্তির কর্ম সমূহ বিলীন হইয়া যায় বলা হইল, এখন বলা হইতেছে ব্রহ্মই সকল কর্ম ও কর্মাঙ্গগুলিতে অনুস্যূত আছেন, এই পরি-জ্ঞানেও কর্ম্মসমূহ বিলয় প্রাপ্ত হয়। যজ্ঞাদিক্রিয়া অনেক কারক দ্বারা সাধিত হয়, দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্যত্যাগকে যাগ বলা হয় এবং ত্যজ্যমান দ্রব্য যখন অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হয় তখন হোম। ত্যজ্যমান দ্রব্য হবিঃ, অর্পণ বা যাহা কিছু অর্পিত হয় জুহ্বাদি, যেমন মন্ত্রাদি, দেশকালাদি ; অগ্নি যাহাতে প্রক্ষিপ্ত হয় ; হোম কর্ত্তা, এক কথায় যজ্ঞোপকরণনিচয়, কর্ত্তা এবং ক্রিয়া সকল কিছুই যখন ব্রহ্মমাত্র—ব্রহ্মরূপ কর্মেই যাঁহার চিত্ত একাগ্র (সমাবিষ্ট)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি ব্রহ্মই প্রাপ্ত হইবেন, অন্য ফল তাঁহার প্রাপ্য নহে ॥ [এই রূপ যখন ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই যজ্ঞে কোথাও নাই এমত প্রতীতি, তখন ধর্মাধর্ম কাহাকে স্পর্শ করিবে ?]

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥ ২৫

যজ্ঞ সম্পাদনে সর্বত্র ব্রহ্মদর্শনরূপ যজ্ঞই জ্ঞানোপায় এবং সেই জ্ঞানে সম্পাদিত যজ্ঞই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ। এখন সেই জ্ঞানের উপায়ভূত বহু যজ্ঞ বিবৃত করিতেছেন, সেই গুলির বিভিন্নতা অধিকারিভেদে। যেখানে ইন্দ্রবরুণাদি ইষ্ট হন, তাহা দৈবযজ্ঞ (কর্মযোগিগণ শ্রদ্ধায় অনুষ্ঠান করেন)। অপর জ্ঞানযোগিগণ ব্রহ্মরূপ অগ্নিতেই ব্রহ্মই অর্পণ করেন ; সর্বত্র ব্রহ্মদর্শনে তাহাই জ্ঞানযজ্ঞ ॥ (পূর্ব্বশ্লোকে যাহা বলা হইয়াছে, সেরূপ যজ্ঞে সকল কর্মই আহুতি দেন, তাহাই জ্ঞানযজ্ঞ) ॥

শ্রোত্রাদীন্ ইন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ॥ ২৬

অন্য নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিগণ ইন্দ্রিয় সংযমরূপ অগ্নিতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় নিরোধ দ্বারা সংযমপ্রধান যজ্ঞ সম্পাদন করেন। আবার ইন্দ্রিয় গুলিকে অগ্নি-কল্পনায় সেগুলিতে শব্দাদি বিষয় সকল আহুতি দেন, অর্থাৎ বিষয় ভোগ কালেও অনাসক্ত হইয়া ইন্দ্রিয় গুলিতে বিষয় সমর্পণ করেন ইহা সংযমপ্রধান যজ্ঞ ॥

সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্মানি প্রাণকর্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥ ২৭

অন্য ধ্যাননিষ্ঠ যোগিগণ শ্রবণ দর্শনাদি ইন্দ্রিয়কর্ম গুলি, বাক্য হস্ত প্রভৃতি কর্মেন্দ্রিয়ের ব্যাপার গুলি এবং প্রাণ সমূহের দশটী কর্ম, আত্মসংযম ধ্যানের ঐকাগ্র্য অগ্নিতে ধ্যেয়বিষয় সমূহ প্রজ্জ্বলিত করেন অর্থাৎ সকল ধ্যেয় বস্তুই সম্যক্ জ্ঞাত হইয়া তাহাতেই মনঃ সংযম করতঃ, সে সকল কর্ম হইতে উপরত হন ॥ [প্রাণ প্রধানতঃ ৫টী ; প্রাণ (বায়ুর বহির্গমন) অপান (বায়ুর গতিরোধ করা) ; ব্যান বায়ুর কার্য্য আকুঞ্চন প্রসারণাদি, সমানের কার্য্য ভুক্ত ও পীত আহার্য্যের সমীকরণ; উদান বায়ুর কার্য্য উর্দ্ধে লইয়া যাওয়া। এতদ্ব্যতীত উদ্গারে নাগবায়ু, চক্ষুরুন্মীলনে কূর্ম ; হাঁচিতে কৃকর, বিজৃম্ভনে দেবদত্ত। ধনঞ্জয় বায়ুর অভাব জীবিত বা মৃতাবস্থায় কখনও হয় না] ॥

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ২৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে যজ্ঞে দ্রব্য দান করা হয় তাহা দ্রব্যযজ্ঞ, কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি তপস্যা তপোযজ্ঞ, চিত্তবৃত্তিনিরোধ লক্ষণ সমাধিকে যোগযজ্ঞ বলা হয় ; বেদাধ্যয়ন, শ্রবণ মননাদি, প্রণবের অর্থ ভাবনা—জ্ঞানযজ্ঞ। যত্নপরায়ণ যতিগণ তীক্ষ্নব্রত হইয়া সম্পাদন করেন এই যজ্ঞ গুলি॥

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ।
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি ॥২৯

অপানদ্বারা অধোনয়নে এবং প্রাণ দ্বারা উর্দ্ধনয়নে বায়ু পূরক কালে, প্রাণাপানের একীকরণ হয়. যেরূপ কুম্ভকের দ্বারা প্রাণও অপানের উভয়েরই উর্দ্ধ ও অধোগতি রোধে। রেচক কালে অপানবায়ুকে প্রাণবায়ুতে আহুতি দেন এবং পূরক রেচক কুম্ভক প্রভৃতির দ্বারা কোনও কোনও যাজ্ঞিক প্রাণায়ামপরায়ণ হন। অপর একশ্রেণীর যোগী আহার সঙ্কোচে অভ্যস্ত হইয়া জীর্য্যমাণ ইন্দ্রিয়গুলির বৃত্তিসমূহের লয় করেন, ইহাই হোমের ভাবনা। অথবা পূরক রেচকে বর্ত্তমান 'হংস' 'সোঽহং' অনুলোমে এবং প্রতিলোমে অভিব্যক্ত করিয়া 'অজপা' মন্ত্রে তৎ ও ত্বং পদার্থের ভাবনা করেন। যোগশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে স কারে বহির্গমন করে এবং হং কারে পুনঃ প্রবেশ করে সেই প্রাণই আমি, এমত চিন্তা। (পরিশিষ্ট ৮ দ্রষ্টব্য)। যোগশাস্ত্রে ভোজন সম্বন্ধে নির্দ্দেশ আছে—১ ভাগ জলদ্বারা, চতুর্থাংশ বায়ুসঞ্চালনের জন্য অপূর্ণ রাখিবে ইহাই নিয়তাহার। যোগশাস্ত্রে বলা হইয়াছে 'যখন যখনই অভ্যাসবলে মনের স্থিরতা হইবে, তখনই বায়ু বাক্য দেহ ও দৃষ্টির স্থিরতা তত্তদনুপাতেই হইবে।

সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ।
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্॥ ৩০
নায়ং লোকোঽস্ত্য যজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম॥৩১

এইরূপ দ্বাদশ প্রকার যজ্ঞ সম্বন্ধে যাঁহাদের জ্ঞান হইয়াছে বা যাঁহারা এ সকল যজ্ঞ লাভ করিয়াছেন, (যজ্ঞবিদো) তাঁহাদের পাপ বিনষ্ট হয়। যজ্ঞাবশিষ্ট অন্ন (য'হাকে অমৃতও বলা হয়) ভোজন করিয়া জ্ঞানদ্বারে তাঁহারা নিত্য ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন। এগুলি যারা করেনা যজ্ঞহীন অল্পসুখী ব্যক্তির ইহলোক নাই, পরলোকই বা কোথায় ?

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্ম্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥৩২

এই রূপে বহুবিধ যজ্ঞ বেদমুখে বিস্তৃত হইয়াছে, সে সকলই কর্ম হইতে উৎপন্ন। তাহা সম্যক্ জ্ঞাত হইলে (জ্ঞাননিষ্ঠ হইলে) মুক্তি লাভ করিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞা জ্‌জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥৩৩

কর্ম্মযজ্ঞ হইতে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। অনাত্ম দ্রব্যময় ব্যাপার জন্য দৈবযজ্ঞ, তদপেক্ষা মনোব্যাপারাধীন জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ।।তাহা আত্মস্বরূপ জ্ঞানেরই অভিব্যক্তি। কেননা যাবতীয় কর্ম্মফলসহিত জ্ঞানেই অন্তর্ভূক্ত হয়। শ্রুতিঃ— 'সর্বং তদভিসমেতি যৎকিঞ্চিৎ প্রজাঃ সাধু কুর্ব্বন্তি ।।

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিন স্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৩৪

এমত জ্ঞানের সাধন বলিতেছেন। এই জ্ঞান পাইতে হইলে জ্ঞানিগণের নিকট দণ্ডবৎ প্রণিপাত দ্বারা, "এই সংসার কোথা হইতে" "যাইবেই বা কোথায়" ইত্যাকার পরিপ্রশ্নে. গুরু শুশ্রূষা (সেবা) দ্বারা, শাস্ত্রজ্ঞগণ তাঁহাদের যাহা প্রত্যক্ষ অনুভব, সেই জ্ঞান উপদেশ করিবেন।।

যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহ মেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভুতান্যশেষাণি দ্রক্ষস্যাত্মন্যথো ময়ি ॥ ৩৫

জ্ঞানের ফল—যে জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে তুমি পুনরায় বন্ধুবধনিমিত্ত মোহে আকুলিত হইবে না. কেননা পিতৃপুত্রাদি ভূতবৃন্দকে অবিদ্যায় পৃথক্ মনে হয়, তাহারা জ্ঞানদৃষ্টিতে নিজ আত্মার সহিত অভিন্নই দৃষ্ট হয় ॥ [অথো-অনন্তরং]॥

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ॥ ৩৬

তুমি যদি পাপী অপেক্ষাও অধিকতম পাপী হও তাহা হইলে এই জ্ঞান তরণীর দ্বারা সমস্ত দুস্তর পাপসমুদ্র (বৃজিনং) সন্তরণ করিতে পারিবে ॥

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নি র্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ৩৭

পাপসমুদ্র অনায়াসে উলঙ্ঘন করা যায় জ্ঞানপোত দ্বারা কিন্তু তাহাতে পাপনাশ হয় না। এখন নাশ হয় যেরূপে সর্বতোভাবে, দৃষ্টান্তে বুঝাইতেছেন। প্রদীপ্ত অগ্নি যেমন কাষ্ঠরাশিকে ভস্মীভূত করে, আত্মজ্ঞানস্বরূপ অগ্নি তদ্রূপ সকল কর্মকে ভস্মসাৎ করে (শুধু প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলগুলি ব্যতীত) ॥ [পরিশিষ্ট ( ) দ্রষ্টব্য]॥

নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥ ৩৮

কারণ তপঃ, যোগ যাই হোক্ না কেন, জ্ঞানের তুল্য শুদ্ধিকর কিছুই নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকলেই যে আত্মজ্ঞান অভ্যাস করেনা, তাহার কারণ যিনি কর্ম যোগের দ্বারা মালিন্যরাশি ধৌত করিতে পারেন, জ্ঞান যখন যোগ দ্বারা সংসিদ্ধ বা সংস্কৃত হয় (যোগ্যতা প্রাপ্ত হয়), কালেতে তিনি স্বয়ংই, আত্মাতে এই জ্ঞান লাভ করিতে পারেন॥ কর্ম যোগ ব্যতীত জ্ঞানলাভ ঝটিতি সম্ভব নহে॥

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তি মচিরেন অধিগচ্ছতি ॥৩৯

গুরূপদিষ্ট অর্থে শ্রদ্ধাবান্, একনিষ্ঠ সংযতেন্দ্রিয় ব্যক্তিই জ্ঞানলাভে সমর্থ, অন্য নহে। এজন্য শ্রদ্ধাদি সম্পত্তিলাভের পূর্ব্বে জ্ঞানের জন্য, চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্ম্মযোগের আবশ্যকতা। কিন্তু জ্ঞানলাভের পর আর কোনও কর্ত্তব্যই অবশিষ্ট থাকে না। জ্ঞান লব্ধ হইলে অচিরেই পরা শান্তি বা মোক্ষ প্রাপ্ত হওয়া যায়॥

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ॥ ৪০

জ্ঞানলাভের পর আর কিছুরই আবশ্যকতা থাকে না, দীপ জ্বলিলেই দীর্ঘকালের অন্ধকার অপসৃত হয়। কিন্তু জ্ঞানে অনধিকারী অজ্ঞ ব্যক্তি যে সিদ্ধি সম্বন্ধে সন্দিহান, শ্রদ্ধাহীন, ফলসম্ভাবনায় দৃঢ় বিশ্বাস যাহার নাই, এমত সংশয়াকুলিতচিত্ত জন পুরুষার্থভ্রষ্ট হয়। তাহার ইহলোকে আহারাদি সব কিছুতেই সংশয়, ধর্ম নিষ্পন্ন না হওয়ায় পরলোকেও তাহাদের সুখ নাই॥

যোগসংন্যস্তকর্মাণং জ্ঞানসংচ্ছিন্নসংশয়ং।
আত্মবন্তং ন কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ॥৪১

হে ধনঞ্জয়! যিনি যোগদ্বারা সকল কর্ম ঈশ্বরে সমর্পণ, জ্ঞানদ্বারা সংশয় ছেদন করিয়াছেন, কর্ম্ম আর সেই অপ্রমত্ত (আত্মবন্তং) ব্যক্তিকে বদ্ধ করিতে পারে না॥

তস্মাৎ অজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ॥৪২

হে ভারত। যে কারণে অজ্ঞানজনিত হৃদিস্থিত শোকাদিনিমিত্ত যে যে সংশয়, তাহা দেহ ও আত্মার বিবেকরূপ অসির দ্বারা ছেদন করিয়া কর্ম্ম যোগ অবলম্বন কর। প্রথমে যুদ্ধের জন্য উত্থিত হও, অর্জ্জুন, যুদ্ধই তোমার ধর্ম্ম॥ ইতি শিবম্॥

চতুর্থ অধ্যায়ের নামকরণ করিয়াছেন, ব্রহ্মার্পণ যোগ (মধুসূদনসরস্বতী)॥

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

অর্জ্জুন উবাচ

সন্ন্যাসং কর্ম্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ সংশসি।

যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্ ॥ ১

অর্জ্জুনের কর্ম্মসন্ন্যাস ও যোগসম্বন্ধে সংশয় নিরসন করিয়া, ভগবান্ পঞ্চম অধ্যায়ে জিতেন্দ্রিয় যতির মুক্তি বর্ণন করিয়াছেন। অজ্ঞানসম্ভূত সংশয় জ্ঞানাসির দ্বারা ছেদন করিয়া কর্মযোগে অধিরূঢ় হইতে উপদেশ করিয়াছেন—ইহা হয়ত পূর্ব্বাপর বিরোধী অর্জ্জুন মনে করিতেছেন। 'যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ' ইত্যাদি বাক্যে এবং 'সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে' এমত বাক্যে জ্ঞানীদের কর্ম্মসন্ন্যাসই উপদেশ করিতেছে। আবার যখন বলিলেন, জ্ঞান খড়্গ দ্বারা সকল সংশয় ছিন্ন করিয়া কর্মযোগে আরূঢ় হও, তাহাতে মনে হয় কর্ম্মসন্ন্যাস ও কর্মযোগ একই ব্যক্তির এককালে বিরুদ্ধতা বশতঃ সম্ভব নহে; সেজন্য অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, এতদুভয়ের মধ্যে কোন্‌টী আমার অনুষ্ঠেয় এবং শ্রেয়ঃ তাহা সুনিশ্চিত রূপে বল ॥ (সংশসি-কথয়সি)

ভগবান্ উবাচ

সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।

তয়োস্তু কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে ॥ ২

উত্তরে ভগবান্ বলিলেন, আমি আত্মতত্ত্বজ্ঞের প্রতি কর্ম্মযোগ উপদেশ করি নাই, কেন না তাহাতে সন্ন্যাসের সহিত বিরোধ হয়। আমি তোমার মত যাহারা দেহে আত্মার অভিমান করে, বন্ধুবধাদির জন্য শোক ও মোহে আবিষ্ট হয়, তাহাতেই সংশয় (দেহ ও আত্মার পার্থক্যবিষয়ে), জ্ঞানাসির দ্বারা ছিন্ন করিয়া, পরমাত্মজ্ঞানের সোপান স্বরূপ কর্ম্মযোগে আশ্রয় কর্ত্তব্য, বলিয়াছি। কর্ম্মযোগ দ্বারা শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির আত্মজ্ঞান সঞ্জাত হইলে, তাহার পরিপূর্ণতার জন্য জ্ঞাননিষ্ঠার অঙ্গরূপেই সন্ন্যাস, পূর্ব্বে বলিয়াছি। সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ দুইই ভূমিকাভেদে একত্র অবস্থিত হইতে পারে এবং মোক্ষ সাধনে উভয়ই সহায়ক। তথাপি এদুটীর মধ্যে কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগ বিশিষ্টতর ॥

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।

নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥৩

কি কারণে কর্ম্মযোগের শ্রেষ্ঠত্ব? রাগদ্বেষরহিত হইয়া পরমেশ্বরের জন্যই যিনি কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, সে অনুষ্ঠান কালেও তিনি সন্ন্যাসী, কেন না রাগদ্বেষাদি দ্বন্দ্ব হইতে বিমুক্ত শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি জ্ঞানদ্বারা অনায়াসে সংসার হইতে মুক্ত হন ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যক্ উভয়োর্বিন্দতে ফলম্ ॥৪

বস্তুতঃ প্রকৃত অধিকারীর পক্ষে কর্ম্মসন্ন্যাস এবং কর্ম্মযোগ এতদুভয়ের একই ফল হইয়া থাকে, ইহা পণ্ডিতগণ বলেন। সাংখ্য (জ্ঞান নিষ্ঠাবাদিগণের সন্ন্যাস) ও কর্ম্মযোগের ফল এক হইলেও অজ্ঞ ব্যক্তি বালোচিত চিত্তবৃত্তিতে পৃথক্ মনে করে, পণ্ডিতেরা তাহা করেন না। কেননা এই দুইএর কোনোটীকে সুষ্ঠুভাবে আশ্রয় করিলে একই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত কর্ম্মযোগ পরম্পরায় প্রাপ্ত জ্ঞানের দ্বারা সন্ন্যাস সম্যক্ অনুষ্ঠিত হইলেও, কৈবল্যফল লাভ। সুতরাং পৃথক্ নহে এ দুটী।

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি সঃ পশ্যতি ॥৫

ইহাই পরিস্ফুট করিতেছেন। জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসীগণ (সাংখ্যগণ) যে স্থান অর্থাৎ মোক্ষ, সাক্ষাৎরূপে প্রাপ্ত হন, যোগগণ (কর্ম্মযোগীরা) সেই স্থানেই জ্ঞানদ্বারে উপনীত হন। সুতরাং সাংখ্য এবং যোগকে একত্বে যিনি দর্শন করেন, তিনিই সম্যক্‌দর্শী॥

সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥৬

যদিও কর্ম্মযোগীদের অন্তে জ্ঞাননিষ্ঠা তথাপি অগ্রেই সন্ন্যাসকরণ যুক্ত নহে। কর্ম্মযোগবিহীন ব্যক্তির পক্ষে, সন্ন্যাসপ্রাপ্তি দুঃখহেতু সম্ভব নহে। চিত্ত শুদ্ধির অভাবে জ্ঞাননিষ্ঠা একেবারেই অসম্ভাব্য। পক্ষান্তরে যোগযুক্ত মুনি শুদ্ধচিত্ততা কারণে সন্ন্যাসী হইয়া অচিরেই ব্রহ্ম অপরোক্ষ ভাবে প্রাপ্ত হন। চিত্তশুদ্ধির পূর্ব্বে কর্ম্মযোগই সন্ন্যাস অপেক্ষা বিশিষ্টতর, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে এবং প্রতিপাদিত হইয়াছে। বার্ত্তিককারও বলেন "প্রমোদিনো বহিশ্চিত্তাঃ পিশুনাঃ কলহোৎসুকাঃ। সন্ন্যাসিনোঽপি দৃশ্যন্তে দৈবদূষিতাশয়াঃ"॥

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে॥ ৭

কর্ম্মযোগে যুক্ত যিনি, সুতরাং বিশুদ্ধচিত্ত যাঁহার, বলা বাহুল্য শরীর ও যাঁহার নিয়ন্ত্রিত, ইন্দ্রিয় যাঁহার বশে, সকল ভূতেরই আত্মস্বরূপ যাঁহার আত্মা, তিনি লোকসংগ্রহার্থে স্বাভাবিক কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্ম দ্বারা লেপ প্রাপ্ত হন না, কর্ম্ম তাঁহাকে বন্ধন করিতে পারে না॥

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃন্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্নন্ উন্মিষন্ নিমিষন্ অপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥ ৮-৯

যদি কর্ত্তৃত্বের অভিমান না থাকে, কর্ম্ম করিলেও লেপ পড়ে না। কর্ম্মযোগে যুক্ত হইয়া যোগী যখন ক্রমে তত্ত্বজ্ঞ হন, তখন দর্শন শ্রবণাদি করিলেও নিশ্চিত ধারণা হয় যে ইন্দ্রিয়গুলি তাহাদের অর্থেই (বিষয়ে = রূপ-রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ) বিচরণ করিতেছে, আমি নিজে কিছুই করিতেছিনা। এখানে দর্শন শ্রবণ স্পর্শন ঘ্রাণ রসনা চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় গুলির ব্যাপার, গতি পদদ্বয়ের, নিদ্রা বুদ্ধি বা অন্তঃকরণ চতুষ্টয়ের, প্রলাপ বাগিন্দ্রিয়ের, বিসর্গ বায়ু ও উপস্থের, গ্রহণ হস্তদ্বয়ের, শ্বাস প্রাণের উন্মেষ ও নিমেষ কূর্মাখ্য প্রাণের ব্যাপার। এ সকল কর্ম্ম করিয়াও অভিমানাভাবে ব্রহ্মবিৎ লিপ্ত হন না। ব্রহ্মসূত্রে "ইহা প্রাপ্ত হইলে, পূর্ব্ব ও পশ্চাৎ পাপরাশি ও কালিমা বিনষ্ট হয়, "তদধিগমে উত্তরপূর্ব্বাঘয়োঃ অশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ" ॥

ব্রহ্মণ্যাধ্যায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥১০

"আমি করিতেছি" এ মত অভিমান যাহার আছে তাহার পক্ষে কর্ম্মে লেপ হইবেই, চিত্তের অবিশুদ্ধতাবশতঃ সন্ন্যাস ও সম্ভব হয়না। পরমেশ্বরে যাবতীয় কর্ম্ম ও সেগুলির ফলে যে আসক্তি, তাহাও পরিত্যাগ করিয়া, যিনি কর্ম্ম করেন তিনি পাপে লিপ্ত হন না, পদ্মপত্রে জল লেপ দেয় না যেমন। (এ স্থলে পাপ অর্থে কর্ম্ম জনিত পাপ ও পুণ্য ॥

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বা আত্মশুদ্ধয়ে ॥১১

বন্ধনের অভাবই মোক্ষ হেতু, তাহা সদাচারেই সম্ভব হয়। কর্ম্মযোগী চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্ম্মফলে আসক্তি ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করেন শরীর দ্বারা (স্নানাদি), মনঃ দ্বারা (ধ্যানাদি) এবং বুদ্ধি দ্বারা (তত্ত্বনিশ্চয় করিয়া) তাঁদের কর্ম্ম কৃত হয় কেবল ইন্দ্রিয় দ্বারাই (যেমন শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ইন্দ্রিয় কর্ম্ম) এবং তাহাতে কর্ত্তৃত্ব অভিনিবেশ থাকেনা ॥

যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীং
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ॥ ১২

কর্ম্ম করে সকলেই, কেহ বা বদ্ধ হয়, আবার কেহ বা মুক্তি প্রাপ্ত হয়, এমত ব্যবস্থার কারণ, যুক্ত বা পরমেশ্বরে একনিষ্ঠ যোগী কর্ম্মের ফল ত্যাগ করিয়া অথচ কর্ম্ম করিয়াও, আত্যন্তিকী শান্তি বা মোক্ষভাগী হন। অযোগী বহির্মুখ, কামভাবে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তাদের ফলে আসক্তি, পরিণামে বন্ধন প্রাপ্ত হয় ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী ।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্নকারয়ন্ ॥১৩

এতাবৎ বিস্তারে বলা হইল চিত্তশুদ্ধিশূন্য সন্ন্যাস অপেক্ষ কর্ম্মযোগ বিশিষ্ট-তর। যতচিত্ত কর্ম্মযোগী (বশী) বিক্ষেপকারক যাবতীয় কর্ম্ম, বিবেকযুক্ত মনের দ্বারাই সন্ন্যাস করিয়া সুখে অবস্থান করেন জ্ঞাননিষ্ঠ অবস্থায়। কোথায় অবস্থান করেন? নবদ্বারবিশিষ্ট দেহপুরে (নেত্রনাসিকা চার, দুই কর্ণ, মুখ, পায়ু, উপস্থ-নবদ্বার) অহঙ্কারশূন্য দেহে। অহঙ্কারাভাবে সেই দেহ দ্বারা কিছুই করেন না, মমকারের অভাবে কিছুই করান নাও। অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি সন্ন্যাস করিয়া কর্ম্ম করে, কর্ম্ম করায়ও; সে এমন সুখে অবস্থান করিতে পারে না॥

ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥ ১৪

শ্রুতি বলেন, "এষ এব সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষত, এবাসাধু কর্ম্ম কারয়ন্তি তং যমেভ্যো লোকেভ্যোঽধোনিনীষতে"—পরমেশ্বর কর্ত্তৃকই শুভাশুভ ফলপ্রদ কর্ম্মে কর্ত্তৃত্বে প্রয়োজিত হয়, সে অবস্থায় কর্ম্মত্যাগ সম্ভব হয় কি রূপে? আর শুভাশুভ সম্বন্ধ থাকিবে? এ মত আশঙ্কায় বলিতেছেন, প্রভু পরমেশ্বর জীবের কর্ত্তৃত্বাদি সৃজন করেন না পরন্তু জীবের অবিদ্যা বা স্বভাবই কর্ত্তৃত্বাদিরূপে প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ অনাদি অবিদ্যা বশীভূত করিয়াই জীবস্বভাবকে ঈশ্বর কর্ম্মরাশিতে নিযুক্ত করেন। স্বয়ং কর্ত্তৃত্বাদি উৎপাদন করেন না॥

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥ ১৫

কর্ম্মে প্রযোজনা দেন না, কাহারও পাপ বা পুণ্যও গ্রহণ করেন না বিভু। তিনি পরিপূর্ণ, স্বার্থকামনায় কিছুই করান না। স্বীয় অচিন্ত্য মায়া শক্তিই জীবের নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে প্রবর্ত্তক। ভক্তজনকে অনুগ্রহ করেন বা অভক্তকে নিগৃহীত করেন এমন বৈষম্য আছে কি আপ্তকাম ঈশ্বরের? বৈষম্য দর্শন করে অজ্ঞ জীব, বুঝেনা দণ্ড ত তাঁহার অনুগ্রহই। না বুঝিবার হেতু অবিদ্যা দ্বারা আবৃত, বস্তুস্বরূপ উপলব্ধি করিতে অক্ষম॥

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্‌জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্॥১৬

জ্ঞানিগণ কিন্তু মোহ প্রাপ্ত হন না। ভগবৎজ্ঞানে যাঁহাদের বৈষম্যোপলব্ধি সূচক অজ্ঞান নাশিত হইয়া যায়, আত্মার সেই জ্ঞান সেই পরম পরিপূর্ণ স্বরূপ তত্ত্ব প্রকাশিত করে, সূর্য্য যেমন তমোনাশ করিয়া সকল বস্তুকে প্রকাশিত করে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তদ্‌বুদ্ধয়ঃ তদাত্মনঃ তন্নিষ্ঠাঃ তৎপরায়ণাঃ।

গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ ॥ ১৭

ঈশ্বরেই যাঁহাদিগের সংশয়রহিত বুদ্ধি, তাঁহাতেই মন একান্ত ভাবে নিবিষ্ট, নিষ্ঠা শুধু তাঁহাতেই, ঈশ্বরই যাঁদের পরম আশ্রয়, তাঁহারা তৎপ্রসাদ লব্ধ আত্মজ্ঞানের দ্বারা বিধৌতপাপ হন, তাঁহাদের আর পুনরাবৃত্তি হয় না। [কল্মষ অর্থে পুনর্দেহসম্বন্ধকারণ পুণ্যপাপাত্মক কর্মরাশি, তাহা জ্ঞানে নাশ প্রাপ্ত হয়] ॥

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।

শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥১৮

এ মত জ্ঞানীগণ যাঁহারা মুক্তিপ্রাপ্ত হন, তাঁহারা কিরূপ? সবকিছু বিষম বস্তুতে সম বা ব্রহ্মদর্শনে যাঁহারা অভ্যস্ত, সেই পণ্ডিতগণ বিদ্যা ও বিনয়যুক্ত ব্রাহ্মণে কুক্কুরে বা চণ্ডালে, গরুতে হস্তীতে সমদর্শী। কোনও জীবে বা জাতিতে বৈষম্য দর্শন করেন না॥

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।

নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥১৯

বিষমে সমদর্শন। করিলেও তাঁহারা পণ্ডিত কিরূপে? গৌতমস্মৃতিতে উক্ত, যাহারা বিষমে সম জ্ঞানে পূজা করেন এবং সমে বিষম প্রকারে পূজা-রত, সে পুজকগণের ইহলোকও নাই, পরলোকও নাই। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—তিনি জীবিতাবস্থাতেই সংসার জয় করিয়াছেন; তাঁহাদের সমত্বেই (ব্রহ্মে) অবস্থিতি। যেহেতু ব্রহ্মবস্তু নির্দোষ এবং সম, তাঁহারাও সমদর্শী। ব্রহ্মে নিষ্ঠা তাঁদের, ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন॥

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।

স্থিরবুদ্ধিঃ অসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥২০

ব্রহ্মপ্রাপ্ত ব্যক্তির লক্ষণ—তিনি ব্রহ্মবিৎ হওয়ায় ব্রহ্মেই স্থিত; প্রিয়বস্তু প্রাপ্তিতে হৃষ্ট হন না, অপ্রিয় প্রাপ্তিতেও উদ্বিগ্ন নহেন। তাঁহার বুদ্ধি (প্রজ্ঞা) স্থির এবং সকল মোহ নিবৃত্ত হইয়াছে।

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎসুখং।

স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥ ২১

মোহ নিবৃত্তিতে বুদ্ধি স্থিরা হয় তাহার কারণ, তাঁহার চিত্ত বাহ্যবিষয়ে অনাসক্ত, তিনি নিজ অন্তঃকরণেই উপশমাত্মক সাত্ত্বিক অক্ষয় সুখ লাভ করিয়াছেন, ব্রহ্মসমাহিত হইয়া তাঁহার সহিত তিনি ঐক্য প্রাপ্ত॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥ ২২

প্রিয় বিষয়ভোগগুলিও যদি নিবৃত্ত হয়, মোক্ষ বা পুরুষার্থ কিরূপে সম্ভব হয়? বিষয়সংস্পর্শজাত ভোগগুলি স্পর্দ্ধা অসূয়া প্রভৃতির দ্বারা ব্যাপ্ত হওয়ায় সেগুলি দুঃখেরই কারণ। ঐ সকল সুখ উৎপত্তিশীল যেমন, তেমনই বিনষ্ট ও হয়, (অনাদি অনন্ত সুখ নহে), সেরূপ সুখের বিনাশে দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। এইজন্য, হে কৌন্তেয়! পণ্ডিতগণ ঐ সকল সুখে পরিতৃপ্ত হন না॥

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্‌শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ ॥ ২৩

কাম ক্রোধ বেগ অতি দুর্ব্বার, উদ্ভবকালে যিনি সে বেগ প্রতিরোধে সমর্থ তিনিই সমাহিত ব্যক্তি, তিনিই সুখী নর, অন্য কেহ নহে। [অন্যরূপেও ব্যাখ্যা হইতে পারে। মরণের পরে যেমন বিলাপগ্রস্তা যুবতীর আলিঙ্গন সত্ত্বেও, পুত্রাদির দ্বারা দগ্ধ হওয়া সত্ত্বেও, কামের ও ক্রোধের বেগ যেমন সহ্য করিতে হয়, তেমনই যিনি জীবিতকালেও সহ্য করিতে পারেন, তিনিই যুক্ত, তিনিই সুখী। যোগবাসিষ্ঠে –"প্রাণে গতে যথা দেহে সুখং দুঃখং ন বিন্দতি। তথা চেৎ প্রাণযুক্তোঽপি স কৈবল্যাশ্রমে বসেৎ"]॥

যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারাম স্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি ॥ ২৪

কেবলমাত্র কামক্রোধ বেগ সংহারেই যে মোক্ষ লাভ হয়, তাহা নহে, যিনি আত্মায় (অন্তরেই) সুখ বোধ করেন, বিষয়ে নহে, যাঁহার ক্রীড়া বা আরাম অন্তরে, বাহ্য বিষয়ে নহে; যাঁহার দৃষ্টি বা জ্যোতিঃ ও আন্তর, বাহিরে নহে, তিনি ব্রহ্মে স্থিত হইয়া (ব্রহ্মভূত হইয়া) ব্রহ্মেই লয় (নির্ব্বাণ) প্রাপ্ত হন। [জ্যোতি বা প্রকাশ সমাধিকালে শব্দাদি প্রতিভাস করে না, ব্যুত্থানকালেও শব্দাদি প্রতিভাসে মিথ্যাত্ব নিশ্চয় করায়]॥

লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণ মৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥২৫

সম্যগ্‌দর্শী ঋষিগণের সংশয় ক্ষীণ বা দ্বিধাবোধ ছিন্ন, চিত্ত সংযত, সর্ব্ব-ভূতের হিতে তাঁহারা ব্রতী (কৃপালু বা অহিংসক)॥

কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্ ॥২৬

কাম ক্রোধ বিমুক্ত সন্ন্যাসীগণ, যাঁহাদের চিত্ত সংযত, যাঁহারা আত্মতত্ত্বজ্ঞ হইয়াছেন, জীবিত বা মৃত উভয়াবস্থাতেই (অভিতঃ) ব্রহ্মে লীন থাকেন তাঁহারা॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্বাহ্যান্ চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ॥ ২৭
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধি র্মুনি র্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥২৮

শব্দাদি বাহ্যবিষয় চিন্তিত হইয়া মনে প্রবেশ করিলেও, যে মোক্ষ পরায়ণ মহাত্মা সেগুলিকে মন হইতে বিদূরিত করিয়া ভ্রূমধ্যে অর্দ্ধ নিমীলিত নয়নে (লয় বা বিক্ষেপ যাহাতে না হয়) দৃষ্টি নিপাতিত করেন. উচ্ছ্বাস নিঃশ্বাসরূপ নাসাভ্যন্তরচারী প্রাণও অপান বায়ুর উর্দ্ধগতি রোধদ্বারা সমান বা কুম্ভক করেন অথবা প্রাণ যেন বাহিরে যায় না, অপান অন্তঃ প্রবেশ করেনা কিন্তু উভয়ই নাসামধ্যে বিচরণ করে, নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাসের গতি মন্দ করিয়া, সমান করিয়া, এই উপায়ে ইন্দ্রিয় মনঃ ও বুদ্ধি সংযত করিয়া থাকেন; তাঁহাদের ভয় ইচ্ছা ক্রোধ বিগত হইয়াছে, তিনি জীবিতাবস্থাতেও মুক্ত॥ (এই ধ্যানযোগের বা সম্যগ্ দর্শনের অন্তরঙ্গ সাধনের বিষয় ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিবৃত করিবেন ভগবান্। এই দুটী শ্লোক ষষ্ঠ অধ্যায়ের বৃত্তিস্থানীয়।)

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরং ।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥২৯

শুধু ইন্দ্রিয় সংযমেই যে মুক্তি হয় তাহা নহে, মুক্তি সম্ভব হয় জ্ঞান দ্বারে। যজ্ঞ ও তপস্যায় যাহা কিছু ভক্তিভরে সমর্পিত হয়, যিনি তাহার ভোক্তা বা পালক, সকল লোকের যিনি মহেশ্বর, নিরপেক্ষ উপকারী অন্তর্য্যামী, (সুহৃৎ) এই ভাবে তাঁহাকে জ্ঞাত হইয়া তাঁহারই প্রসাদে শান্তি বা মোক্ষ প্রাপ্ত হয় নর॥ ইতি শিবম্॥

পঞ্চম অধ্যায় (সন্ন্যাসযোগ) সমাপ্ত; অধ্যায়ের নাম শ্রীমধুসূদন সরস্বতী দিয়াছেন 'স্বরূপ পরিজ্ঞান'।

ষষ্ঠ অধ্যায়

চিত্তশুদ্ধ হইলেও শুধু সন্ন্যাসে, ধ্যান ব্যতিরেকে মুক্তি হয় না, তাহাই ষষ্ঠ অধ্যায়ে ধ্যানযোগে প্রপঞ্চিত হইয়াছে। পূর্ব্বাধ্যায়ের শেষে সংক্ষেপে যোগ উক্ত হইয়াছে। তাহারই বিস্তৃত বর্ণনার জন্য ষষ্ঠ অধ্যায়ের আরম্ভ।

অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্য্যং কর্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নি র্ন চাক্রিয় ॥১

বলা হইয়াছে—'সর্বকর্মাণ্যপি মনসা সংন্যস্যান্তে', তাহাতে সন্ন্যাসপূর্ব্বক জ্ঞাননিষ্ঠার তাৎপর্য্য দুঃখকারণই বলা হইয়াছে। কর্ম হঠাৎ সন্ন্যস্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহাতে না হয়, তাহা নিবারণ করিতে, সন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগের প্রশংসায় বলিতেছেন, কর্মফল নিরপেক্ষ হইয়া, অবশ্যকার্য্য বিবেচনায় যিনি কর্ম করেন, তাঁহাকে সন্ন্যাসীও বলা যায়, যোগীও বলা যায়। হয়ত অগ্নিসাধ্য যজ্ঞ সম্পাদন তিনি করেন না অথবা অগ্নিবিহীন যজ্ঞাদি, (পূর্ত্ত-প্রভৃতি, তাহাও) ত্যাগ করিয়াছেন। [সন্ন্যাসই ত্যাগ এবং চিত্তগত বিক্ষেপাভাবই যোগ। এই উভয়ই এক জনেই থাকিতে পারে। ফলত্যাগ কারণে ফলতৃষ্ণারূপ চিত্ত-বিক্ষেপ না থাকায়, ফলতৃষ্ণাত্যাগই গৌণীবৃত্তিতে সন্ন্যাস ও যোগশব্দে অভিহিত হইয়াছে]।

যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসংন্যস্তসঙ্কল্পো যোগী ভবতি কশ্চন ॥২

কর্মযোগেও সন্ন্যাসত্ব কোথায়? যাহাকে বিশেষ ভাবে পণ্ডিতগণ 'সন্ন্যাস' আখ্যা দিয়াছেন. শ্রুতি বলিয়াছেন "সন্ন্যাস এবাত্যরেচয়ৎইতি ব্রাহ্মণা" তাহা শুধু ফল সংন্যাস হেতুই যোগ বলিয়া জানিবে. অর্জ্জুন! (ইতি শব্দ হেতু অর্থে)। যিনি ফলের সঙ্কল্প (অভিনিবেশ) সন্ন্যাস করেন নাই, তিনি কর্মনিষ্ঠই হউন বা জ্ঞাননিষ্ঠই হউন তিনি কখনই যোগী হইবেন না। এক কথায়, ফলসঙ্কল্পত্যাগই সন্ন্যাস এবং সংঙ্কল্পত্যাগীই সন্ন্যাসী ও যোগী একাধারে ॥

আরুরুক্ষো র্মুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ ৩

যাবজ্জীবনই কি কর্মযোগ অবলম্বন করিতে হইবে? কর্মযোগের অবধি কত দূর পর্য্যন্ত? যাঁহারা জ্ঞান যোগে আরোহণ করিতে ইচ্ছুক, সে আরোহণের উপায়ই (কারণ কর্ম, কেন না তাহাতেই চিত্তশুদ্ধি হয়। পক্ষান্তরে. জ্ঞানযোগে আরূঢ় জ্ঞাননিষ্ঠ সাধকের পক্ষে শম বা বিক্ষেপক কর্মের উপরতিই জ্ঞান পরিপাকে কারণ. (শম অর্থে শঙ্কর সকল কর্মের নিবৃত্তি বুঝাইয়াছেন ॥

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্মস্বনুষজ্জতে।
সর্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ় স্তদোচ্যতে ॥৪

শম (যাহার কারণে যোগারূঢ় হন) কীদৃশ? বিষয়ভোগ্য শব্দরূপাদিতে এবং তৎসাধন কর্ম্মসমূহে যখন সাধক আসক্ত থাকেন না, তখনই তাঁহাকে যোগারূঢ় বলা হয়। হেতু এই যে ভোগবিষয়ে বা কর্ম্ম বিষয়গুলির, সকলেরই মূলে আসক্তি। এই সঙ্কল্প যখন নিঃশেষে বিদূরিত হইয়া যায়, তখনই যোগারূঢ় বলা যাইতে পারে ॥

উদ্ধরেৎ আত্মনাত্মানং নাত্মান মবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥ ৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়াসক্তি ত্যাগই মোক্ষ কারণ। আসক্তি ও বন্ধন পর্য্যালোচন করিলে সহজেই বুঝা যায়, রাগাদি স্বভাব প্রথমেই ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। বিবেকযুক্ত মনের দ্বারাই আত্মাকে উৰ্দ্ধে নয়ন করিবে, আত্মার অধোনয়ন কখনও করিবে না। কেন না মনই সঙ্গবশতঃ নিজের শত্রু, সঙ্গ হইতে উপরত হইলে মনই সকলের বন্ধু বা উপকারক ॥

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।

অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥ ৬

কিরূপ আত্মা বন্ধু, কিরূপই বা রিপু, বুঝাইতে বলিতেছেন—

যিনি আপনার দ্বারাই আপনাকে বশীভূত করিতে পারিয়াছেন, তিনিই নিজের বন্ধু। যে অনাত্ম ব্যক্তি বা আত্মশূন্য, যাহার আত্মা বিবেক বলে বশীভূত হয় নাই, সে নিজেই নিজের শত্রুত্বের কারণ হয়, অবিবেকজনিত অসৎ বুদ্ধির দ্বারা সে নিজেই নিজেকে বিনষ্ট করে ॥

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।

শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥ ৭

জিতাত্মব্যক্তির আপনাতেই যে বন্ধুত্ব, তাহা পরিস্ফুট করিতেছেন। যিনি আত্মজয়ী, রাগদ্বেষরহিত, প্রশান্ত চিত্ত, পরমাত্মায় সমাহিত; শীতেই থাকুন বা গ্রীষ্মেই থাকুন, সুখ দুঃখ, মান বা অপমানে তাঁহার আত্মা সমভাবে অবস্থিত করে। তিনি সর্বদাই আত্মনিষ্ঠ, তাঁহার হৃদয়ে পরমাত্মা সমাহিত বা অবিচলিত ভাবে স্থিত ॥

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।

যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ ॥ ৮

যোগারূঢ়ের লক্ষণের শ্রেষ্ঠত্ব এবং সেই লক্ষণগুলিকে উপপাদন করিয়া উপসংহার করিতেছেন—যাঁহার অন্তর উপদেশজাত জ্ঞানে, ও অপরোক্ষানুভবে (বিজ্ঞান) পরিতৃপ্ত, চিত্ত যাঁহার নিরাকাঙ্ক্ষ, সুতরাং তিনি নির্বিকার (কূটস্থ), ইন্দ্রিয়বর্গ যাঁহার বশীভূত, মৃত্তিকা পাষাণ সুবর্ণে সমভাব, (হেয় বা উপাদেয় কোনটীই নহে), তিনিই যুক্ত বা যোগারূঢ় ॥ (কূটস্থ পরিশিষ্ট (১০) দ্রষ্টব্য) ॥

সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থ দ্বেষ্য বন্ধুষু।

সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে ॥ ৯

সুহৃৎ, মিত্র, অরি, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ্যব্যক্তি, বন্ধু, সদাচারী সাধু বা দুরাচার পাপিষ্ঠের প্রতি যাঁহার রাগদ্বেষাদিশূন্য দৃষ্টি, তিনি প্রশংসার্হ ॥ [সুহৃৎ-স্বভাবতঃ হিতৈষী, মিত্র স্নেহবশে উপকারক; অরি স্বভাবতঃ অপকারী; উদাসীন দুই বিবদমান ব্যক্তির প্রতি যিনি নিরপেক্ষ; মধ্যস্থ—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুই বিবদমানের উভয়েরই হিতৈষী; তাহার প্রতি অপকার না করিলেও যে ব্যক্তি অপকর্ত্তা—যে ব্যক্তি দ্বেষ্য; সম্বন্ধবশতঃ উপকারী=বন্ধু; সাধু–শাস্ত্র বিহিত সদাচারী; শাস্ত্রপ্রতিষিদ্ধকারী পাপিষ্ঠ্য॥

যোগী যুঞ্জীত সততং আত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীঃ অপরিগ্রহঃ॥ ১০

যোগারূঢ়ের লক্ষণ বলিয়া এখন যোগের অঙ্গগুলির বর্ণনা করিতেছেন। 'স যোগী পরমো মতঃ' পর্য্যন্ত সাঙ্গযোগের বিস্তৃত বর্ণনা। যোগারূঢ় মনকে সমাহিত করিবেন সর্বদা একান্তে অবস্থান করতঃ, সঙ্গশূন্য হইয়া; মন ও দেহকে সংযত রাখিয়া, সকল আশা পরিহারে; কোনও পরিগ্রহ তাঁহার থাকিবে না (পরিশিষ্ট (১১) দ্রষ্টব্য॥

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চেলাজিনকুশোত্তরম্॥
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগং আত্মবিশুদ্ধয়ে॥ ১১-১২

আসন নিয়ম প্রদর্শন করিতেছেন। শুদ্ধস্থানে নিজের আসনে (পরের নহে) উপবেশন করিবেন। সে আসন অতি উচ্চ বা অতি নীচ হইবে না, তাহাতে কুশ, তদুপরি চর্ম ও তাহার উপরে মৃদু বস্ত্র থাকিবে। এমত আসনে উপবেশন করিয়া বিক্ষেপ রহিত একাগ্রচিত্তে যোগাভ্যাস করিবেন, তখন চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ের কার্য্য সংযত থাকিবে। তিনি যোগাসনে বসিবেন মনের বিশুদ্ধি বা উপশান্তির নিমিত্ত॥ [যোগ অর্থে নিদিধ্যাসন ব্রহ্মাকারা মনো-বৃত্তি প্রবাহে]॥

সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সম্প্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চা নবলোকয়ন্॥
প্রশান্তাত্মা বিগতভী র্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ॥১৩-১৪

দেহধারণ এমন ভাবে করিবেন যাহাতে তাহা চিত্তের একাগ্রতায় উপযোগী হয়। দেহের মধ্যভাগ (কায়), শির এবং গ্রীবা, (এক কথায় মূলাধার হইতে মূর্দ্ধা পর্য্যন্ত), [পরিশিষ্ট (১২)] যেন সম বা অবক্র থাকে এবং নিশ্চল ভাবে ধৃত হয়, তখন দৃঢ়প্রযত্ন (স্থির) হইয়া নিজের নাসিকাগ্র পর্য্যবেক্ষণ করিবেন অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে ইতস্ততঃ অবলোকন করিবেন না। (লয় বা বিক্ষেপ উভয়ই যাহাতে নিবারিত হয়)। যাঁর চিত্ত প্রশান্ত, যিনি ভয় রহিত, ব্রহ্মচর্য্যে অবস্থিত যিনি, মনকে বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া আমাতে (পরমপুরুষার্থ পরমেশ্বরে) সংযোজিত করিয়া স্থিত হইবেন। স্বেচ্ছায় ব্যুত্থিত হইবেন না॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থা মধিগচ্ছতি ॥ ১৫

যোগাভ্যাসের ফল কি? উক্ত প্রকারে সর্বদা মনকে সমাহিত করিয়া, নিরুদ্ধচিত্তে সংসারোপরতি বা শান্তি প্রাপ্ত হন. সে শান্তির প্রাপ্য পরম নির্ব্বাণ বা মৎসংস্থা ॥ (মৎস্বরূপে অবস্থিতি)॥ (পরিশিষ্ট (১৩) দ্রষ্টব্য)॥

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন ॥
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥ ১৬-১৭

যোগাভ্যাসনিষ্ঠ জনের নিয়ম—অত্যধিক গুরুভোজীর বা একান্ত অল্পহারীর পক্ষে সমাধি সম্ভব নহে; অতি নিদ্রাশীল বা অতি জাগ্রত ব্যক্তিরও যোগ হইতে পারে না। যাঁহার আহার, গতি (বিহার) নিয়ন্ত্রিত, কার্য্যে নিয়ন্ত্রিত চেষ্টা যাঁহার. যাঁহার নিদ্রা জাগরণ নিয়মিত, তাঁহার পক্ষেই যোগ দুঃখনাশক হয় ॥ (এ সম্বন্ধে যোগশাস্ত্রে যোগীর পক্ষে কতটা আহার, চলা ফেরা কর্ত্তব্য, তাহা নির্দ্দিষ্ট আছে)॥

যদা বিনিয়তং চিত্তং আত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিঃস্পৃহঃ সর্বকামেভ্যো যুক্ত.ইত্যুচ্যতে তদা ॥১৮

পুরুষের যোগ তখনই নিষ্পন্ন হয়, যখন বিশেষ ভাবে চিত্ত আত্মাতেই অচঞ্চল অবস্থান করে, ঐহিক পারত্রিক যাবতীয় ভোগ্য কাম্যবস্তুতে নিঃস্পৃহতা, তৃষ্ণারাহিত্য হয়। তখনই যোগপ্রাপ্তি হইয়াছে বুঝিতে হইবে ॥

যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ ॥ ১৯

আত্মার সহিত একাকার অবস্থাই চিত্তের উপমান। বায়ু শূন্যস্থানে দীপশিখা যেমন কম্পিত হয় না, এমত চিত্তের তদ্রূপ উপমা, যখন যোগী অভ্যাস করেন; চিত্ত নিশ্চল, সত্ত্বগুণের উৎকর্ষে প্রকাশক ॥

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্ আত্মনি তুষ্যতি ॥ ২০

"যাহা সন্ন্যাস তাহাই যোগ" পূর্ব্বে বলিয়াছেন। যোগ সমাধির প্রতিশব্দ, তাহাই এখন কয়েকটি শ্লোকে বুঝাইতেছেন। যে অবস্থা বিশেষে যোগাভ্যাসে নিরুদ্ধচিত্ত উপরত হয়, (কাষ্ঠাভাবে অগ্নি যেমন নির্ব্বাপিত হয়), তাহাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যোগের স্বরূপ লক্ষণ। (পাতঞ্জল সূত্রে 'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ')। সে অবস্থায় যোগী শুদ্ধচিত্তে আমাকেই অবলোকন করেন, দেহাদিকে নহে, সে দর্শনে আত্মাতেই সন্তোষ অনুভব করেন, বিষয় সমূহে নহে॥ ইহাকেই যোগ সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে)॥

সুখমাত্যন্তিকং যৎতদ্‌বুদ্ধিগ্রাহ্যং অতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতঃ চলতি তত্ত্বতঃ॥ ২১

নিজ আত্মাতেই তোষের হেতু কি? বলিতেছেন যে অবস্থা বিশেষে নিরতিশয় নিত্যসুখ বোধ করেন। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়সম্বন্ধেই সুখ অনুভূত হয়, কিন্তু এই সুখ ইন্দ্রিয়াতীত; শুধু বুদ্ধির সাহায্যে আত্মাকারেই গৃহীত হয়। সুতরাং এই অবস্থায় স্থিত হইলে, তত্ত্ব বা আত্মস্বরূপ হইতে পরিচ্যুত হইতে হয় না॥

[বুদ্ধিগ্রাহ্য অতীন্দ্রিয় সুখ, বুদ্ধির দ্বারা গৃহীত, রজস্তমোমলরহিতা সত্ত্বমাত্রবাহিনী বুদ্ধির দ্বারা। আত্যন্তিকং—ব্রহ্মসুখের কথন, তাহা বিষয়সুখ হইতে পৃথক্, কেননা বিষয়সুখ ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগ অপেক্ষা রাখে। বুদ্ধিগ্রাহ্য বলায় সুষুপ্তি সুখ হইতেও পৃথক্ বুঝাইতেছে; সুষুপ্তিতে প্রকৃতি ও বুদ্ধীন্দ্রিয়সমুদায় আত্মার সন্নিহিত হইয়া লীন থাকে। ইহা সমাধি সুখও নহে কেননা সত্ত্বগুণান্বিতা বুদ্ধিও নিবৃত্ত হয় সমাধিতে। গৌড়পাদ বলিয়াছেন এমত সুখ অন্তঃকরণ দ্বারা গৃহীত হয়, তখন অন্তঃকরণে সকল বৃত্তিই নিরুদ্ধ হইয়া থাকে। বৃত্তি দ্বারা সুখাস্বাদন গৌড়পাদাচার্য্য প্রতিষেধ করিয়াছেন, বলিয়াছেন "নাস্বাদয়েৎ সুখং তত্র নিঃসঙ্গঃ প্রজ্ঞয়া ভবেৎ"। সবিকল্প বৃত্তিরূপ প্রজ্ঞায় সুখাস্বাদ সমাধি বিরোধী এবং তাহাতে ব্যুত্থানই বুঝায়। যোগীর তাহা লক্ষ্য নহে, অতএব তাদৃশী প্রজ্ঞার সহিত সঙ্গ পরিত্যাজ্য, নিরোদ্ধব্য। এই সুখ "স্বস্থং শান্তং সনির্ব্বাণমকথ্যং সুখমুত্তমম্"। ইহা আরও স্পষ্টীকৃত হয় "যত্র নচৈবায়ং স্থিতঃ চলতি তত্ত্বতঃ" বাক্যে]॥

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥ ২২

শ্লোকে চিত্তের অচলত্ব উপপাদন করিতেছেন। আত্মস্বরূপ সুখলাভ করিয়া, তদপেক্ষা অধিক লাভজনক কিছু যোগী চিন্তাই করিতে পারেন না। সে সুখ নিরতিশয় সুখ; সে সুখে স্থিত হইলে, শীত গ্রীষ্মাদি যত মহা দুঃখই আসুক না কেন, যোগী অভিভূত হন না। ইহাতেই ইষ্টনিবৃত্তি ফলরূপ যোগলক্ষণ প্রদর্শিত হইল। উক্ত হইয়াছে, "কৃতকৃত্যং প্রাপ্তং প্রাপনীয়ং ইতি আত্মলাভাৎ ন পরং বিদ্যতে॥

তং বিদ্যাৎ দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগো অনির্বিণ্ণচেতসা॥২৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই অবস্থাবিশেষে, দুঃখসংস্পর্শমাত্রেই দুঃখ বিয়োগ ঘটে। দুঃখ বলিতে এখানে বৈষয়িক সুখও গণিত। বলা হইয়াছে "কাতর ক্ষেত্রজ্ঞের সহিত শুব পরমাত্মার যোজনেই যোগ"। (এখানে বিয়োগ শব্দ যোগ অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে, বিয়োগ শব্দের ঔপচারিক প্রয়োগ। যোগ সর্বদুঃখ হানি করে)। যোগের এমনই মহাফল, তাহা অবশ্যই অতি যত্ন সহকারে অভ্যসনীয়. দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া শাস্ত্রাচার্য্য উপদেশে সে যোগাভ্যাস অনুশীলন করা কর্ত্তব্য। যদি শীঘ্র সে যোগ প্রাপ্তি না হয়, তথাপি নির্ব্বেদরহিত চিত্তে, অধ্যবসায় সহকারে, অভ্যাস করিতে হইবে। [এত কষ্ট করিতেছি, এখনও যোগ লাভ হইল না, শুধু দুঃখই পাইলাম, এমত মনোভাবে প্রযত্নের শিথিলতাকে নির্বেদ বলা হয়। আচার্য্য গৌড়পাদ বলিয়াছেন "উৎসেক উদধের্য্যদ্বৎ কুশাগ্রেণৈক বিন্দুনা," কুশাগ্রে জলবিন্দু উৎসেকবৎ অপরিখেদে যোগ অনুশীলন উপদেশ করিয়াছেন]॥

সঙ্কল্পপ্রভাবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্বান্ অশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ॥ ২৪

সঙ্কল্প হইতে জাত, যোগ প্রতিকূল বাসনা সমেত যাবতীয় কাম বিষয়দোষ দৃষ্টিতে ত্যাগ করিয়া, সর্বত্র প্রসারিত ইন্দ্রিয়গ্রামকে সবিশেষে নিয়ন্ত্রিত করিয়া যোগাভ্যাস কর্ত্তব্য॥ [অশোভন বিষয়ে শোভন ভ্রমকে (শোভনাধ্যাস) সঙ্কল্প বলা হয়। সেই বিষয়গুলি আমার অভিলষিত, সেগুলি আমার হউক, এরূপ মনোবৃত্তিই বাসনা। কাম্যবিষয় ও তাহাতে বাসনা উভয়ই সমূলে উচ্ছেদ করিবার প্রয়োজনীয়তা]॥

শনৈঃ শনৈরুপরমেৎ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ২৫

যদি প্রাক্তন কর্মসংস্কারবশে মন বিচলিত হয়, ধারণা দ্বারা স্থির করিতে হইবে। ধৈর্য্যসহকারে বশীকৃত বুদ্ধি দ্বারা চিত্তকে আত্মায় সম্যক্ স্থিত করিলে, (আত্মসংস্থং) নিশ্চল চিত্ত সকলচিন্তাবর্জ্জিত হয়। কিছুমাত্র চিন্তা করিবে না। এমন কি নিজেই প্রকাশমান আত্মস্বরূপ হওয়ায় আত্মধ্যান হইতেও নিবৃত্ত হইবে। আত্মাকারা বৃত্তি সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে, অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে কোনও বৃত্তিই থাকে না। [ইহাই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি ॥]

যতো যতো নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চল মস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতৎ আত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥২৬

এমত সময়েও যদি রজোগুণবশে চিত্ত বিচলিত হয়, প্রত্যাহার দ্বারা তাহাকে বশীভূত করিবে। মন স্বভাবতঃই চঞ্চল, ধারণা থাকিলেও বারবার বিষয়ের প্রতি ধাবমান হয়, প্রত্যাহার দ্বারা আত্মাতেই মন স্থির করা কর্ত্তব্য ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্ ।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥২৭

প্রত্যাহারে মনকে বারংবার বশীকৃত করিয়া, রজোগুণ একান্ত ক্ষীণ হইলেই, যোগসুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। উক্ত প্রকারে যখন রজঃ শান্ত, মন প্রশান্ত, তাদৃশ নিষ্কল্মষ ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত যোগীর দ্বারা উত্তম সমাধিসুখ স্বতঃই লব্ধ হয়। ইহাই পূর্ব্ব ব্যাখ্যাতে আত্যন্তিক সুখ, জীবন্মুক্তের সুখ; প্রতীতি হয় 'ব্রহ্মৈব সর্ব্বং'॥

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শং অত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥২৮

ইহাতেই কৃতার্থতা। এইরূপে সর্ব্বদা চিত্তকে আত্মায় বশীকৃত করিয়া যোগীর যখন যাবতীয় কল্মষ অপগত হইয়াছে, তিনি অনায়াসে ব্রহ্মসংস্পর্শ প্রাপ্ত হন। তাহাতেই অবিদ্যার নিবৃত্তি হয় এবং ইহাই সাক্ষাৎকার, জীবন্মুক্ত যোগীর সর্ব্বোত্তম সুখ। এই ঈশ্বর প্রণিধানে সমাধি দ্রুত সিদ্ধ হয়॥ [অকল্মষ ধর্ম্মাধর্ম্মবর্জ্জিত (শঙ্কর)। তমোগুণ কার্য্য লয় বা কল্মষ, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। শান্তঃ রজঃ (মধুসূদন)]॥

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি ।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥২৯

ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার বুঝাইতেছেন। যোগাভ্যাসী সমাহিত চিত্তে সর্ব্বত্র ব্রহ্ম দর্শন করেন; নিজ আত্মাতেও অভেদে ব্রহ্ম দর্শন করেন। তাঁহার আত্মাকে পর্য্যবেক্ষণ করেন, দেখেন তাঁহার আত্মা অবিদ্যাকৃত দেহাদি-পরিচ্ছেদশূন্য এবং ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই অবস্থিত। [যোগবাসিষ্ঠে চিত্তনাশের দুই ক্রম, এক চিত্তবৃত্তি নিরোধ, দ্বিতীয় জ্ঞান। শঙ্কর মতে প্রপঞ্চ মিথ্যা, সাক্ষী পরমার্থ সত্যই একমাত্র আছেন আর কিছুই নাই। প্রপঞ্চিত বিশ্ব নাই, সেগুলির অদর্শনে একমাত্র আত্মদর্শন বা ব্রহ্মদর্শনই অবশিষ্ট থাকে। একারণে শঙ্করভগবৎ যোগের অপেক্ষা রাখেন নাই]॥

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি ।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥৩০

এমত আত্মজ্ঞানে সর্ব্বভূতে আত্মত্ব উপলব্ধির মুখ্যকারণ, আমারই উপাসনা। আমাকে (পরমেশ্বরকে) ভূতমাত্রেই যিনি দর্শন করেন, প্রাণিমাত্রই আমাতে আছেন ইহা দেখেন, আমি তাঁহার নিকট প্রত্যক্ষ হইয়া কৃপাদৃষ্টিতে সেই যোগী জ্ঞানীকে অনুগ্রহ করি। যে যোগী বা দ্রষ্টা কদাচ আমার নিকট অদৃশ্য নহেন, আমিও কদাচ তাঁহার অদৃশ্য নহি। বিদ্বান্ (জ্ঞানী) সর্ব্বদা তাঁহার সন্নিহিত এবং ভগবদনুগ্রহভাজন। এ সাক্ষাৎকার পরোক্ষ নহে, প্রত্যক্ষ। বলা হইয়াছে 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে ॥৩১

সকল ভূতে অবস্থিত যিনি আমাকে অভেদে আশ্রয় করেন, সেই যোগী জ্ঞানী হইয়া সকল কর্ম্মও যদি পরিত্যাগ করেন, তিনি আমাতেই সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকেন, কদাচ ভ্রষ্ট হন না॥ [তিনি কখনও বিধি নির্দ্দেশের কিঙ্কর নহেন। তিনি যদি যুদ্ধে প্রাণিনাশ করেন তথাপি বদ্ধ হন না। সর্ব্বকর্ম্মত্যাগই যাজ্ঞবল্ক্যের ন্যায় অথবা জনকাদির মত লোকসংগ্রহার্থে কর্ম্ম করুন প্রারব্ধকর্ম্ম প্রাবল্যে, তিনি নিত্যমুক্ত]॥

আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥৩২

এমত ভক্ত যোগিগণ মধ্যে সর্বভূতে অনুকম্পা যাঁহার, তিনিই শ্রেষ্ঠ। স্বসাদৃশ্যে নিজের সুখ যেমন প্রিয়, দুঃখ যেমন অপ্রিয় তেমনই অন্য সকলেরও, কাহারও দুঃখ বাঞ্ছা করেন না, শুধু সুখই হউক এমত বাঞ্ছা তাঁহার। [মধুসূদন ব্যাখ্যা—তত্ত্বজ্ঞান, মনোনাশ ও বাসনাক্ষয় অভ্যাসে, রাগদ্বেষ শূন্যতায় যিনি নিজের ও পরের সুখ দুঃখাদিতে সমদৃষ্টি যোগী যাঁহার কোনও প্রকার বিষমদৃষ্টি নাই, তিনিই পরম যোগী। শুধু তত্ত্বজ্ঞান হইলেই সমদৃষ্টি থাকিবে এমন কথা নাই। বিষমদৃষ্টি যাঁহার, তিনি যত বড় জ্ঞানীই হউন না, তিনি অপরম যোগী]॥

(অর্জ্জুন উবাচ)

যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্ ॥ ৩৩

যে যোগের কথা বলা হইল অর্জ্জুন তাঁহার অনুশীলন অসম্ভব মনে করিয়া প্রশ্ন করিলেন—মনের লয়বিক্ষেপহীনতায় (সাম্যেন) কেবল আত্মাকারে অবস্থিতিই যে যোগ. যাহা তুমি বলিলে, ইহার দীর্ঘকাল স্থিতি কি করিয়া সম্ভব হইবে, বুঝিতেছি না। কেননা মন বড়ই চঞ্চল॥

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ॥ ৩৪

অর্জ্জুন বলিলেন, মন স্বভাবতঃ চপল, দেহেন্দ্রিয়ের ক্ষোভকর, অতিশয় প্রবল; সুতরাং মনোজয় অশক্য। মন অতি দৃঢ় বিষয়বাসনানুবিদ্ধ। এ কারণে নিগৃহীত করা দুষ্কর, যেন আকাশে বায়ুরোধ করার মতই দুঃসাধ্য। [দৃঢ় বুঝাইতে শঙ্কর বলিয়াছেন তন্তুনাগবৎ অচ্ছেদ্য তন্তুনাগ গুর্জর প্রভৃতি প্রদেশের মহাহ্রদনিবাসী জন্তু বিশেষ]॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(শ্রীভগবান্ উবাচ)

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্ ।

অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে ॥ ৩৫

মনোনিরোধ যে দুষ্কর, অর্জ্জুন, তাহাতে কোনও সংশয় নাই। তথাপি বিষয় চিন্তা পরিহারে, বারংবার অভ্যসনে, অভ্যাসহেতু লয়প্রতিবন্ধ হেতু বৈরাগ্য এবং বিক্ষেপপ্রতিবন্ধ কারণে বৃত্তিনিরোধে, মনঃ পরমাত্মাকারে অবস্থিতি করে। যোগশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে "মনসো বৃত্তিশূন্যস্য ব্রহ্মাকারতয়া স্থিতিঃ। যাসম্প্রজ্ঞাতনামাসৌ সমাধিরভিধীয়তে" ॥

অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ ।

বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ ॥ ৩৬

উক্ত প্রকারে অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা সংযত চিত্ত যাহার নহে, সে পুরুষ যোগ লাভে অক্ষম। অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা বশীভূতচিত্ত পুরুষ উক্ত উপায়ে প্রযত্ন লইলে, সক্ষম হন ॥

(অর্জ্জুন উবাচ)

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাৎ চলিতমানসঃ ।

অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥৩৭

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, হে কৃষ্ণ! অভ্যাস বৈরাগ্যাভাবে কথঞ্চিৎ সম্যাগ্ জ্ঞান না পাইলে কি পরিণাম হয়? প্রথমে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া যোগে প্রবৃত্ত (মিথ্যাচারে প্রবৃত্ত নহে) কিন্তু পরে অভ্যাসশৈথিল্য কারণে চিত্ত যোগ হইতে বিচলিত হইয়া যদি বিষয়প্রবণ হয়, মন্দ বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, এমত ব্যক্তির যোগফল অর্থাৎ জ্ঞান প্রাপ্ত না হইলে, তাহার কিরূপ গতি হয়?

কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্ট শ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি ।

অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি ॥৩৮

তাহাদের কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পিত না হওয়ায় স্বর্গফল প্রাপ্তি ঘটেনা, যোগের নিষ্পত্তি যে মোক্ষ তাহাও লব্ধ হয় না? এতদুভয় হইতেই নিরাশ্রয়, (অপ্রতিষ্ঠ) ব্রহ্ম প্রাপ্তির উপায় হইতে চ্যুত ব্যক্তি কি ছিন্ন ভিন্ন মেঘের মতই নষ্ট হইয়া যায় ॥ (কচ্চিৎ—অভিলাষপ্রশ্নে)

এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ ।

ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে ॥৩৯

তুমি সর্ব্বজ্ঞ। আমার এই সন্দেহ নিরসন কর। আর কেহ তোমা ছাড়া সন্দেহ মোচন করিতে পারিবেনা। (ছেত্তা অর্থে নিবর্ত্তক) ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(শ্রীভগবান্ উবাচ)

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥৪০

শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে পার্থ! যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি, কি ইহলোক কি পরলোক, কুত্রাপি বিনষ্ট হন না, কেননা কোন শুভকারী ব্যক্তিই দুর্গতি প্রাপ্ত হন না। [তাত অর্থে পিতা, আত্মানং তনোতি, সেই পিতাই আবার পুত্র হইয়া আত্ম বিস্তার করে]॥

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকান্ উষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥৪১

তাহা হইলে সে ব্যক্তি কি প্রাপ্ত হয়? অশ্বমেধাদি যাজীগণের প্রাপ্য-লোকে বহু সম্বৎসর বাসসুখ অনুভব করিয়া, সদাচার শ্রীমন্ত ধনীগণের গৃহে সেই যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি জন্ম লাভ করেন॥

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥৪২

আর এক শ্রেণী যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির গতি। তিনি দীর্ঘকাল অভ্যস্ত যোগের ভ্রংশ হেতু যোগনিষ্ঠ জ্ঞানী জনের কুলে জন্মগ্রহণ করেন। (যোগারূঢ়ের কুলে কিন্তু নহে)। এরূপ জন্মলাভ মোক্ষহেতুত্বকারণে দুর্লভ। (শ্রীমান্ বা রাজচক্রবর্ত্তীর গৃহে জন্ম গ্রহণ অপেক্ষা দরিদ্র বিদ্যাবান্ কুলে জন্ম দুর্লভতর)

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥৪৩

এই দ্বিবিধ জন্মেই পূর্ব্বদেহে প্রাপ্ত ব্রহ্মবিষয়া বুদ্ধির সংযোগ লাভ করেন এবং জন্ম হইতেই মোক্ষসিদ্ধির জন্য অধিকতর প্রযত্ন করেন। (মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য সপ্তভূমিকা যোগবাসিষ্ঠে ব্যাখ্যাত। পরিশিষ্ট (১৪) দ্রষ্টব্য)॥

পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে ॥৪৪

কেননা, পূর্ব্বদেহে কৃত অভ্যাসের বল, অন্তরায় উপস্থিত হইলেও, (যেন তাঁহার অনিচ্ছায়), বিষয়বস্তু হইতে পরাঙ্মুখ করায় এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ করে। এইরূপে পূর্ব্বাভ্যাসবলে প্রযত্ন করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে মুক্ত হন। যোগে প্রবেশ কারণে, বেদ অতিক্রান্ত হইতে পারেন। [বেদে পারদর্শী শুধু কর্ম্মাধিকারী কিন্তু যোগীর প্রযত্নে, ক্রমে জ্ঞানে অধিকার হয়। ইহাতে জ্ঞানকর্ম্ম-সমুচ্চয়বাদ নিরাকৃত হইয়াছে, অদ্বৈতবাদে ব্যাখ্যা]॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রযত্নাৎ যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধ স্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ৪৫

মন্দপ্রযত্ন হইয়াও যোগী যদি চরমে পরাগতি লাভ করেন, যিনি বিশেষ যত্নসহকারে উত্তরোত্তর যোগে যতমান হন, যোগের দ্বারা বিধৌত পাপ হইয়া তিনি অনেক জন্মের সঞ্চিত যোগফলে সম্যগ্‌জ্ঞানী হইয়া, শ্রেষ্ঠা গতি লাভ করিবেন সন্দেহ কি ?

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন ॥ ৪৬

এই নিমিত্ত, কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি তপস্যাব্রতী অপেক্ষা, শাস্ত্রজ্ঞ অপেক্ষা, ইষ্টা-পূর্ত্তাদি কর্ম্মকারীগণ অপেক্ষা, যোগী শ্রেষ্ঠ। অতএব, হে অর্জ্জুন! তুমি যোগী হও ॥

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥৪৭

যাঁহারা যম নিয়মাদি পরায়ণ, সেই সকল যোগিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোগী মদ্‌ভক্ত। যিনি আমাতেই একমাত্র চিত্ত অভিনিবিষ্ট করিয়াছেন, আমাকেই শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ভজনা করেন, তিনি সকল যোগযুক্ত জনের মধ্যেই শ্রেষ্ঠ। সুতরাং আমার ভক্ত হও ॥

[এই অধ্যায়ে ত্বং পদার্থ, জীবাত্মার স্বরূপ নিরূপণ সমাপ্ত হইল। অতঃপর শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং' ইত্যাদি বাক্যে ভক্তিযোগ, ভজনীয় স্বরূপ কি, ভগবান্ বাসুদেব তৎপদার্থ নিরূপণের জন্য, অগ্রিম ছয় অধ্যায় আরব্ধ হইতেছে]॥ ইতিশিবম্ ॥ অধ্যাত্মযোগ নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

(শ্রীভগবান্ উবাচ)

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্ মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু ॥১

যাঁহাকে ভক্তি করিতে হইবে, তিনি কীদৃশ অর্থাৎ স্বস্বরূপ নিরূপণ করিতে, শ্রীভগবান্ বলিলেন। হে পার্থ! পরমেশ্বরে যাঁহার মনঃ অভিনিবিষ্ট (আসক্ত), আমিই যাঁহার একমাত্র শরণ অর্থাৎ যিনি অনন্যশরণ, যিনি যোগে অভ্যাসশীল, তিনি আমাকে নিঃসংশয়ে সমগ্র বিভূতি বল ঐশ্বর্য্য সহিত, যেরূপে জানিবেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্‌জ্ঞাত্বা নেহভূয়োঽন্যৎ জ্ঞাতব্য মবশিষ্যতে ॥২

যে তত্ত্ব জানিলে আর কিছুই জ্ঞাতব্য অবশিষ্ট থাকেনা, তাহার শাস্ত্রজনিত জ্ঞান ও প্রত্যক্ষ যে জ্ঞান অনুভূত হয়, এতদুভয়ই তোমাকে নিরবশেষে বলিব ॥

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥৩

আমাতে ভক্তি ব্যতীত আমার সম্বন্ধে জ্ঞান দুর্লভ, এজন্য বলিতেছেন। সংখ্যাতীত জীবের মধ্যে মনুষ্য ব্যতীত অন্য কোনও জীবের শ্রেয়োমার্গে প্রবৃত্তিই নাই। সহস্র সহস্র মনুষ্য মধ্যে কচিৎ কোনও এক জন, প্রকৃষ্ট পুণ্যবশে আত্মার বা সিদ্ধির জন্য যত্ন করেন। প্রযত্নশীল হইলেও সহস্র সহস্র জনের কোনও একজন আমাকে (পরমাত্মাকে) আমার প্রসাদে, তত্ত্বের দ্বারা জ্ঞাত হন। সেই অতি দুর্লভ আত্মতত্ত্ব, মদ্‌বিষয়ক জ্ঞান তোমাকে উপদেশ করিব ॥

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধি রেবচ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥৪

এইরূপে শ্রোতা অর্জ্জুনকে ঈশ্বরতত্ত্ব শ্রবণে অভিমুখী করিয়া, তাহা নিরূপণ করিতেছেন। সৃষ্টি কর্ত্তৃত্ব প্রকৃতির; সে প্রকৃতিও ঈশ্বরেরই এবং পর ও অপর ভেদে দ্বিবিধা। অপরা প্রকৃতি ঈশ্বরের অষ্টভাগে বিভক্তা ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ—(পঞ্চভূত সূক্ষ্ম) এবং তাহাদেরই অন্তর্ভুক্ত পঞ্চতন্মাত্র (রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, ও স্পর্শ)। মনঃ (তাহার কারণ অহঙ্কার; বুদ্ধি (তৎকারণ মহত্তত্ত্ব) অহঙ্কার শব্দে তাহারও কারণ অবিদ্যা গণিত। ইহাই অষ্ট প্রকারে বিভক্তা অপরা প্রকৃতি।

সাংখ্যমতে এইগুলিই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বে বিভক্ত প্রদর্শন করা হইয়াছে। ক্ষেত্র বুঝাইতে এই অপরা প্রকৃতিকে তদ্রূপই বর্ণনা করিবেন। "মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তং এবচ। ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ" বলিবেন ॥

অপরেয়ং ইতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥৫

এই প্রকারে অপরা প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিয়া বলিতেছেন, অপরা প্রকৃতি জড়ত্ব হেতু নিকৃষ্টা; (এবং সাংখ্যমতে তাহা পুরুষেরই প্রয়োজনে); এতদপেক্ষা শ্রেষ্ঠা যে প্রকৃতি তাহা আমারই জীবস্বরূপা জানিবে। শ্রেষ্ঠত্ব হেতু তাহা ক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপ (১৩শ অধ্যায়ে বিস্তারে বর্ণিত)। চেতনা প্রকৃতি অনন্ত জগৎ মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া জীবরূপা শক্তি দ্বারা জগৎসমূহকে ধারণ করিয়া আছে। হে মহাবাহো! আমার সেই প্রকৃতিকে জীব বলিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জানিবে, এইরূপে ধারণ না করিলে অচেতন জগৎ বিশীর্ণ হইয়া পড়িত॥ (উপনিষদ্‌মন্ত্রবর্ণ "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি"॥

এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।

অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥৬

(পরা ও অপরা) প্রকৃতিদ্বয় প্রদর্শন করিয়া স্বয়ংই সৃষ্টি প্রভৃতির কারণ বুঝাইতেছেন। এই দুই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞরূপ প্রকৃতিদ্বয়কে জানিও, তাহারাই যাবতীয় স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূতবৃন্দের যোনি বা কারণভূত। (তন্মধ্যে) জড়া প্রকৃতি দেহরূপে পরিণত হয়; চেতনা প্রকৃতি আমারই অংশভূত। তাহা ভোক্তৃরূপে দেহ সমূহে প্রবেশ করতঃ নিজ কর্ম্ম দ্বারা সেগুলিকে ধারণ করে। এই দুই প্রকৃতিই আমা হইতে সম্ভূত, সুতরাং আমিই প্রাকৃতিক জগতের প্রভব বা পরমকারণ। সেই জগৎ আমাতেই প্রলীন হয়, আমিই তাহার সংহার কর্ত্তা।

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।

ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥৭

সে কারণেই আমি ছাড়া শ্রেষ্ঠ জগতে আর কিছুই নাই। আমাতেই সমস্ত জগৎ ওত এবং প্রোত, যেমন সূত্রে মণিগুলি গ্রথিত থাকে বা কনকে কুণ্ডলাদি থাকে॥

রসোঽহম্ অপ্‌সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্যয়োঃ।

প্রণবঃ সর্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥৮

জগৎ স্থিতির হেতু, তিনি বিস্তারে বর্ণনা করিতেছেন ৫টী শ্লোকে। জলে আমি রসরূপে (রস তন্মাত্র স্বরূপ বিভূতি আশ্রয় করিয়া) আমিই স্থিত; সেইরূপ শশী ও সূর্য্যের প্রভা আমিই প্রকাশরূপ বিভূতি আশ্রয়ে স্থিত; সর্ব্ববেদে বৈখরীরূপে, তাহার মূল স্বরূপ প্রণব বা ওঁকার আমি; আকাশে শব্দতন্মাত্ররূপে; নরগণ মধ্যে পৌরুষ বা উদ্যমরূপে অবস্থিত (উদ্যমেই পুরুষগণ অবস্থান করে)॥

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।

জীবনং সর্ব্বভূতেষু তপশ্চামি তপস্বিষু ॥৯

অবিকৃত গন্ধতন্মাত্ররূপে আমিই পৃথিবীকে আশ্রয় করি (ঈশ্বরের বিভূতি বর্ণনায় সুরভি গন্ধই উৎকৃষ্ট, তাহাই শ্লোকে ব্যক্ত)। অগ্নিতে যে তেজ বা দুঃসহ দীপ্তি তাহা আমিই। সকল ভূতের প্রাণধারণরূপ বায়ু আমি; বানপ্রস্থগণের শীতোষ্ণাদি দ্বন্দসহন রূপ তপস্যা আমি॥

বীজং মাং সর্ব্বভূতেষু বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।

বুদ্ধি বুর্দ্ধিমতামস্মি তেজ স্তেজস্বিনামহম্ ॥১০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকল চরাচর ভূতের সনাতন বীজ বলিয়া আমাকে জানিবে। আমি বুদ্ধিমানের বুদ্ধি, তেজস্বীর তেজঃ বা প্রগল্‌ভতা। [বীজ বা সনাতন নিত্য-কারণ সজাতীয়ক সন্ততি উৎপাদনে সমর্থ, উর্ত্তরোত্তর সন্ততির সর্ব্বকার্য্যে অনুস্যূত। তাহা ব্যক্ত হইবার জন্য বীজান্তরের অপেক্ষা রাখেনা, কিন্তু সর্ব্বদাই অব্যকৃত থাকে. ইহাকে অব্যাকৃত আখ্যাও দেওয়া হয়। বর্ত্তমান বিজ্ঞানে Genes এর সমপর্য্যায়]॥

বলং বলবতামস্মি কামরাগবিবর্জিতম্ ।

ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ ॥১১

কেবলমাত্র দেহের অস্তিত্ব ধারণের জন্য যে সামর্থ্য, কামনা ও অনুরাগশূন্য, তাহাও আমি। হে ভরতর্ষভ! প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে যে ধর্ম্মের অবিরোধী কাম, তাহাও আমি॥ [কাম একপ্রকার চিত্তবৃত্তি, যাহার কারণে অপ্রাপ্ত বিষয়ের, প্রাপ্তি কারণ না থাকিলেও, প্রাপ্য হউক এমন মনের অবস্থা হয়।]

পক্ষান্তরে প্রাপ্ত বিষয় ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে, অবশ্যম্ভাবী জানিয়াও তাহা যেন থাকে এমত রঞ্জনাত্মক বৃত্তি, (রাঙিয়ে দেয়). তৃষ্ণা পর্য্যায়ভুক্ত বৃত্তিকে রাগ বলা হয়। বল এখানে বলা হইয়াছে স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে যে সামর্থ্য সেরূপ সাত্ত্বিক বল। কেবলমাত্র নিজ দারায় পুত্র উৎপাদনে উপযোগী ধর্ম্মাবিরুদ্ধ কামই এখানে বলা হইয়াছে —'প্রজায়ৈ গৃহমেধিনাং'] ॥

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসা স্তামসাশ্চ যে।

মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥১২

শুধু এই কয়টী গণনায় লাভ কি? এমন কি অন্যান্য চিত্ত পরিণাম বা পদার্থ যাহা কিছু আছে. যেমন সাত্ত্বিক ভাব (শম দম প্রভৃতি); রাজস ভাব, (হর্ষদর্পাদি), তামসভাব (শোক মোহ প্রভৃতি) যাহা প্রাণিদের কর্ম্মবশে জাত হয়, সে সকলগুলিই আমার প্রকৃতির তিন গুণেরই কার্য্য। আমি সেগুলির বশে নহি. জীববৃন্দই তদধীন বা তদ্‌বশবর্ত্তী। সেগুলি আমারই অধীন হইয়া বর্ত্তমান থাকে॥

ত্রিভি র্গুণময়ৈ র্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।

মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥১৩

এবম্ভূত পরমেশ্বর যে আমি, লোকে কেন আমাকে জানেনা বা জানিতে পারেনা? পূর্ব্বোক্ত গুণের বিকারে মোহিত হইয়াই সর্ব্বজগতের প্রাণি-বৃন্দের বিবেকের যোগ্যতা লুপ্ত। তাহারা এই সকল ভাবের অতীত, অস্পৃষ্ট অথচ গুণত্রয়ের নিয়ন্তা যে আমি অব্যয়, সর্ব্ববিক্রিয়াশূন্য, আমাকে জানেনা॥

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥১৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেন যে তাহারা জানেনা তাহার কারণ আমার দৈবী, অলৌকিকী মায়া অদ্ভুত। ত্রিগুণাত্মিকা (সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিনগুণের সমষ্টি) এই মায়া বা প্রকৃতি আমারই পারমেশ্বরী শক্তি। তথাপি যাহারা আমাকে অব্যভিচারিণী ভক্তিতে ভজনা করে, তাহারা এই মায়া উত্তীর্ণ হইয়া আমাকে জ্ঞাত হইতে পারে। [পরিশিষ্ট (১৪) দ্রষ্টব্য]॥

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥ ১৫

সকলেই তাহা হইলে তোমাকে ভজনা করে না কেন? নরাধমগণ আমার ভজনা করে না কেননা তাহারা মূঢ়, বিবেকশূন্য, পাপাচারী। তাহাদের শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশে জ্ঞান উৎপন্ন হইলেও সে জ্ঞান মায়ার দ্বারা অপহৃত বা নিরস্ত হয়। এ সকল আসুরী প্রকৃতির লোকদের "দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ" ইত্যাদি বাক্যে ১৬শ অধ্যায়ে বিস্তারে বলিবেন॥

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ ১৬

যে সকল সুকৃতিজন ভজনা করেন তাহারাও সুকৃতের তারতম্যানুসারে চতুর্বিধ। (১) আর্ত্তজন ভক্তি করে রোগাদি দ্বারা অভিভূত হওয়ার কারণে। ইহারা পুণ্যবলে আমাকে অথবা ক্ষুদ্র দেবতা ভজনও করে। (২) জিজ্ঞাসু বা আত্মজ্ঞানেচ্ছু ভক্ত (৩)। অর্থার্থী, যিনি ঐহিক ও পারত্রিক ভোগ সাধন বিষয়ে লিপ্সু [রামকণ্ঠ শৈবাচার্য্যের ব্যাখ্যা স্বতন্ত্র। (পরিশিষ্ট (১৫) দ্রষ্টব্য]। (৪) জ্ঞানী বা আত্মবিৎ ভক্ত নিষ্কাম; অপর তিন শ্রেণীর সকাম ভক্তি॥

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়োহি জ্ঞানিনোঽত্যর্থ অহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥ ১৭

এই চতুর্ব্বিধ ভক্তমধ্যে জ্ঞানী ভক্তগণই শ্রেষ্ঠ কেননা তাঁহারা শুধু একমাত্র আমাকেই ভজনা করেন; তাঁহারা সর্বদা আমাতেই সমাহিত চিত্ত। দেহাদিতে অভিমান বশতঃ যে চিত্ত বিক্ষেপ, তাহা তাঁহাদের নাই। জ্ঞানী ভক্ত আমার অত্যন্ত প্রিয়, কারণ আমার আত্মা আর তাঁহাদের আত্মা এক হইয়া গিয়াছে॥ [আত্মা অপেক্ষা অতিরিক্ত ভালবাসা আর কিছুতেই হয় না। পরিশিষ্ট (১৬) দ্রষ্টব্য]॥

উদারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্ ॥ ১৮

তাই বলিয়া কি অপর তিন শ্রেণীর ভক্ত আদৌ প্রিয় নহে? না, তাহারাও মহান্ এবং মোক্ষভাক্। কেননা কোনও কোন উপায়ে আমাকেই ভজনা

৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে। তবে জ্ঞানী আমাতেই একমাত্র চিত্ত সমাধান করিয়াছেন ; আমিই একমাত্র অনুত্তমা গতি. (যদপেক্ষা উত্তম কিছু হইতেই পারে না), আমাতেই একান্ত আশ্রয় করিয়াছেন, অন্য ফল কামনা মনেও আনেন না ॥

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।

বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥ ১৯

এমত ভগবৎভক্ত অতি দুর্লভ ; অনেক জন্মে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পুণ্য উপচয়ে চরম জন্মে জ্ঞানবান্ হইয়া, ভক্ত নিখিল বিশ্ব চরাচরই বাসুদেব অর্থাৎ নিজের আত্মাই সন্দর্শন করেন, সেরূপ অপরিচ্ছিন্নদৃষ্টি মহাত্মা সুদুর্লভ। 'সকলং ইদং চ বাসুদেব' এই দৃষ্টি ॥ [সকল কিছুর আত্মাই আমি, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে বাসিত ব্যাপ্ত করিয়া আছি এবং সব কিছু আমিই দ্যোতিত করি। বিশ্বে ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই।]॥

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।

তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥ ২০

সকাম ভক্তগণ সম্বন্ধে বলিতেছেন, তাহারা অত্যন্ত রাজস তামস কামনায় অভিভূত হইয়া ক্ষুদ্র দেবতা ভজনা করে। সে সকল দেবতা আরাধনায় উপবাসাদি নিয়ম পালন করে। এ সকল নিয়ম তাহারা নিজ নিজ পূর্ব্ব অভ্যাসের সংস্কারবশেই অবলম্বন করে॥

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়া অর্চ্চিতুং ইচ্ছতি।

তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥ ২১

যে যে ভক্ত শ্রদ্ধা সহকারে যে কোন দেবতানুরূপ মদীয় মূর্ত্তি অর্চ্চনা করিতে অভিলাষ করেন, আমি তাঁহাদিগকে সেই দেবতাবিষয়িনী অচলা শ্রদ্ধা প্রদান করিয়া থাকি ॥

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্ত স্তস্যারাধন মীহতে।

লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্ ॥ ২২

সেই ভক্ত সেরূপ দৃঢ় শ্রদ্ধায় যে দেবতা মূর্ত্তির আরাধনে চেষ্টা করে এবং আমার দ্বারাই বিহিত সেই কামনাগুলিও লাভ করিয়া থাকে। [পাঠান্তরে 'তস্যা রাধন' অর্থে—সেই সেই দেবতাগণের পূজা। কামান্ অর্থে ইপ্সিত সঙ্কল্পগুলি]॥

অন্তবৎ তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।

দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি ॥ ২৩

আরাধিত সকল দেবতা আমারই মূর্ত্তি। বস্তুতঃ পক্ষে দেব আরাধনার ফলদাতাও আমিই। তথাপি যাঁহারা আমার সাক্ষাৎ ভক্ত তাঁহাদের যে ফল লাভ হয়, সে ফল হইতে দেবতাযাজী, অল্পবুদ্ধি পরিচ্ছিন্ন-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দৃষ্টি ব্যক্তির ফলে পার্থক্য আছে। দেবযাজীর ফল নশ্বর, তাহারা ইন্দ্র বরুণত্বাদ প্রাপ্ত হয়, কিন্তু দেবতারাও অন্তবন্ত বা বিনাশশীল ॥

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্ ॥ ২৪

দেবতাগণের আরাধনে ও আমাকে ভক্তিতে প্রয়াস সমান কিন্তু ফলে প্রভূত পার্থক্য ; তবে কেন অধিকাংশ লোক আমাকে ভক্তি করেনা ? কারণ আমি পরমার্থতঃ অব্যক্ত, প্রপঞ্চের অতীত। যদিও মৎস্য কূর্মাদি ভাবে অবতীর্ণ হই, অল্পবুদ্ধি লোকেরা আমাকে তদ্রূপই মনে করে। আমার যে পরম স্বরূপ তাহা না জানিয়া, আমি ভৌতিক দেহ ধারণ করিয়াছি মনে করিয়া সমাদরে গ্রহণ করে না ॥ [কামনা বশবর্ত্তী হইয়া অজ্ঞ জীব ভিন্নভাবে উপাসনায় তদনুরূপ ফলই প্রাপ্ত হয়, পরমাত্ম লাভ করিতে পারে না, কারণ পরমাত্মা জীব হইতে অভিন্ন]॥

নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়া সমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥ ২৫

তাহাদের অজ্ঞান কি কারণে ? বলিতেছেন—আমি সকলের নিকট প্রকট নহি, শুধু ভক্তজনের নিকটই আমার প্রকাশ। ইহাই আমার যোগমায়া বা অচিন্ত্য প্রজ্ঞা বিলাস, এবং তাহাই মায়া, তাহা অঘটমান ঘটনায় পটু। এই মায়া দ্বারা সংছন্ন হইয়া আমার স্বরূপ জ্ঞানে অক্ষম মূঢ় জন আমাকে জন্মহীন ও অব্যয় বলিয়া জানিতে পারে না ॥ [যোগমায়া সম্বন্ধে শঙ্কর—গুণগুলির যুক্তি বা ঘটন এবং তাহাই মায়া। মধুসূদন-যোগ আমার সঙ্কল্প, তদ্‌বশবর্ত্তিনী মায়া] ॥

বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মান্তু বেদ ন কশ্চন ॥ ২৬

মায়াচ্ছন্নজন তাঁহার স্বরূপ জানে না বুঝাইয়া, এখন তিনি যে সর্বোত্তম, তাঁর অনাবৃত জ্ঞানশক্তি, তাহাই বলিতেছেন। যাহা কিছু বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, (সমতীত) যাহা বর্ত্তমান আছে, ভবিষ্যতেও যাহা কিছু হইবে, আমি সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর সে সকলই জানি। আমার মায়ায় মোহিত জীববৃন্দ আমাকে (আত্মাকে) জানিতে পারে না ॥

ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥ ২৭

পরমেশ্বর সম্বন্ধে লোকের অজ্ঞান কেন দৃঢ়, কারণ বলিতেছেন। স্থূল দেহ উৎপন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেহের অনুকূলে ইচ্ছা, প্রতিকূলে দ্বেষও সমুত্থিত হয়। শীত গ্রীষ্ম সুখদুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব কারণে মানুষের বিবেকভ্রংশ হয়, এবং সেজন্য সম্মোহও প্রাপ্ত হয়। মনে করে 'আমি সুখী,' 'আমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুঃখী,' এমত গাঢ় অভিনিবেশ প্রাপ্ত হয়। ইহাই আমাকে ভজনা না করিবার কারণ॥

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ২৮

সকলেই যদি জন্মের সময়েই সম্মোহ প্রাপ্ত হয়, এবং সে কারণে আমার ভক্ত না হয়, তাহা হইলে যে বলিয়াছি, আমার চতুর্বিধ ভক্ত, এবং তাহারা সুকৃতী, ইহা কিরূপে সম্ভব হয়? এমত শঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন, যাঁহারা পুণ্যাচার, সকল প্রতিবন্ধক স্বরূপ পাপ যাঁহাদের নষ্ট হইয়াছে, শীতগ্রীষ্মাদি দ্বন্দ্বসমূহ এবং তজ্জনিত মোহ হইতে যাঁহারা মুক্ত, তাঁহারা অবিচলিত সঙ্কল্পে, একান্ত হইয়া, আমার ভজনা করেন॥

জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম চাখিলম্ ॥ ২৯

ভক্তগণ কি উদ্দেশ্যে ভগবৎ ভজন করেন এবং ভজনের ফলই বা কি তাহা বুঝাইতেছেন। এইরূপ ভজনা করিতে করিতে, সব কিছু জ্ঞাতব্য জ্ঞাত হইয়া তাঁহারা কৃতার্থ হন। জরামরণাদি দুঃখ বিমোচনের জন্য আমাকে (পরমাত্মাকে) আশ্রয় করিয়া যাঁহারা যত্নবান হন, তাঁহারাই পরব্রহ্মকে জানেন, সমগ্র অধ্যাত্ম বিষয়, নিখিল কর্ম এবং কর্মরহস্য অবগত হইতে সমর্থ হন॥

সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ ॥ ৩০

এমত ভক্তের যোগভ্রংশের আশঙ্কা নাই, তাঁহারা যুক্তচেতা (ময্যাসক্তমনাঃ)। তাঁহারা অধিদৈব অধিভূত ও অধিযজ্ঞের সহিত ব্রহ্মকে অবগত হন, মরণ কালেও তাঁহারা আমাকে ব্যাকুলিত চিত্তে বিস্মৃত হন না, কৃতকৃতার্থ হন॥

[অধিদৈব, অধিযজ্ঞ, অধ্যাত্ম, প্রয়াণ কালেও ভগবৎ চিন্তন, পরবর্ত্তী অধ্যায়ে ব্যাখ্যান করিবেন। পরিশিষ্ট (১৭) দ্রষ্টব্য]॥ ইতি শিবম্॥

জ্ঞাননিষ্ঠাবর্ণন নামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

কিং তদ্ব্রহ্ম কিং অধ্যাত্মং কিং কর্ম পুরুষোত্তম।
অধিভূতঞ্চ কিং প্রোক্তং অধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥ ১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্ মধুসূদন।

প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ ॥২

সপ্তম অধ্যায় শেষে যে সাতটী জ্ঞেয় বস্তুর বিষয় শ্রীভগবান্ সূত্রিত করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে জিজ্ঞাসু হইয়া, অর্জ্জুন বলিলেন, তুমি যে ব্রহ্মের কথা বলিলে সে জ্ঞেয় ব্রহ্ম কিরূপ? সোপাধিক না নিরুপাধিক? অধ্যাত্ম বলিতে কি বুঝা যায়? যিনি দেহকে অধিকৃত করিয়া আছেন? সে বস্তু প্রত্যক্‌চৈতন্য (পরমাত্মার দেহস্থিত অংশ) না শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সমুদায়? কর্ম্ম বলিতে কি বুঝিব? যাবতীয় কর্ম্ম রাশি না যজ্ঞরূপ কর্ম্ম? পৃথিব্যাদি পঞ্চমহাভূতকে আশ্রয় করিয়া যে কার্য্যগুলি তাহাই অধিদৈব না যাবতীয় কার্য্যরাশি যাহা দৃশ্য হয়? অধিভূতপদে কি বিবক্ষিত হইয়াছে? দেবতা বিষয়ে অনুধ্যান অথবা সূর্য্য, মনু প্রভৃতিতে অনুস্যূত যে চৈতন্য তাহাই অধিদেব? অধিযজ্ঞ অর্থে যজ্ঞাধিগত দেবতাবিশেষ না পরব্রহ্ম? তাঁহাকে কিরূপে চিন্তন করিতে হইবে? তাদাত্ম্যে (দেহের সহিত তাঁহার ঐক্যজ্ঞানে) অথবা অত্যন্ত অভিন্ন নিজ আত্মার সহিত, এরূপ জ্ঞানে? তিনি দেহে অবস্থিত থাকেন বলিতেছ; তিনি কি দেহের বাহিরে আছেন? না দেহাভ্যন্তরে? তাহা হইলে বুদ্ধি অন্তঃকরণ ইত্যাদি তিনিই, না সেগুলি হইতে ব্যতিরিক্ত? সমাহিত যোগী তোমাকে কি উপায়ে অন্তঃকালে জ্ঞাত হন? দেহে অবস্থিত অর্থে, তাদাত্ম্যে অবস্থিত না অত্যন্ত অভেদে? ॥

অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাবো অধ্যাত্ম মুচ্যতে।

ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্মসজ্ঞিতঃ ॥ ৩

প্রশ্নগুলির উত্তর শ্রীভগবান্ ক্রমে ক্রমে দিতেছেন তিনটী শ্লোকে। অক্ষরই পরম ব্রহ্ম। অক্ষর অর্থে যাহার ক্ষরণ বা চলন নাই। কিন্তু তাহা জীবও হইতে পারে? সেজন্য বলিলেন, পরম অক্ষর বা মূল কারণই তৎব্রহ্ম। শ্রুতিও বলিয়াছেন "ব্রাহ্মণেরা সেই অক্ষর সম্বন্ধে বলেন"। অধ্যাত্ম পদে বলা হইয়াছে ব্রহ্মের নিজেরই যেন, 'স্ব' বা অংশরূপে, জীবভাবে, যাঁহার ভবন বা ভাব, তিনিই স্বভাব, ভোক্তৃরূপে দেহ অধিকার করিয়া বর্ত্তমান আছেন। যাবতীয় ভূতের ভাব বা সত্তা বা উৎপত্তি, উদ্ভবের (উৎকৃষ্টত্বে ভবন) কারণই বিসর্গ [দেবতোদ্দেশে দ্রব্যত্যাগরূপ যজ্ঞ, তাহা সকল কর্মেই উপলক্ষিত, কর্ম শব্দে উক্ত। বলা হইয়াছে "আদিত্যাৎ জায়তে বৃষ্টি" ইতি ক্রমে ভূতভাবের উদ্ভব কারণ যজ্ঞ। শ্রুতিও "তে বা এতে আহুতী হুতে উৎক্রামতঃ]॥

অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।

অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাংবর ॥ ৪

অধিভূত বলা হয় যাহা প্রাণীদিগকে অধিকার করিয়া থাকে। যাহা কিছুরই জন্ম হয়, তাহাই ক্ষয়, ভাবজাত বস্তু এবং বিনাশশীল। পুরুষ শব্দে বলা হয় সমষ্টি লিঙ্গাত্মা বা হিরণ্যগর্ভ। তিনি বৈরাজ, সূর্য্যমণ্ডলবর্ত্তী,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকল দেবতার অধিপতি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। "স বৈ শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে। আদিকর্ত্তা স ভূতানাং ব্রহ্মাগ্রে সমবর্ত্তত॥

এই পুরুষ (হিরণ্যগর্ভ) সকল ব্যষ্টি জীবের অনুগ্রাহক। [পরিশিষ্ট (১৭) দ্রষ্টব্য]। অধিযজ্ঞ বুঝাইতেছেন, এই দেহে আমি শ্রীভগবান্, সকল যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, যজ্ঞাদি কর্ম্ম প্রবর্ত্তক, যজ্ঞফল দাতা, অন্তর্য্যামিরূপে সত্ত্বাদি-গুণদ্বারা জীব নামে অভিহিত, এবং দেহান্তর্ব্বর্ত্তী। শ্রুতি বলিয়াছেন, মনুষ্য দেহে পুরুষই যজ্ঞ এবং তাহার দ্বারাই পুরুষের অভিবৃদ্ধি হয়। [দুইভাবে ব্রহ্ম বস্তু বর্ত্তমান, "যেন দুইটী পক্ষী সর্ব্বাংশে সমান, সখ্যভাবে, সমান বৃক্ষে, দুইই বিরাজিত। একটী তন্মধ্যে পিপ্পল আস্বাদন করে (জীব), অপরটী শুধু দেখে (অভিচাকশীতি)। দেহভৃৎগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলায়, বলিলেন, তুমিও এমত অন্তর্য্যামীকে উপলব্ধি করিতে সক্ষম]॥

অন্তকালে চ মামেব স্মরণ্ মুক্ত্বা কলেবরং।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥৫

অন্তকালে জ্ঞানোপায়ে কিরূপে পরমেশ্বর জ্ঞেয় হন এবং তাহার ফল কি? শ্রীভগবান্ বলিলেন—আমাকে অন্তর্য্যামিরূপে স্মরণ করতঃ দেহত্যাগ করিয়া যিনি উত্তরায়ণপথে (অর্চ্চিরাদি মার্গ দ্বারা) প্রয়াণ করেন, তিনি মদ্ভাব অর্থাৎ মৎস্বরূপতা প্রাপ্ত হন। তাহাতে সংশয়মাত্র নাই। স্মরণই জ্ঞানের উপায়, এবং মদ্ভাব প্রাপ্তি তাহার ফল॥

যং যং বাপি স্মরণ্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥৬

এমন নিয়ম নাই যে কেবলমাত্র আমাকে স্মরণ করিয়া আমার ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে যে ভাব, বা অন্য দেবতা বা আর কিছু যাহাই অন্তকালে স্মরণে দেহ পরিত্যক্ত হয়, সেই সেই স্মর্য্যমাণ ভাবেরই প্রাপ্তি হয়॥

তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
মর্য্যর্পিতমনোবুদ্ধি র্মামেবৈষ্যস্য সংশয়ঃ ॥৭

ইহার কারণ এই যে সর্ব্বদা সেই ভাবেরই অনুচিন্তনে সেই ভাবেই চিত্ত বাসিত থাকে। পূর্ব্বাভ্যাস জনিত বাসনাই স্মৃতি হেতু; মৃত্যুকালে স্মরণোদ্যম যদি সম্ভব নাও হয়, এজন্য উপদেশ সর্ব্বদা আমারই অনুচিন্তন কর। সতত স্মরণ কিন্তু চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত হয়না, এ কারণে চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত যুদ্ধাদি স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠান কর। আমাতেই অর্পিত সঙ্কল্পাত্মক মন এবং নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির দ্বারাই অনায়াসে আমাকেই পাইবে. ইহাতে সংশয় নাই। [নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানীদের পক্ষে জ্ঞানোদয়ের সমকালেই অবিদ্যা নিবৃত্তি লক্ষণ মুক্তি হয়, মুক্তি নিত্য সিদ্ধ, অন্ত্যভাবনার অপেক্ষা রাখেনা। অদ্বৈত বাদী বলেন, অন্ত্যভাবনাসাপেক্ষ সগুণ ব্রহ্ম চিন্তন উপাসকগণের পক্ষেই আবশ্যক]॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥ ৮

সতত স্মরণের অভ্যাস অন্তরঙ্গ সাধন; তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন। অভ্যাস অর্থে সজাতীয় প্রত্যয়েরই প্রবাহ, তাহাই যোগ বা উপায়, তদবলম্বনে (যুক্তচিত্ত) অভ্যাসযোগে একাগ্রযুক্ত হইবে; চিত্ত যেন বিষয়ান্তরে ধাবিত না হয়। সেরূপ চিত্তে দিব্য পরমপুরুষ পরমেশ্বরের অনুচিন্তনে, হে পার্থ! তাঁহাকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। [দিব্য যিনি সূর্য্যমণ্ডলে আছেন, শ্রুতিঃ "যশ্চাসাবাদিত্যে"]॥

কবিং পুরাণং অনুশাসিতারং অণোরণীয়াংসং অনুস্মরেৎ যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতারং অচিন্ত্যরূপ মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥
প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্ম্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্ স তং
পরং পুরুষ মুপৈতি দিব্যম্ ॥৯-১০

চিন্তনীয় পুরুষের বিষয় বিস্তারে বলিতেছেন দুইটী শ্লোকে। তিনি কবি বা সর্ব্বজ্ঞ, (অতীত, অনাগত, সর্ব্ববস্তুদর্শী), চিরন্তন (পুরাণ) সর্ব্বকারণে অনাদিসিদ্ধ, নিয়ন্তা বা অনুশাসিতা; অণু অপেক্ষা ও সূক্ষ্মতর, অতি সূক্ষ্ম (আকাশ কাল দিক্ প্রভৃতি অপেক্ষা ও সূক্ষ্মতর); সকলকে পোষণ করেন (ধাতা); অচিন্ত্য মহিমা তাঁহার, সে রূপকে চিন্তা করা সম্ভব নহে, আদিত্যবৎ স্বপ্রকাশ; প্রকৃতি বা তমঃ হইতে উর্দ্ধে (শ্রুতিঃ "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ")। এমত পুরুষকে অন্তকালে ভক্তিযুক্ত বিক্ষেপরহিত চিত্তে যিনি অনুস্মরণ করেন; মনের নিশ্চলতার জন্য, যোগবলে প্রাণবায়ুকে সুষুম্নামার্গের দ্বারা দুই ভ্রূর মধ্যে প্রবেশ করিয়া, অনুচিন্তনে পরমাত্মস্বরূপ দ্যোতনাত্মক পরপুরুষকে প্রাপ্ত হন॥ [প্রথমে হৃদয় পুণ্ডরীকে প্রাণকে বশীভূত করিয়া, পরে উর্দ্ধগামিনী সুষুম্না নাড়ীমার্গে গুরুপদেশ ক্রমে দুই ভ্রূর মধ্যে অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রে অপ্রমত্ত ভাবে স্থাপন করিয়া, ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে উৎক্রমণ করেন]। (পরিশিষ্ট (১৮) দ্রষ্টব্য)॥

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি বিশন্তি যদ্‌যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥১১

কেবল মাত্র অভ্যাস যোগ অপেক্ষা প্রণব অভ্যাস অন্তরঙ্গ সাধন, তাহাই বলিতেছেন। যে অক্ষর সম্বন্ধে বেদান্তজ্ঞগণ বলেন, যাঁহার প্রশাসনে সূর্য্য-চন্দ্রমা বিধৃত হইয়া অবস্থান করে, সেই গন্তব্য অক্ষরপদ সম্বন্ধে, তৎপ্রাপ্ত্যুপায় সংক্ষেপে বলিব। সে পদে প্রবেশের জন্য বীতরাগ যতিগণ প্রযত্ন করেন, তাঁহাকেই জানিতে ইচ্ছুক হইয়া গুরুকুলে ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করেন। প্রণব=

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁকারাখ্য অবিনাশী অক্ষর) [অদ্বৈতবাদিগণ এই প্রকার উপাসনের ফলে ক্রমমুক্তি হয় বলেন]।

সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্ন্যায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্ ॥
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥১২-১৩

দুই শ্লোকে এই উপায় বিশদ বর্ণন করিতেছেন। সকল ইন্দ্রিয়দ্বার প্রত্যাহৃত করিয়া, চক্ষুঃপ্রভৃতি দ্বারা বাহ্য বিষয় অগ্রহণে, মনকে হৃদয়পুণ্ডরীকে নিরুদ্ধ করিয়া অর্থাৎ আদৌ বিষয় স্মরণ না করিয়া, ওঁ এক অক্ষর, যাহা ব্রহ্মবাচক বা ব্রহ্মপ্রতীক, তাহাই উচ্চারণে আমাকে স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়া প্রকৃষ্টরূপে অর্চ্চিরাদি মার্গে শ্রেষ্ঠা মদ্‌গতি প্রাপ্ত হন ॥

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥১৪

এইরূপে অন্তকালে ধারণা দ্বারা মৎপ্রাপ্তি নিত্যাভ্যাস বশেই হয়। অনন্য-চেতা যিনি নিরন্তর প্রতিদিন আমাকে স্মরণ করেন, নিত্যসমাহিত সেই সাধকের পক্ষে আমি অনায়াসে লভ্য, অন্যের পক্ষে নহে॥

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥১৫

মহাত্মগণ আমার ভক্ত, আমাকে প্রাপ্ত হইলে পুনরায়, অনেক দুঃখের আলয়, অনিত্য মনুষ্যাদি দেহ সম্বন্ধ গ্রহণ করেন না, কেননা পরমা সিদ্ধি (মোক্ষ) লাভ করেন ॥

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥১৬

সকল ব্যক্তিরই পুনরাবৃত্তি বা সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন ঘটে। ব্রহ্মলোক বা ব্রহ্মভুবনে যাঁহারা স্থান পাইয়াছেন তাঁহারাও সংসারে ফিরিয়া আসেন, কেননা ব্রহ্মলোকও বিনাশশীল এবং জ্ঞান উৎপন্ন না হওয়ায়, তথা হইতেও প্রত্যাবর্ত্তন হয়। (ক্রমমুক্তি ফলে উপাসকগণের ব্রহ্মলোকে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তদনন্তর মোক্ষ হয়। উক্ত হইয়াছে হইয়াছে "ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে। পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্")। ব্রহ্মার পরমায়ু শেষ হইলে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত যোগীর মুক্তি ইহা, কর্ম্মীর পক্ষে প্রযোজ্য। আমাকে যাঁহারা প্রাপ্ত হন তাঁহাদের পুনরাবৃত্তি হয়না ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহস্রযুগপর্য্যন্তং অহঃ যৎ ব্রহ্মণো বিদুঃ।

রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ ॥১৭

পুরাণে উক্ত হইয়াছে, ত্রৈলোক্যের উপরে মহঃলোক প্রভৃতির শ্রেষ্ঠত্ব। সেখানে তপস্বী, দানশীল, বীতরাগ তিতিক্ষুগণ শোকবর্জিত স্থান প্রাপ্ত হন। মহঃ বা ব্রহ্মলোকাদিরও বিনাশিত্ব আছে। এমন কি ব্রহ্মলোকে বহুকল্পকাল অবস্থানের বিষয় বলিতেছেন, শতবর্ষ মর্ত্ত্য আয়ু=ব্রহ্মার একদিন মাত্র। ব্রহ্মলোকের নিশায় প্রলয় হয়, ইহাই সহস্রযুগ গণনায় ব্রহ্মার অহোরাত্র। এ বিষয়ে যাঁহারা অভিজ্ঞ, তাঁহাদের অহোরাত্রবিৎ বলা হয়। চন্দ্রসূর্য্যের গতি-জ্ঞানে পারদর্শীরা এই ব্রহ্মার অহোরাত্রবিৎগণের তুলনায় অল্পদর্শী॥

অব্যক্তাৎ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।

রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবা ব্যক্তসংজ্ঞকে ॥১৮

কার্য্যরাশি চরাচর ভূতবৃন্দ অব্যক্তরূপে থাকে ব্রহ্মার দিবসে কারণস্বরূপ অব্যক্ত) হইতে সেগুলি ব্যক্ত বা প্রাদুর্ভূত হয়। সেইরূপে রাত্রি আগত হইলে ব্রহ্মশয়নে সেই ভূতবৃন্দ আবার কারণরূপ প্রলয়ে লীন হয়। এইরূপ যাবতীয় ভূত রাত্র্যাগমে নিদ্রিত থাকে, দিবসাগমে পুনরায় জাগ্রত বা ব্যক্ত হয়। ইহাই প্রজাপতির দিন ও রাত্রি॥

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।

রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥১৯

ভূতগ্রামের মধ্যে যে যেমন কর্ম্ম করিয়াছে তাহার ফল ভোগের জন্য তদ্রূপ দেহ বা মূর্ত্তি ধারণ করিতে হয়। এমন দেহই হয়না যজ্জন্য কর্ম্ম করিতে হয় নাই।. ব্রহ্মার রাত্রিতে প্রলয়ে লীন থাকিয়া কর্ম্মাদিপরতন্ত্র ভূতবৃন্দ ব্রহ্মার দিবসে জাগ্রত হয়; ভোগব্যতীত কর্ম্মক্ষয় ঘটেনা এবং জন্মও পূর্ব্বকৃত কর্ম্মজন্যই। বেদান্তসূত্র ও "সমাননামরূপত্বাদাবৃত্তাবপ্য বিরোধা দর্শনাৎ"।

পরস্তস্মাৎ তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।

যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥

অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তঃ তমাহুঃ পরমাং গতিম্।

যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥২০-২১

উচ্চ লোকগুলির অনিত্যতা বর্ণনা করিয়া. এখন নিত্যত্ব একমাত্র পরমেশ্বরেরই, তাহাই বিবৃত করিতেছেন। এই যে চরাচর ভূতবৃন্দের যে কারণস্বরূপ অব্যক্ত বলা হইল তাহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, এবং এই অব্যক্তেরও কারণ, তিনিও অব্যক্ত (চক্ষুরাদিরও অগোচর) এবং সনাতন অনাদি। যাবতীয় কার্য্যকারণ, ভূতবৃন্দের নাশেও তাঁহার বিনাশ হয় না। প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন. অতীন্দ্রিয় অক্ষর ভাব অব্যক্ত বা ইন্দ্রিয়াতীত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহাকেই শ্রুতি স্মৃতি পরমা গতি, পরম গন্তব্যস্থল বা পরম পুরুষার্থ বলিয়াছেন। শ্রুতিতে পঠিত "অক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্", পরমা গতি সম্বন্ধে শ্রুতি "পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ ॥" এই পরমা; গতি প্রাপ্ত হইলে আর ফিরিতে হয় না। শ্রীভগবান্ বলিলেন, তাহাই আমার পরম ধাম বা স্বরূপ। [মম পরমং ধাম বলায়. অহং বা আমিই বুঝা়ঃ ইহা ভেদকল্পনায় ষষ্ঠী প্রয়োগ। যেমন রাহোঃ শিরঃ। ধাম, স্বরূপ, পদ, গতি একই কথা] ॥

পুরুষঃ সঃ পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্য স্ত্বন্যনয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্বং ইদং ততম্ ॥ ২২

সেই পরা গতি প্রাপ্তির জন্য অন্তরঙ্গ উপায় একমাত্র ভক্তি। সেই পরমপুরুষ, (যাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই), একমাত্র, অনন্যশরণত্বে একান্ত ভক্তিতেই লভ্য। তাঁহারই শ্রেষ্ঠত্ব পরত্ব, কেননা নিখিল ভূতবৃন্দ তাঁহাতেই স্থিত, তিনিই সর্বজগৎ ব্যাপ্ত করিয়া আছেন ॥

যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিং আবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ।
প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥ ২৩

উপাসকগণ সেই পদ প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন না বলা হইয়াছে, কোন্ মার্গে গমনে আবর্ত্তন হয় না, কোন্ মার্গে গতিতে ফিরিতে হয়? যে কালে প্রত্যাবর্ত্তন নাই (কাল বলিতে অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারগণের মতে কালাভিমানিনী দেবতাগণ যাঁহারা আতিবাহিক, পথ দেখাইয়া লইয়া যান) তাহাদের বিষয় বলিব।

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনোঃ ॥ ২৪

অনাবৃত্তিমার্গ। অগ্নি, (অর্থাৎ অর্চ্চিরভিমানী দেবতা), অহঃ বা দিবসাভিমানিনী দেবতা; শুক্লপক্ষাভিমানিনী, ষণ্মাস উত্তরায়ণাভিমানিনী দেবতা উপলক্ষিত হইয়াছে। (এতদ্ব্যতিরিক্ত শ্রুতিতে সংবৎসর, দেবলোক ইত্যাদির উল্লেখ আছে)। এইরূপ মার্গে যাঁহারা গমন করেন, সেই ভগবদুপাসকগণ ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন কেননা তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞ। [সম্যগ্ ব্রহ্মজ্ঞানে গতি কিছুই নাই, সদ্যোমুক্তি হয়, শ্রুতি "তাঁহাদের প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না" বলিয়াছেন ॥

ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতি র্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে ॥ ২৫

আবৃত্তিমার্গে অভিমানিনী দেবতাগণ– ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়নরূপ ষণ্মাস। ইহারা চন্দ্রমালোকিত জ্যোতিতে উপলক্ষিত। স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া সেখানে ইষ্টাপূর্ত্ত কর্মফল ভোগান্তে পুনরাবর্ত্তন করেন যোগী। ইহাই উপাসনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহকারে ক্রমমুক্তি অর্জ্জন। কাম্যকর্ম্মকৃৎগণ স্বর্গ ভোগান্তে আবৃত্ত হন, নিষিদ্ধ কর্ম্মকর্ম্মকারীগণ নরকভোগের পর ফিরিয়া আসে, ক্ষুদ্রকর্ম্মকারী জন্তু দেহধারণে সংসারে পুনঃ পুনঃ জাত হয়। ইহাও বুঝিতে হইবে॥ [পরিশিষ্ট (১৯) দ্রষ্টব্য]॥

শুক্লকৃষ্ণে গতি হেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিং অন্যয়া আবর্ত্ততে পুনঃ॥ ২৬

অর্চ্চিরাদি মার্গই শুক্লাগতি, তাহা প্রকাশময়। কৃষ্ণ গতি (ধূমাদিদ্বারা) তমোময়। এই দুই গতি যথাক্রমে অনাবৃত্তি বা মোক্ষ, প্রত্যাবর্ত্তন বা সংসার॥

নৈতে সৃতী জানন্ পার্থ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জ্জুন॥ ২৭

এই মোক্ষপ্রাপক বা সংসারপ্রাপক গতিদ্বয় জানিয়া যোগী সুখ হইবে বিবেচনায় স্বর্গাদি ফলের কামনা করেন না, পরমেশ্বরনিষ্ঠ হন॥ [যোগী অর্থে গীতায় কর্মযোগীকেই বলা হইয়াছে. মধুসূদন সরস্বতী যোগী অর্থে এই শ্লোকে, ধ্যাননিষ্ঠ যোগী মোহগ্রস্ত হইয়া কর্ম ই করেন না, এরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন]॥

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব দানেষু
যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্॥
অত্যেতি তৎসর্ব্বং ইদং বিদিত্বা
যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্॥২৮

উপসংহারে বলিতেছেন, বেদাধ্যয়নাদিতে, যজ্ঞানুষ্ঠানে, কায়শোষক তপস্যাদিতে, বা সৎপাত্রে দানে যে পুণ্যফলের উপদেশ আছে, 'যোগী (জ্ঞানী হইয়া) সে সকল।অপেক্ষাও যোগৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হন, উৎকৃষ্ট জগতের মূলভূত শ্রীবিষ্ণুর পরমপদ লাভ করেন॥ ইতি শিবম্॥

অক্ষরপরব্রহ্মবিবরণ নাম অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবমোঽধ্যায়ঃ

ইদন্তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসে অশুভাৎ॥১

শ্রীভগবান্ বলিলেন—বিজ্ঞান সহিত ঈশ্বর বিষয়ক এই জ্ঞান তোমাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিব, আমার প্রতি তোমার দোষ দৃষ্টি নাই। যদিও বারংবার মাহাত্ম্য তোমার নিকট উপদেশ করিয়াছি, এই জ্ঞান কিন্তু বিশিষ্টতর। ইহা গুহ্যতম, (ধর্ম্মজ্ঞান গুহ্য); এই জ্ঞানোপায়ে সংসারবন্ধন হইতে সদ্যোমুক্তি লাভ করিতে পারিবে। (বিজ্ঞান অর্থে শঙ্কর প্রত্যক্ষ অনুভব বলিয়াছেন ; শ্রীধর উপাসনা বলিয়াছেন) ॥

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্ ।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্ ॥২

এই জ্ঞান সকল বিদ্যার রাজস্থানীয় ; গুহ্যবিষয়েও রাজতুল্য কেননা অনেকজন্ম সঞ্চিত পাপ ও তাহার কারণ অবিদ্যাকে সদ্যই উচ্ছেদ করে। এ জ্ঞান সুখাদিবৎ প্রত্যক্ষ অবগত হওয়া যায় কিন্তু ধর্ম্ম বিরোধী নহে। অনায়াসে সম্পাদন করা সম্ভব কিন্তু তাই বলিয়া বিনশ্বর নহে, অব্যয় ॥

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষাঃ ধর্ম্মস্যাস্য পরন্তপ ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি ॥৩

এতই সুকর এই জ্ঞান, তথাপি ইহাতে ফল সম্ভাবনা অবশ্যম্ভাবী মনে করেনা এমন শ্রদ্ধাহীন জনগণ অন্য উপায়ে আমাকে পাইবার চেষ্টা করে, কিন্তু আমাকে না পাইয়া মরণশীল সংসার মার্গে পরিভ্রমণ করে ॥

ময়া ততং ইদং সর্ব্বং জগৎ অব্যক্তমূর্ত্তিনা ।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥৪

এই ভাবে জ্ঞানের প্রশংসা করিয়া, বলিতেছেন। আমার অতীন্দ্রিয় অব্যক্ত স্বরূপ (মূর্ত্তি) দ্বারা জগৎকারণ আমি, এই সমগ্র জগৎকে ব্যাপ্ত করিয়া আছি। শ্রুতি "জগৎ সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন"। সর্ব্বজগৎ আমাতেই স্থিত যেমন ঘটাদি পদার্থ মৃত্তিকায় স্থিত। আমি কিন্তু আকাশবৎ অসঙ্গ, ভূতবৃন্দে অবস্থিত নহি (তাহাদের কোনও দোষ বা গুণ দ্বারা অণু মাত্রও সংবদ্ধ নহি ॥

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥৫

আমার অসাধারণ অঘটন ঘটনা চাতুর্য্য লক্ষ্য কর, আমি কেমন করিয়া কল্পিত জগতে ব্যাপ্ত থাকি। অন্য আশ্চর্য্যও দেখ, আমি ভূত সমূহকে ধারণ করি ভূতসমূহ পালনও করি, জীবগণ অহঙ্কারবশতঃ তাহাতে সংশ্লিষ্ট হয়। কিন্তু ভূতধারণ বা ভূতপালন করিয়াও ভূতবৃন্দে অবস্থিত নহি নিরহঙ্কারত্ব-হেতু ॥ (মমাত্মা —কল্পনায় ষষ্ঠী, অর্থ আমি বা আত্মা। ভূতবৃন্দের সহিত যে সম্বন্ধ তাহাও কল্পিত) ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্‌।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥ ৬

আকাশস্থিত, সর্বত্রগামী, সর্ব্বদা প্রবহমান বায়ু, পরিমাণে মহৎ, তথাপি আকাশের সহিত সংশ্লিষ্ট হয় না। আকাশ নিরবয়ব এবং সংশ্লেষের অযোগ্য, সর্বভূত তদ্রূপই আমাতে স্থিত ॥

সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্‌।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্‌ ॥ ৭

উৎপত্তিকালে, স্থিতিকালেও কল্পিত প্রপঞ্চের সহিত অসঙ্গত্বে, আত্মার অসংশ্লেষ (যোগমায়ায় সম্ভব হয়)। প্রলয় হেতুও আমি, তাহাই বলিতেছেন। ভূত সমূহ প্রলয়কালে আমার শক্তিরূপে কল্পিতা প্রকৃতিতে (ত্রিগুণাত্মিকা মায়ায়) গমন করে। প্রকৃতিই তাহাদের কারণ, তাহাতেই অনুপ্রবিষ্ট হয় ॥

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতে র্বশাৎ ॥ ৮

আমি যদি অসঙ্গ এবং নির্বিকার তাহা হইলে কিরূপে সৃজন করি? আমি আমার অধীন প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া প্রলয়ে লীন চতুর্ব্বিধ ভূতগ্রামকে (যাহারা তাহাদের নিজকর্মে বশীভূত, কর্মানুসারেই মূর্ত্ত হয়) বিসৃষ্ট করি ॥ [কর্মবশ ভূতবৃন্দ অবিদ্যা অস্মিতা রাগ দ্বেষ অভিনিবেশ ক্লেশগুলির কারণে আমার বিক্ষেপ শক্তির প্রভাবে জাত হয়] ॥

ন চ মাং তানি কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীন বদাসীন মসক্তং তেষু কর্মসু ॥ ৯

এমত নানাবিধ কর্ম করি, তথাপি জীববৎ বদ্ধ হই না কেন? বিশ্বসৃষ্টি প্রভৃতি কর্ম আমাকে বদ্ধ করিতে পারে না। কর্মে আসক্তি বন্ধনের হেতু। আমি আপ্তকাম, আমার বন্ধন নাই, উদাসীন ভাবে বর্ত্তমান আমি বদ্ধ হইতে পারি না ॥ (উদাসীনত্বে কর্ত্তৃত্ব থাকে না, কর্ত্তৃত্বে উদাসীন ভাবে থাকা সম্ভব নহে) ॥

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্‌।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগৎ বিপরিবর্ত্ততে ॥ ১০

আমার অধিষ্ঠাতৃত্বে এবং নিমিত্ততায়, প্রকৃতিই জগৎ প্রসব করে। আমার সন্নিধিমাত্র অধিষ্ঠাতৃত্বই জগতের পুনঃ পুনঃ সৃষ্টির কারণ। [পরিশিষ্ট (২০) অভিন্ননিমিত্তোপাদানবাদ দ্রষ্টব্য ॥

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্‌।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্‌ ॥ ১১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এমত পরমেশ্বর যখন ভক্তেচ্ছায় মনুষ্যাকার গ্রহণ করেন, তখন কেহ কেহ তাঁহাকে অবজ্ঞা করে। মূর্খ জগৎ তাঁহার পরতত্ত্ব জ্ঞাত নহে, তিনি সর্বভূতের মহেশ্বর, তাহা তাহারা জানেনা ॥

মোঘাশা মোঘকর্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসী মাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥১২

অন্যদেবতা ভজনে ফল ক্ষিপ্র হয় এমত আশা তাহাদের বৃথা, আমার প্রতি বিমুখ তাহারা, সে কারণে তাহাদের সকল কর্মই পণ্ডশ্রম মাত্র। কুতর্কাশ্রিত জ্ঞান তাহাদের নিষ্ফল। বিক্ষিপ্ত চিত্ত সেই ব্যক্তিগণ, যাহারা আমাকে অবজ্ঞা করে, তাহারা কামাদিবহুল আসুরী বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া চলে, এবং তামসী হিংসাপ্রচুর, রাক্ষসবুদ্ধি ভ্রংশকারী স্বভাবকেই আশ্রয় করে ॥

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিং আশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্য নন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥ ১৩

কাঁহারা তোমাকে আরাধনা করেন? মহাত্মগণ, যাঁহাদের চিত্ত কামাদি দ্বারা অভিভূত নহে এজন্য অভয় সত্ত্বশুদ্ধি ইত্যাদি দৈবী প্রকৃতি আশ্রয় করিয়াছেন, (১৬শ অধ্যায়ে বর্ণিত) যাঁহাদের চিত্ত আমা ব্যতিরিক্ত আর কিছুতেই নাই, তাঁহারাই আমাকে অব্যয় জগৎকারণ জানিয়া ভজনা করেন ॥

সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥১৪

তাঁহাদের ভজন পদ্ধতি সর্বদা স্তোত্র মন্ত্রাদি দ্বারা কীর্ত্তনে উপাসনা। তাঁহাদের ব্রত কখনও বিচলিত হয় না। সর্বদা ইন্দ্রিয়োপসংহারে ঈশ্বর-জ্ঞানাদির জন্য প্রযত্নশীল। কেহ কেহ ভক্তিভরে নমস্কারে, অন্য কেহ কেহ অবহিতচিত্তে, সেবা পরায়ণ ॥ [ব্রত শমদমাদি সাধন, যাহা জাতি দেশকাল অপেক্ষায় অবচ্ছিন্ন নহে অর্থাৎ সার্বভৌম। সাধন তাঁহাদের সার্থক কেননা যাঁহার পরমদেবে ও গুরুতে পরাভক্তি, তাঁহার নিকটই সকল বস্তুর অর্থ প্রকাশিত হয়। এই জ্ঞান বা ধর্ম (প্রথম শ্লোকে বর্ণিত) গুহ্যতম জ্ঞান উদ্ভাসিত হয় তাঁহাদেরই নিকটে, যাঁহাদের অসূয়া নাই] ॥

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১৫

উপাসনা বিভিন্ন রুচিতে বিভিন্ন প্রকার। কাহারও উপাসনা জ্ঞানযজ্ঞে (সর্বভূতে আত্মদর্শন, সকলই বাসুদেব এমত জ্ঞানই যজ্ঞ); কেহ বা একত্বে অভেদে উপাসনা করেন। আবার কেহ বা পৃথক্ ভাবনায় (আমি তোমারই দাস এমত ভাবনায়)। কেহ বা বিশ্বরূপের (ব্রহ্মা রুদ্র আদিত্যাদি সর্বাত্মক ভাবে) উপাসনা করেন। (শ্রীমন্ মধুসূদন সরস্বতী বিশদ ব্যাখ্যায় বলিয়া-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

•ছেন, যাঁহারা শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনে অসমর্থ এমত উপাসক, উত্তম মধ্যম ও মন্দ ভেদে ত্রিবিধ। নির্গুণ উপাসনায় অসমর্থ (অকুতোপাস্তিতে অপারগ) উপাসক 'অহংগ্রহ' উপাসনা করেন, তাহার জ্ঞান 'তুমিই আমি' 'আমিই তুমি' ইহাই শ্রত্যনুযায়ী জ্ঞান যজ্ঞ (১)। মধ্যম শ্রেণীর উপাসক, উপাস্য ও উপাসক, ভিন্ন জ্ঞানে, "আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদেশঃ" 'শ্রুত্যুক্ত প্রতীক উপাসনা করেন (২) এ সকলে অসমর্থ মন্দশ্রেণীর সাধক বহু প্রকারে 'বিশ্বরূপে' ব্যক্ত পরমাত্মার উপাসনা করেন (৩)। ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বভূমি লাভ হয়]॥

অহং ক্রতু রহং যজ্ঞঃ স্বধাহং অহং ঔষধম্।

মন্ত্রোঽহং এবাজ্যং অহমগ্নিঃ অহং হুতম্ ॥১৬

তিনি যে সর্বাত্মক তাহা চারিটি শ্লোকে বলিতেছেন। আমি অগ্নিষ্টোমাদি বেদোক্ত যজ্ঞ (ক্রতু) স্মার্ত্তপঞ্চযজ্ঞাদি ও আমি। পিতৃগণের জন্য শ্রাদ্ধ (স্বধা) আমিই। ভেষজ বা অন্নও আমি, হোমাদি সাধন (আজ্য), হবনীয়াদি (অগ্নি), হোম (হুতং), এ সকলই আমি। (ভগবদ্ব্যতিরিক্ত কিছুই নাই, ইহাই সরলার্থ)॥

পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।

বেদ্যং পবিত্রং ওঁকার ঋক্ সাম যজুরেব চ॥ ১৭

আমিই এই জগতের পিতা, মাতা ও কর্ম্মফল দাতা। শ্রেষ্ঠ জ্ঞেয় বস্তু; প্রায়শ্চিত্তাত্মক শোধক (পবিত্র) প্রণব, এবং তিন বেদ॥

গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।

প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥ ১৮

আমিই গতি বা চরমফল; সকলের পোষণ কর্ত্তা; নিয়ন্তা; শুভাশুভ দ্রষ্টা (সাক্ষী); আমাতেই সব কিছুই অবস্থিত বা আধার (স্থান); ভোগ স্থানও আমিই; সকলের রক্ষক বা শরণ; হিতকর্ত্তা বা সুহৃৎও আমি। সকলের স্রষ্টা (প্রভব), সব কিছু সংহার করি; আমাতেই সকলই নিহিত হয়, লয়স্থান (নিধানং); নিখিল বস্তুর বীজকারণ আমি কিন্তু ব্রীহি যবাদির বীজের মতন নশ্বর নহি॥

তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্নাম্যুৎসৃজামি চ।

অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন॥ ১৯

হে অর্জ্জুন! আদিত্যরূপে নিদাঘকালে জগতে তাপ দান করি, বর্ষায় চারিমাস উৎসর্জনে বারিমোচন করি, কখনও জল আকর্ষণ করি (নিগৃহ্লামি)। প্রাণীগণের জীবনও আমি। মৃত্যুও আমি। স্থুল দৃশ্য যাহা (সৎ) ও সূক্ষ্ম (অসৎ) তাহা সকলই আমি। আমাকে কোন কোন উপাসক এইরূপে বহু প্রকারে উপাসনা করে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপাঃ যজ্ঞৈঃ ইষ্ট্বা
স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্র লোকং অশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি
দেবভোগান্ ॥ ২০

ক্ষিপ্রফলের আশায় যাহারা অন্য দেবতা ভজনা করে, আমাকে অনাদর করে, তাহারা 'মহাত্মা' নহেন, পার্থ, তাহাদের জন্মমৃত্যু প্রবাহ দুর্ব্বার। (দুইটী শ্লোকে তাহা বুঝাইতেছেন। ঋক্ যজুঃ সাম তিন বেদই যাহাদের বিদ্যা, সেই সকাম যাজ্ঞিক, যিনি বেদোক্ত কর্মেই তৎপর, তিন বেদবিহিত যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া আমারই পূজা করেন বটে দেবতান্তররূপে, যজ্ঞ শেষে সোমপান করিয়া, বিধৌত পাপ হইয়া স্বর্গে গতি প্রার্থনা করেন। সেই পুণ্যফলে ইন্দ্রলোক বা স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়া তথায় অনুত্তম দেবভোগ্য ভোগরাশি উপভোগ করেন যাহা মনুষ্য শরীরে অলভ্য ॥

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥ ২১

সেই স্বর্গকামী যাজ্ঞিকের প্রার্থিত বিপুল স্বর্গলোক এবং তত্রত্য ভোগপ্রাপক পুণ্য ক্ষীণ হইলে পুনরায় মর্ত্তলোকে প্রবেশ ঘটে। এইরূপে বেদত্রয়বিহিত ধর্ম প্রাপ্ত হইয়া, বিষয়ে কাম্যমান যাজ্ঞিক শুধু সংসারে যাতায়াতই লাভ করে ॥

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্

আমার ভক্ত যাঁরা, তাঁরা কিন্তু আমার প্রসাদে কৃতার্থ হন। তাঁহাদের কাম্য আমি ব্যতীত আর কিছুই নাই, চিন্তাতেও আর কিছু নাই শুধু আমারই সেবা ছাড়া। সেই মদেকনিষ্ঠ যোগীগণের ধনাদিলাভ (যোগ) এবং তাহার রক্ষণ (ক্ষেম) কিংবা সাক্ষাৎ মোক্ষ, তাঁহারা প্রার্থনা না করিলেও আমি স্বয়ং বহন করি, এজন্য প্রযত্নের আবশ্যকতা হয় না ॥

যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্ ॥ ২৩

অন্য দেবতা ভক্তগণও আমাকেই ভজনা করে, ইহাও যথার্থ। ইন্দ্র বরুণাদির উপাসকের যজ্ঞ সম্পাদনে আস্তিক্য বুদ্ধি (নিশ্চিত ফল সম্ভাবনায় প্রতীতি বা শ্রদ্ধা) আছে, তবে সে উপাসনা অজ্ঞান পূর্ব্বক। আমার স্বরূপ না জানিয়া সে যজন পূজন ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতঃ চ্যবন্তি তে ॥ ২৪

কেননা সকল যজ্ঞেরই তত্তৎ দেবতারূপে আমিই ভোক্তা, যজ্ঞস্বামী আমিই এবং আমিই ফলদাতা। তথাপি যাহারা তত্ত্বজ্ঞান যথাযথ রূপে জানে না (অবিধি পূর্ব্বকই জানে, তাহারা পুনরায় সংসারে ফিরিয়া আসে। (শঙ্কর—যাগফল হইতে চ্যুত হয়) ॥

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্ ॥২৫

ইন্দ্রাদি দেবতা পূজনে যাহাদের ব্রত নিয়ম তাহারা দেব লোকই প্রাপ্ত হয় (বলা হইয়াছে), শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াপরায়ণ পিতৃলোকে গমন করে; যক্ষ রক্ষঃ গণের পূজক ভূতগণের লোকেই যায়। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত অনন্ত ফল দাতা অন্তর্য্যামীকে আরাধনা করিয়া আমাকেই প্রাপ্ত হন॥

পত্রং পুষ্প ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃত মশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥ ২৬

ভগবদ্‌ভক্তির ফল অক্ষয়, ভক্তি কিন্তু অনায়াস লভ্য। শুধু পত্রপুষ্প ফল বা জল, যা কিছুই হোক. শুদ্ধচিত্ত নিষ্কাম ভক্ত (প্রযতাত্মনঃ) যদি ভক্তিভরে আমাকে সমর্পণ করে, ভক্তিমাত্রে সমর্পিত যৎকিঞ্চিৎ পত্রাদিও, ভক্তানুগ্রহার্থ আমি গ্রহণ করি (ভাগবতে, শ্রীদাম আনিত তণ্ডুলকণা শ্রীকৃষ্ণ ভক্ষণ করিয়াছিলেন) ॥

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যষি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মাং উপৈষ্যসি ॥ ২৭।২৮

কেবল যে ফল পুষ্পাদি বা যজ্ঞার্থে পশুসোমাদিই সমর্পনীয় তাহাই নহে, যাহা কিছু কর শাস্ত্রতঃ বা স্বভাবতঃ; যাহাই ভক্ষণ কর; যে হোম বা দান কর, যা কিছু তোমার তপস্যা, সকলই যাহাতে আমাতেই সমর্পিত হয়, তাহাই করিবে। ইহার ফল যাহা পাইবে তাহাও শুন। কর্মজন্য ইষ্ট বা অনিষ্ট কর্ম কারণে যে কর্ম বন্ধন হইবে তাহা হইতে একেবারে বিমুক্ত হইয়া সন্ন্যাস (বা আমাতে সমর্পণ রূপ) যোগে সমাহিত চিত্ত হইয়া আমাকেই প্রাপ্ত হইবে॥ (অদ্বৈতবাদী বলেন, বিদেহকৈবল্য হইবে)॥ (পরিশিষ্ট ২১ দ্রষ্টব্য)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমোহহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোহস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥২৯

ভগবান্ কি ভক্তগণকেই শুধু মোক্ষ দান করেন? না, তিনি বলিতেছেন, সর্বভূতে আমার সমভাব, আমার কেহ প্রিয় নাই বা দ্বেষ্যও নাই। তথাপি যাঁহারা আমাকে ভজনা করেন তাঁহারা আমাতেই বর্ত্তমান থাকেন, আমিও অনুগ্রাহক রূপে ভক্তজনে বর্ত্তমান থাকি। [শ্রীধরস্বামী একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, অগ্নির কখনও শীত নিবারণে বৈষম্য নাই বা কল্পতরুর ফলদানে পার্থক্য নাই। অন্য দৃষ্টান্ত সূর্য্যকিরণ সব কিছুতেই পড়ে কিন্তু স্বচ্ছদর্পণেই অভিব্যক্ত হয়, ঘটাদিতে হয়না] ॥

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ ॥৩০

আমার ভক্তির এমনই প্রভাব, যদি বাসুদেব বিবেচনায় অন্যদেবতাকে ভক্তি না করিয়া আমাকেই, পরমেশ্বরকে ভজনা করে, তাহাকে সাধুশ্রেষ্ঠই মনে করিতে হইবে, কেননা সে কৃতনিশ্চয় হইয়াছে পরমেশ্বর ভজনেই কৃতার্থ হইবে। সে ব্যক্তি সাধু নিশ্চয়ই, তাহাতে সন্দেহ মাত্রও নাই ॥

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বৎ শান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ ৩১

আমাকে ভজনা করিয়া অতি শীঘ্র ধর্মচিত্ত হয়, চিরকালের জন্য সকল চিত্তবিক্ষেপ শান্ত হইয়া যায়। হে কৌন্তেয়! কুতার্কিকের সভায় গিয়া তুমি বাহু প্রসারণ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া ঘোষণা করিতে পার – পরমেশ্বর ভক্তের কদাপি বিনাশ নাই ॥ (অজামিল, প্রহ্লাদ, ঐরাবত উদাহরণ) ॥

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেহপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যা স্তথা শূদ্রাস্তেহপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥৩২

ভগবৎভক্তি সদাচারভ্রষ্ট ব্যক্তিকে পবিত্র করিবে, তাহাতে বিচিত্র কি? দুষ্কুল জাত নরনারীরও সংসারমোচন করায়। যাহাদের নিকৃষ্ট জন্ম, যারা অন্ত্যজ, কৃষিনিরত বৈশ্যগণ, স্ত্রীজাতি, অধ্যয়নাদিরহিত শূদ্রগণ, আমাকে সুষ্ঠু সেবা করিয়া শ্রেষ্ঠাগতি প্রাপ্ত হয়, ইহা নিশ্চিত ॥

কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয় স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ ॥৩৩

সুতরাং সৎকুলে জাত, সদাচার সুকৃতী ব্রাহ্মণ তথা রাজর্ষিগণও যে পরাগতি লাভ করিবেন, তাহাতে আর বলিবার কি আছে? তুমি অর্জ্জুন, রাজর্ষিযোগ্য দেহ ধারণ করিয়াছ; অনিত্য অধ্রুব সুখরহিত মর্ত্ত্যলোকে আছ; ইহাতে বিমোহিত না হইয়া অবিলম্বে আমাকে ভজনা কর ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥৩৪

উপসংহারে বলিতেছেন, মন্মনা হও। (তন্মনা কিন্তু তদ্‌ভক্ত নহে সর্ব্বদাই, এজন্য বলিতেছেন, মন্মনা হও, মদ্‌ভক্তও হও)। আমাকেই পূজাশীল হও। বাক্যকায়মনে আমাকেই নমস্কার কর। আমাতেই মন নিবিষ্ট কর। এই প্রকারে আমাকেই পর অয়ন বা শ্রেষ্ঠাগতি জানিয়া, আমাতেই চিত্ত সমাহিত করিয়া পরমানন্দঘন আমাকেই প্রাপ্ত হইবে।

নিজের আশ্চর্য্য ঐশ্বর্য্য, ভক্তির অদ্ভুত বৈভব নবম অধ্যায়ে অচ্যুত কৃপা করিয়া রাজগুহ্য যোগ আখ্যা দিয়া বর্ণন করিলেন॥ ইতি শিবম্॥

দশমোঽধ্যায়ঃ

এতাবৎ ৭ম, ৮ম ৯ম অধ্যায়ে বিভূতি সকল বর্ণনা করিয়া, দশমে সর্ব্বত্র ঈশ্বরদৃষ্টিতে সেই বিভূতি নিচয়ই বিদ্যমান বিস্তৃত ভাবে বলিবেন। সেই সর্বৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্‌কে ভক্তি অবশ্য কর্ত্তব্য।

(শ্রীভগবান্ উবাচ)

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ।
যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ॥১

ভগবান্ বলিলেন—পুনরায় আমার পরমাত্মনিষ্ঠ পরমবাক্য শ্রবণ কর। হে মহাবাহো! আমার কথা শুনিয়া তুমি অমৃত পানের ন্যায় তৃপ্তি সুখ অনুভব করিতেছ, তোমার হিতের নিমিত্ত তোমার পরম হিতৈষী আমি, আরও অনেক কথা বলিব।

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ ॥২

জন্মরহিত আমার যে নানা বিভূতি সমন্বিত হইয়া আবির্ভাব, তাহা ভৃগু আদি মহর্ষিগণ ও জানিতে সক্ষম নহেন। কেননা আমি সকল দেবতা ও ঋষিগণের পূর্ব্বে, তাঁহাদের ও আদিকারণ। লোকে যে জানিবে বুদ্ধি সাহায্যে, সে বুদ্ধিরও প্রবর্ত্তক আমি, আমার অনুগ্রহ ব্যতীত কোনও জ্ঞানই সম্ভব নহে॥

যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসম্মূঢ়ঃ স মর্ত্ত্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৩

আমাকে জানিলে কি ফল হয়? আমি সকলের আদি বা কারণ, আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোনও আদি নাই, সেজন্য আমি অনাদি। আমাকে জন্মশূন্য, সর্ব্ব লোকের মহেশ্বর ও অনাদি বলিয়া যিনি জানেন, মনুষ্য মধ্যে তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হন॥

বুদ্ধির্জ্ঞান মসম্মোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।
সুখং দুঃখং ভবো অভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেব চ॥
অহিংসা সমতা তুষ্টি স্তপো দানং যশোহযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ ॥৪-৫

লোকমহেশ্বরতা পরিস্ফুট করিয়া বিবৃত করিতেছেন। বুদ্ধি, কোন্‌টী সার কোন্‌টী অসার বিবেচনায় নৈপুণ্য বা সূক্ষ্ম অর্থ নির্দ্ধারণে অন্তঃকরণের সামর্থ্য; আত্মপদার্থের অববোধ (জ্ঞান); অব্যাকুলতা; ক্ষমা; সত্যভাষণ, বাহ্যেন্দ্রিয় সংযম; শম (অন্তরিন্দ্রিয়ের সংযম); অনুকূল বিষয়ে বোধ বা সুখাত্মক বৃত্তি; প্রতিকূল বস্তুজ্ঞানে বিপরীত বৃত্তি বা দুঃখ; উৎপত্তি; অসত্তা; ভয় এবং অভয়; যাহা কিছু লোকের হয় সকলই আমা হইতে। সেই রূপ অহিংসা বা পরপীড়ানিবৃত্তি; রাগদ্বেষহীনতা, মিত্র বা অমিত্রে তুল্যজ্ঞান; দৈবলব্ধ বস্তুতে সন্তোষ; শারীরিক তপস্যা, ন্যায়ার্জ্জিত ধনাদি সৎপাত্রে দান; সৎকীর্ত্তি বা দুষ্কীর্ত্তি—এই যে বিভিন্ন ভাবসমূহ প্রাণিগণের, আমা হইতে হয়॥

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্ব্বে চত্বারো মনব স্তথা।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥৬

পুরাণে প্রসিদ্ধ ভৃগু আদি সপ্তমহর্ষি; তাঁহাদেরও পূর্ব্বে আরও সনকাদি চতুর্মহর্ষি এবং স্বায়ম্ভুব প্রভৃতি মনুগণ আমারই প্রভাবে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা আমার হিরণ্যগর্ভ আত্মা বা আমার সঙ্কল্প মাত্রেই জাত হইয়াছিলেন। তাঁহাদেরই পুত্র পৌত্রাদিরূপে, শিষ্য প্রশিষ্যরূপে বর্ত্তমানে মর্ত্ত্যলোকে যাবতীয় প্রজা। এই মহর্ষিগণ, মনুগণ ও মৎচিন্তনপর ছিলেন, আমার ভাবনা হইতেই আবির্ভূত, আমারই ইচ্ছামাত্রে মদীয় শক্তিসম্পন্ন ছিলেন। [মানসা জাতাঃ—সঙ্কল্প হইতে জাত, তাঁহারা যোনিজ ছিলেন না]॥

এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোহবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥৭

বিভূতি প্রভৃতিত তত্ত্বজ্ঞানের ফল—যিনি এই যোগৈশ্বর্য্য তত্ত্বের দ্বারা যথাযথ জানেন, তিনি নিঃসংশয় যোগে বা সম্যগ্‌দর্শনে যুক্ত হন, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই॥

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ॥ ৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই অবিকল্প অচল যোগের জ্ঞান সম্যগ্‌জ্ঞান যাহা হয়, তাহাই বিশদ বলিতেছেন চারিটী শ্লোকে। আমি পরব্রহ্ম, বাসুদেব নামে অভিহিত, সকল জগতের উৎপত্তিকারণ। (নিমিত্ত কারণ ও উপাদান, পরিশিষ্ট (২০) দ্রষ্টব্য)। আমা হইতেই সকলের বুদ্ধি জ্ঞান, অসম্মোহ প্রবর্ত্তিত হয় (১০-৪।৫)। ইহা সম্যগ অবগত হইয়া বিবেকীগণ ভাবসমন্বিত (ভাবনা বা পরমতত্ত্বাভিনিবেশ সমন্বিত) হইয়া প্রীতিভরে আমাকে ভজনা করেন ॥

মচ্চিত্তা মদ্‌গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্ ।

কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥ ৯

প্রীতি পূর্ব্বক ভজন কিরূপ? আমাতেই চিত্ত যাঁদের আর কিছুতে নহে বা মচ্চিত্ত, আমাতেই অর্পিত প্রাণ বা জীবন যে সকল বুধগণের (বিদ্বৎ গোষ্ঠীর), তাঁহারা পরস্পরে আমারই কথা সংকীর্ত্তন করেন, পরস্পরকে বুঝাইয়া অধিকতর আনন্দিত হন, তাহাতেই রতি বা প্রিয়সঙ্গ অনুভব করেন। এই সন্তোষ হইতেই অনুত্তম সুখলাভ হয়, ভগবান্ পতঞ্জলি বলিয়াছেন। সে সুখ মহৎ দিব্য সুখ. তৃষ্ণা ক্ষয়েই সম্ভব হয় ॥

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং ।

দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ ১০

এরূপ ভক্তগণকে আমি সম্যগ্‌জ্ঞান দান করি। তাঁহাদের সর্ব্বদা ভগবানেই একাগ্র বুদ্ধি; আমাতে অভিনিবিষ্ট চিত্তে প্রীতি পূর্ব্বক বা প্রেমভরে ভজনা—তাঁদের। তাঁহাদিগকে আমার তত্ত্ববিষয়ে সম্যগ্‌দর্শন বা বুদ্ধিযোগ দান করি, সেই উপায়েই তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হন ॥

তেষামেবানুকম্পার্থং অহং অজ্ঞানজং তমঃ ।

নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥ ১১

বুদ্ধিযোগ দানের অনন্তর, ভগবৎতত্ত্বের প্রত্যক্ষানুভব পর্য্যন্ত জ্ঞানে তাঁহাদের অবিদ্যাকৃত সংসার আমিই নাশ করি। কি অবস্থায় স্থিত হইয়া অথবা কোন্ উপায়ে অজ্ঞানজনিত তমোনাশ হয়? আত্মভাবস্থ (আত্মাকারা অন্তঃকরণবৃত্তিতে অবস্থিত হইয়া) হইয়া আছে যে অন্ধকার বা তমঃ তাহাকে বিস্ফুরিত জ্ঞান নাশ করে। যেমন প্রজ্বলিত দীপ বহুকাল সঞ্চিত অন্ধকার মুহূর্ত্তে অপহৃত করে। জ্ঞান উৎপন্ন হইলেই অজ্ঞান বিদূরিত হয়, সেজন্য অন্য কিছুর অপেক্ষা থাকে না ॥

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্ ।

পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেব মজং বিভুম্ ॥

আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষি নারদ স্তথা ।

অসিতো দেবলঃ ব্যাসঃ স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে ॥ ১২।১৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবানের বিভূতি বিস্তারে জানিতে ইচ্ছুক হইয়া অর্জ্জুন তাঁহাকে স্তুতি সহকারে বলিলেন (৭টী শ্লোকে)। তুমি পরব্রহ্ম পরম আশ্রয় (পরং ধাম), পরম পবিত্র শাশ্বত নিত্যপুরুষ ; তুমি স্বয়ং প্রকাশ আদিদেব ; তুমি যে অজ (জন্মহীন) এবং বিভূ সর্বব্যাপক) তাহা ঋষিগণ বলিয়াছেন ; দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল, ব্যাসও বলিয়াছেন, তুমি স্বয়ং আমাকে বলিতেছ ॥

সর্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।

নহি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দ্দেবা ন দানবাঃ ॥ ১৪

তুমি যে পর ব্রহ্ম পরম ধাম, অজ বিভূ, এ সকলই আমার প্রতীতি। তুমি যে বলিয়াছ 'সুরগণ আমাকে জানেনা' তাহাও সত্য বলিয়া মনে করিতেছি। হে ভগবন্! তোমার প্রভাব (ব্যক্তি) দেব বা দানব কেহই জানে না। এ জ্ঞান হয় শুধু তোমার অনুগ্রহেই ॥

স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।

ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥ ১৫

তুমি নিজেই নিজেকে জান, অন্য কেহ জানে না। তুমি সোপাধিক না নিরুপাধিক, তাহা তোমারই জানা আছে। অর্জ্জুন প্রেমোৎকণ্ঠায় সম্বোধন করিলেন, হে পুরুষোত্তম, ভূতবৃন্দের জনক ও ঈশ্বর, তুমি জগতের পতি হে দেবদেব ! ॥

বক্তুমর্হস্য শেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।

যাভি র্বিভূতির্ভিঃ লোকানিমাং স্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥ ১৬

তোমার অভিব্যক্তি তুমিই জান, দেবগণ জানে না। তোমার দিব্য অদ্ভুত বিভূতি বর্ণনে একমাত্র যোগ্য তুমিই, যে বিভূতি দ্বারা এই সমগ্র বিশ্ব ভুবন ব্যাপ্ত করিয়া আছ ॥

কথং বিদ্যামহং যোগিং স্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।

কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ ময়া ॥ ১৭

হে যোগিন্! কিরূপে সর্বদা পরিচিন্তন করিলে তুমি চিন্তনীয় হইবে ? চেতন বা অচেতন বস্তু কোনটীতে তোমাকে ধ্যান করিব ? (ভাবেষু) ॥

বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দ্দন।

ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্ ॥ ১৮

চিত্ত যদি বহির্মুখ হয়, তথাপি যেরূপে তোমার বিভূতি চিন্তনে তোমাকেই চিন্তা করা যায় তাহা বল। তোমার সর্ব্বজ্ঞত্ব সর্বশক্তিত্ব লক্ষণ যোগৈশ্বর্য্য এবং বিভূতি সবিস্তারে বর্ণন কর। কেননা তোমার বচনামৃত শ্রবণ করিয়াও আমার তৃপ্তি হইতেছে না; সে বাক্য অমৃতবৎ পদে পদে স্বাদু স্বাদু, হে জনার্দ্দন!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীভগবান্ উবাচ

হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে ॥ ১৯

অনুকম্পাসূচক সম্বোধনে ভগবান্ বলিলেন, হন্ত, (উত্তম), আমার দিব্য বিভূতিনিচয়ের যাহা যাহা প্রধান তাহা বলিব, কেন না সে বিভূতির বিস্তার অশেষ, বর্ষশতেও কেহ বলিতে সক্ষম হইবে না ॥

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতনামন্ত এব চ ॥ ২০

মুখ্য ঐশ্বররূপ প্রথমে বলিতেছেন, হে জিতনিদ্র, (তোমার ধ্যান সামর্থ্য আছে), আমি সকল ভূতের অন্তঃকরণে, সর্বজ্ঞত্বগুণসম্বলিত আমি নিয়ন্তৃরূপে অবস্থিত। আমিই পরমাত্মা, প্রাণিগণের আদি, স্থিতি এবং সংহার ॥

আদিত্যানামহং বিষ্ণু র্জোতিষাং রবিরংশুমান্ ।
মরীচি র্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণাং অহং শশী ॥ ২১

বিভূতি বর্ণনা করিতেছেন অধ্যায় শেষ পর্য্যন্ত। দ্বাদশ আদিত্য মধ্যে আমি বিষ্ণু নামক আদিত্য। প্রকাশক যত কিছু জ্যোতিষ্ক তন্মধ্যে সূর্য্য। ঊনপঞ্চাশ বায়ু মধ্যে মরীচি ; নক্ষত্রগণ মধ্যে চন্দ্রমা ॥

বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চামি ভূতানামস্মি চেতনা ॥ ২২

চারিবেদ মধ্যে সামবেদ ; (গান মাধুর্য্যে অতি রমণীয়) ; দেবগণ মধ্যে ইন্দ্র ; একাদশ ইন্দ্রিয় মধ্যে ইন্দ্রিয়প্রবর্ত্তক মনঃ, প্রাণিগণের জ্ঞানশক্তি বা চেতনা আমি ॥ (চেতনা = চিৎ অভিব্যঞ্জিকা বুদ্ধির বৃত্তি) ॥

রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাং ।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্ ॥ ২৩

একাদশ রুদ্র মধ্যে শঙ্কর, যক্ষ এবং রক্ষ মধ্যে (দ্বন্দ্বে সমপর্য্যায়) আমি বিত্তেশ কুবের, অষ্টবসুমধ্যে অগ্নি। যত কিছু উচ্চশিখরবান্ পর্ব্বত আছে, আমি মেরু পর্ব্বত ॥

পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্ ।
সেনানীনা মহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ ॥ ২৪

দেব পুরোহিত মধ্যে সর্বপ্রধান বৃহস্পতি আমিই জানিবে, পার্থ, সেনাপতি মধ্যে আমি স্কন্দ দেব সেনাপতি এবং দেবখাত জলাশয় মধ্যে সাগর আমি (সগর পুত্র খনন করিয়াছিলেন) ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরাং অস্ম্যেকমক্ষরম্ ।

যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ ॥ ২৫

মহর্ষি সপ্ত মধ্যে আমি ভৃগু. পদাত্মক বাক্য মধ্যে একাক্ষর ওঁকার, যজ্ঞ সমুহ মধ্যে জপযজ্ঞ, (হিংসাদি দোষ শূন্য ও অত্যন্ত শোধক), স্থাবর সমূহ মধ্যে হিমালয় ॥

অশ্বত্থঃ সর্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ ।

গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ ॥ ২৬

বনস্পতি বৃক্ষ মধ্যে অশ্বত্থ, (মন্ত্রদর্শী ও দেব এককালীন) দেবর্ষিগণ মধ্যে আমি নারদ ; গানধর্ম গন্ধর্বগণের দেবগায়ক চিত্ররথ। জন্ম হইতেই জ্ঞানৈশ্বর্য্য বিনা প্রযত্নে প্রাপ্ত যাঁহারা, তন্মধ্যে কপিল মুনি আমাকেই জানিবে ॥

উচ্চৈঃশ্রবসং অশ্বানাং বিদ্ধি মাম মৃতোদ্ভবম্ ।

ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্ ॥ ২৭

সমুদ্রমন্থনে উদ্ভূত অশ্বশ্রেষ্ঠ উচ্চৈঃশ্রব এবং হস্তিগণ মধ্যে ঐরাবত আমি, মনুষ্য মধ্যে রাজা ॥

আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্ ।

প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণাং অস্মি বাসুকিঃ ॥২৮

অস্ত্রসমূহ মধ্যে দধীচির অস্থিতে নির্মিত বজ্র আমি। সকলের কামনা পূরণ করেন এবং সমুদ্রমন্থনে উদ্ভূত কামধেনু (গাভীগণ মধ্যে)। প্রজা উৎপত্তি কারণ এবং সম্ভোগপ্রধান নহে, কাম আমি। বিষধর মধ্যে বাসুকি ॥

অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহং ।

পিতৃণামর্য্যমা চাস্মি যমঃ সংযতামহং ।। ২৯

নির্বিষ সর্পবিশেষ অনন্ত আমি, জলচর মধ্যে বরুণ, পিতৃরাজ অর্যমা, ধর্মাধর্ম ফল দানে অনুগ্রহনিগ্রহকারী আমিই যম ॥

প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্ ।

মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্ ॥ ৩০

দৈত্যকুলে পরম সাত্ত্বিক প্রহ্লাদ, গণনাকারী মধ্যে কাল, পশুমধ্যে পশুরাজ সিংহ, পক্ষিমধ্যে বিনতাপুত্র গরুড় ॥

পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহং ।

ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী ॥৩১

সর্ববেগবান্ বায়ু, শস্ত্রধারী শ্রেষ্ঠ দাশরথি রাম, মৎস্য মধ্যে মকর, প্রবাহিনী স্রোতস্বতী মধ্যে ভাগীরথী গঙ্গা ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্গাণামাদি রন্তশ্চ মধ্যঞ্চৈবা হমর্জ্জুন।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্ ॥ ৩২

আকাশাদি ক্রমে সৃষ্ট যাহা কিছু তন্মধ্যে আদি, মধ্য এবং অন্তও আমিই। (সৃষ্টি প্রভৃতির কর্তৃত্ব বা পারমেশ্বর্য্য আমি। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় চিন্তনে আমাকেই ধ্যান করিবে)। সকল বিদ্যা মধ্যে মোক্ষহেতুত্বে আত্মতত্ত্ব বা অধ্যাত্মবিদ্যা। [ন্যায়শাস্ত্রে বাদ জল্প ও বিতণ্ডাকে কথা বলা হয়; বাদী ও প্রতিবাদীর বিচারে কথার বিভিন্ন ভেদ আছে]। সিদ্ধান্ত নির্দ্ধারণে বাদের স্থান উচ্চে কেননা বাদ দ্বারা বীতরাগ শিষ্য ও আচার্য্য মধ্যে অযথা দোষ অনুসন্ধান না করিয়া তত্ত্বনিরূপণ করা হয়, এজন্য তত্ত্বনিরূপণে বাদকেই ভগবান্ শ্রেষ্ঠ বলিতেছেন। শক্তি পরীক্ষাস্থলে বাদই শ্রেষ্ঠ]॥

অক্ষরাণামকারোহস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ।
অহমেবাক্ষয়ঃ কালঃ ধাতাহহং বিশ্বতোমুখঃ ॥ ৩৩

সকল বর্ণ মধ্যে অকারই শ্রেষ্ঠ; "অকারো বৈ সর্ব্বা বাক্" শ্রুতিঃ। সমাস গুলির দ্বন্দ্ব সমাসই শ্রেষ্ঠ কেননা উভয় পদেরই প্রাধান্য থাকে। (পূর্ব্বপদ প্রাধান্যে অব্যয়ী ভাব; উত্তর পদ প্রধান তৎপুরুষ, অন্য পদ প্রধান বহুব্রীহি। গণনাকারী কাল ও ক্ষয়কাল ভগবান্ বলিয়াছেন। এখন ক্ষয় কালাভিমানী যে অক্ষয় কাল ও তিনিই, পরমেশ্বর তাহাই বলিতেছেন। শ্রুতিঃ "কালকালোগুণী সর্ববিদ্যে"। অক্ষয় কাল প্রবাহরূপেই চলে। সর্বকর্ম ফলদাতা সর্ব্বতোমুখ বিধাতা আমি॥

মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহ মুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্।
কীর্ত্তিঃ শ্রীর্ব্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতি র্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা ॥ ৩৪

হরণকারী দ্বিবিধ, ধনাদিহর এবং প্রাণসংহারী। শেষোক্ত হরণকারীই সর্বহর। যত কিছু ভাবী কল্যাণ আছে যেমন উৎকর্ষ, অভ্যুদয় ইত্যাদি তন্মধ্যে অমি সেগুলির প্রাপ্তি হেতু বা উদ্ভব। সপ্ত ধর্মপত্নীমধ্যে আমি কীর্ত্তি, শ্রী (ধর্মার্থকামসম্পৎ অথবা কান্তি), বাক (সরস্বতী বা সংস্কৃতা বাণী) স্মৃতি (দীর্ঘকাল অনুভূত বিষয়ের স্মরণ শক্তি), ধৃতি (অবসন্ন শরীরেন্দ্রিয়ের উত্তম্ভনশক্তি, ইহার দ্বারা উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তিজনিত চপলতা নিবৃত্ত হয়); ক্ষমা (হর্ষ বা বিষাদে চিত্তের নির্বিকার ভাব)। এই গুলির আভাস মাত্র সম্বন্ধ থাকিলেও সকল লোকই আদরণীয় হয়॥

বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্।
মাসানাং মার্গশীর্ষোহহং ঋতুনাং কুসুমাকরঃ ॥ ৩৫

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে বেদ মধ্যে সাম বেদ শ্রেষ্ঠ। সামবেদেও ঋক্ অক্ষরে ছন্দোবদ্ধ গীতি বিশেষ যাহা পঠিত হয়, যেখানে ইন্দ্র সর্বেশ্বররূপে স্তুত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াছেন সেই বৃহৎ সামের শ্রেষ্ঠত্ব। ছন্দঃ বলিতে বুঝায় যেখানে অক্ষর নিয়ত। সেই ছন্দঃ সমূহে দ্বিজাতির জন্মহেতু আমি গায়ত্রী ঋক্। শতপথ ব্রাহ্মণে "গায়ত্রাণি বৈ সর্ব্বাণি সবনানি গায়ত্রী হ্যেবৈতদুপচ্ছন্দানৈঃ"। ছান্দোগ্য শ্রুতিতে "গায়ত্রী বা ইদং সর্বং ভূতম্"। দ্বাদশমাস মধ্যে, শীতাতপশূন্য সুখহেতু, নূতন শালিধান্য উৎপন্ন হয়, মার্গশীর্ষ বা অগ্রহায়ণ মাসে। ষড়ঋতু মধ্যে কুসুমের আকর, অতি রমণীয় ঋতু বসন্ত॥

দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজ স্তেজস্বিনামহং।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্ ॥৩৬

সর্বস্বাপহারক ছলকারক মধ্যে অক্ষক্রীড়া আমি; প্রভাববান্ ব্যক্তি-দের আমি তেজঃ; জয় পরাজয় মধ্যে জয়ই শ্রেয়স্কর; উদ্যমবান্ ব্যক্তিদের উদ্যম; সাত্ত্বিক জনের সত্ত্বই আমি॥

বৃষ্ণীণাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়।
মুনীনা মপ্যহং ব্যাসঃ কবীনা মুশনা কবিঃ॥ ৩৭

বৃষ্ণিকুলে আমি বাসুদেব, তুমিও সেরূপ পাণ্ডবগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কবি, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানদর্শী বা সূক্ষ্মার্থ বিবেকীগণ মধ্যে কবি শুক্রাচার্য্য আমি॥

দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্।
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্ ॥৩৮

উৎপথগামীদের সন্মার্গে প্রবর্ত্তনে, তাহাদের প্রবৃত্তি দমনে নিগ্রহ বা দণ্ডই আমার বিভূতি। জয়েচ্ছায় সাম্যনীতিই শ্রেষ্ঠ। গোপন হেতু মৌন ভাবের শ্রেষ্ঠত্ব (মনন অর্থে নিদিধ্যাসন তাহাও শ্রেষ্ঠ গুহ্য) জ্ঞানীদের সকল অজ্ঞান বিরোধী, আত্মসাক্ষাৎকার স্বরূপ আমি স্বয়ং জ্ঞান॥

যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্ ॥ ৩৯

সকল বীজের অভিব্যক্তি এবং বৃদ্ধি কারণ আমি বীজ। সংক্ষেপে, হে অর্জ্জুন! যাহা কিছু তুমি মনে করনা কেন, চর বা অচর, আমা ব্যতীত তাহাদের অস্তিত্বই নাই। আমি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত ও অনুস্যূত। (বাসুদেবঃ সর্বমিতি)॥

নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতে র্বিস্তরো ময়া ॥৪০

হে শত্রুতাপন অর্জ্জুন! আমার দিব্য বিভূতির ইয়ত্তা নাই, সাকল্যে তাহা জানিতে বা বলিতে কেহ সক্ষম নহে। উদ্দেশতঃ বা সংক্ষেপতঃ তোমায় আমি বলিলাম॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদ্যৎ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিত মেব বা।

তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥৪১

সংগ্রহে বলিতেছেন, যে যে বস্তু মাত্র (যাহা কিছুরই অস্তিত্ব আছে), আমারই ঐশ্বর্য্যে যুক্ত, শ্রীমন্ত অথবা প্রভাববলে বলীয়ান্; সকলই আমারই তেজের অংশমাত্র হইতেই সম্ভূত জানিবে ॥

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।

বিষ্ঠভ্যাহমিদং কৃৎস্নং একাংশেন স্থিতো জগৎ ॥৪২

পরিচ্ছিন্নভাবে বিভূতি দর্শন করিও না, অর্জ্জুন! সমদৃষ্টিতে অবধারণ কর। পৃথক্ পৃথক্ ভাবে জানিয়া কি লাভ? কেননা, এক কথায় নিখিল জগৎকে একাংশে ধারণ করিয়া আমি, মৎব্যতিরিক্ত কিছুই নাই। "পাদোঽস্য বিশ্বভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি"—শ্রুতিঃ ॥

ইন্দ্রিয়দ্বারে চিত্ত যদি বহির্ম্মুখ ধাবিত হয়, তখন সর্ব্বত্র ঈশ্বর দৃষ্টি যাহাতে হয়, তাহাই তাঁহার বিভূতি নিচয়। পরমেশ্বর দশম অধ্যায়ে) বিভূতিযোগ বলিলেন।

একাদশোঽধ্যায়ঃ

দশমাধ্যায় শেষে 'বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নং' বাক্যে পারমেশ্বররূপ যে বিশ্বাত্মক তাহা বলিয়াছেন। সেই রূপ দর্শনেচ্ছায় পরমোৎসাহে অর্জ্জুন বলিলেন (চারিটী শ্লোকে)।

(অর্জ্জুন উবাচ)

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্য মধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্।

যত্ত্বয়োক্তং বচ স্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম ॥১

আমার অনুগ্রহার্থ (শোকনিবৃত্তির জন্য) পরমনিষ্ঠ গুহ্য আত্মনাত্ম বিবেক বিষয়ক তত্ত্ব বাক্য যাহা বলিয়াছ এ পর্য্যন্ত, "অশোচ্যানন্বশোচ" হইতে ষষ্ঠাধ্যায় পর্য্যন্ত, তাহাতে আমার মোহ—'আমি হন্তা, ইহারা হন্তব্য' ইত্যাদি লক্ষণাক্রান্ত ভ্রম বিনষ্ট হইয়াছে, আমার কর্ত্তৃত্বের অভাব তুমি সম্যক্ প্রকারে বুঝাইয়াছ ॥

ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া।

ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্ ॥২

তোমা হইতেই যে সৃষ্টি ও প্রলয় তোমার মুখে সবিস্তারে শুনিয়াছি। হে পদ্মপত্র নয়ন! কমলপত্রাক্ষ! তোমার মাহাত্ম্য অব্যয় অক্ষয়। (তোমার বিশ্বসৃষ্টি, সকলের নিয়ন্তৃত্ব, শুভাশুভ কর্ম্মফলদাতৃত্ব, বন্ধমোক্ষাদির বিধান;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমাতে বৈষম্য নাই, তোমাকে কোনও কর্ম্ম লেপ দেয় না, অব্যক্ত হইয়াও ব্যক্তিত্ব গ্রহণ তোমার, সর্ব্বত্র অনুস্যূতি এবং পরিব্যাপ্তি) এ সকল শ্রবণে আমার মোহ বিগত হইয়াছে ॥

এবমেতদ্ যথাত্থ ত্বং আত্মানং পরমেশ্বর।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপং ঐশ্বরং পুরুষোত্তম ॥

এ সকলই আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি, হে পুরুষোত্তম! তোমার জ্ঞানৈশ্বর্য্য, শক্তিবীর্য্যাদিসম্পন্ন রূপ দেখিতে ইচ্ছুক আমি কৌতুহল বশে ॥

মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মান মব্যয়ম্ ॥৪

হে যোগেশ্বর! হে প্রভো! তুমি যদি আমাকে তোমার ঈশ্বর রূপ দর্শনে উপযুক্ত মনে কর, তাহা হইলে তোমার অক্ষয় পরমাত্মরূপ দেখাও, চাক্ষুষজ্ঞানের বিষয় কর ॥

(শ্রীভগবান্ উবাচ)

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥৫

এইরূপে প্রার্থিত হইয়া অদ্ভুত রূপ দেখাইবার পূর্ব্বে শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে সাবধান হইতে বলিলেন (চারিটী শ্লোকে)। তিনি বলিলেন, হে পার্থ! আমার রূপগুলি দেখ। (রূপ একই, নানাবিধ হওয়ার কারণে বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে) সেগুলি অনেক প্রকার অপরিমিত, অলৌকিক, তাহাকে শুক্ল কৃষ্ণাদি বহু বর্ণ আছে, অবয়ব ও বহুবিধ এবং সংখ্যাতেও বহু। (পশ্য অর্থে দেখিবার যোগ্য হও) ॥

পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুত স্তথা।
বহুন্যদৃষ্টপূর্ব্বাণি পশ্যাশ্চর্য্যানি ভারত ॥৬

হে ভারত! আমার দেহে দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, উনপঞ্চাশৎ মরুৎ দর্শন কর, অনেক কিছু যাহা পূর্ব্বে তুমি কখনও দেখ নাই।

ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যৎ দ্রষ্টুং ইচ্ছসি ॥৭

কোটি বর্ষ পরিভ্রমণ করিলেও যাহা দেখিতে পাইবেনা, দেখিতে পারিবে না, সমগ্র চরাচর সহিত জগৎ আমার দেহে অবয়ব রূপে স্থিত আছে এখন অদ্য তাহা নিরীক্ষণ কর। অন্য আরও কিছু, তোমাদের যুদ্ধে জয় না পরাজয়, অন্যান্য জগৎ বা আর যাহা কিছু কল্পনা করিতে পার, তাহাও আমার দেহেই দেখ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুং অনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥৮

কিন্তু চর্ম্মচক্ষু দ্বারা আমাকে দেখিতে পারিবেনা, সে কারণে দিব্য অলৌকিক জ্ঞানচক্ষু দান করিতেছি। তাহাতে আমার অঘটন ঘটনা সামর্থ্য বা অসাধারণ যোগ দেখিতে পাইবে॥

(সঞ্জয় উবাচ)

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্ ॥৯

সঞ্জয় বলিলেন, হে রাজন্ ধৃতরাষ্ট্র! এরূপ বলিয়া মহান্ যোগেশ্বর হরি অর্জ্জুনকে ঐশ্বররূপ দেখাইলেন।

অনেকবক্ত্রনয়নং অনেকাদ্ভুত দর্শনম্।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্ ॥১০

সে রূপ কীদৃশ? তাহাতে অনেক মুখ, অনেক নেত্র আছে, অনেক কিছু অদ্ভুত দর্শনীয় বস্তু বিদ্যমান্॥

দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবং অনন্তং বিশ্বতোমুখম্ ॥১১

অনেক দিব্য বিবিধ আভরণ, অনেক দিব্য অস্ত্র উদ্যত তাহাতে। তিনি দিব্য মাল্য ও দিব্য বসন ধারণ করিয়াছেন, দেহে তাঁহার দিব্য গন্ধ অনুলিপ্ত, সব কিছুই আশ্চর্য্যময় তথায়, দ্যোতনাত্মক অনন্ত সর্ব্বত্রস্থিত মুখসমূহ তাহাতে॥

দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ ॥১২

বিশ্বরূপের দীপ্তি নিরুপম, বলিতেছেন, যদি আকাশে এককালে সহস্র-সূর্য্য সহসা উত্থিত হয় তাহাদের সমবেত প্রভা যে রূপ, সেই মহাত্মার বিশ্ব-রূপের প্রভার সহিত তাহার কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য হইতে পারে, অন্য উপমা নাই॥

তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যৎ দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবঃ তদা ॥ ১৩

সেই দেহে পাণ্ডব দেখিলেন—নানা বিভগে প্রবিভক্ত সমগ্র জগৎ তাঁহার শরীরে অবস্থিত॥

ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥ ১৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিস্ময়াবিষ্ট হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়, শির দ্বারা প্রণাম করিয়া; কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন ॥

অর্জ্জুন উবাচ

পশ্যামি দেবাংস্তব দেবদেহে সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্ ।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থং ঋষীংশ্চ সর্ব্বানুরগান্ চ দিব্যান্ ॥১৫

অর্জ্জুনের ভাষণ—হে দেব! তোমার দেহে আমি আদিত্যগণকে দেখিতেছি, দেখিতেছি জরায়ুজ ভূত সকলকে, পদ্মাসনস্থ ব্রহ্মাকে, বশিষ্ঠাদি ঋষিগণকে ও অপ্রাকৃত বহু সর্প॥ (পৃথিবী পদ্মমধ্যে মেরু কর্ণিকাসনে স্থিত বা ভগবানের নাভিকমলে আসীন ব্রহ্মা)॥

অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং পশ্যামি ত্বাং সর্বতোঽনন্তরূপং ।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥ ১৬

অনেক বাহু, অনেক উদর, অনেক মুখ ও অনেক চক্ষুযুক্ত সর্বভাবে অনন্তরূপ তোমায় দেখিতেছি কিন্তু তোমার আদি, মধ্য বা অন্ত দেখিতেছি না, হে বিশ্বেশ্বর! হে বিশ্বরূপ!॥

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ তেজোরাশিং সর্বতো দীপ্তিমন্তম্ ।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাৎ দীপ্তানলার্কদ্যুতি মপ্রমেয়ম্ ॥১৭

তুমি মুকুটবন্ত, চক্রধারী, গদাধর, সর্বদিকে তোমার তেজঃপুঞ্জ, তোমাকে দেখিতে আমি সক্ষম নহি। তোমার দ্যুতি প্রদীপ্ত হুতাশনবৎ তেজোবন্ত, তাহা প্রমাণ আদৌ করিতে পারি না॥

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং ।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা সনাতন স্ত্বং পুরুষো মতো মে ॥১৮

তোমার ঐশ্বর্য্য তর্কাতীত। তুমিই অক্ষর পরম ব্রহ্ম মুমুক্ষগণের বেদিতব্য তুমিই। বিশ্ব প্রকৃষ্টরূপে তোমাতেই নিহিত, তুমিই বিশ্বের চরম আশ্রয়, তুমিই নিত্য অব্যয়, শাশ্বত ধর্ম্ম পালক, সনাতন পুরুষ, আমার নিকট সেই ভাবেই বিদিত হইতেছে, প্রভো!॥

অনাদিমধ্যান্তং অনন্তবীর্য্যং অনন্তবাহুং শশিসূর্যনেত্রম্ ।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্ ॥১৯

উৎপত্তি স্থিতি প্রলয় রহিত, তোমার প্রভাব অনন্ত, বাহুও অনন্ত; চন্দ্র সূর্য্য তোমার নয়নবৎ; তোমাকে দেখিতেছি প্রদীপ্ত অগ্নিমুখে এ বিশ্বকে সন্তপ্ত করিতে উদ্যত হইয়াছ॥

দ্যাবাপৃথিব্যোঃ ইদং অন্তরং হি ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ ।
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্ ॥ ২০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্যুলোক ও পৃথিবীর মধ্যবর্ত্তী অন্তরীক্ষকে এবং সকল দিকই তুমি একাই ব্যপ্ত করিয়া আছ, তোমার যে ঘোররূপ পূর্ব্বে কখনও দেখিনাই, তাহা নিরীক্ষণ করিয়া হে মহাত্মন্, অভয়দায়ক ! ত্রিলোক অত্যন্ত ভীত হইয়াছে ॥

অমীহি ত্বাং সুরসংঘা বিশন্তি কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি ।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসংঘা বীক্ষন্তে ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ ॥২১

দেখিতেছি ভূভার হরণে নিজেকে প্রকটিত করিয়াছ, প্রভো ! ওই যে বসু প্রভৃতি সুরবৃন্দ ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া তোমার শরণ লইতেছে, তুমি মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ যুধ্যমান। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অতি ভীত হইয়া দূর হইতে কৃতাঞ্জলি পুটে স্তব করিতেছেন। নারদ প্রভৃতি মহর্ষি, ও সিদ্ধগণ যুদ্ধদর্শনে আগত হইয়া, বিশ্ববিনাশ পরিহারার্থে তোমাকে উৎকৃষ্ট বাক্যে স্তুতি করিতেছেন।

রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চ উষ্মপাশ্চ ।
গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসংঘা বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতা শ্চৈব সর্বে ॥২২

রুদ্রগণ, আদিত্য, বসু, সাধ্য দেবগণ, উষ্মভোগ্যপায়ী পিতৃগণ, গন্ধর্ব যক্ষ অসুর এবং সিদ্ধগণের সঙ্ঘ তোমাকে বিস্মিত হইয়া দেখিতেছেন। (সাধ্য সিদ্ধ, ভিন্নজাতীয় অমর্ত্ত্য দেবতা ॥

রূপং মহত্তে বহুবক্ত্রনেত্রং মহাবাহো বহুবাহূরুপাদং ।
বহূদরং বহুদ্রংষ্ট্রাকরালং দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতা স্তথাহম্ ॥২৩

হে মহাবাহো ! অতিপ্রমাণ তোমার রূপ তাহাতে বহুমুখ, বহুনেত্র, বহুবাহু বহুউরু, বহুচরণ, বহুউদর এবং বহুকরাল দশন। আমি কেন, সর্ব্বলোকই তোমার রৌদ্রমূর্ত্তিতে প্রপীড়িত হইয়াছে ॥

নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্ ।
দৃষ্টা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো ॥২৪

হে বিষ্ণো ! তোমার অনেক বর্ণ বিশিষ্ট, আয়ত মুখমণ্ডল, প্রজ্বলিত বিস্তীর্ণ তোমার চক্ষু দেখিয়া আমার অন্তরাত্মা বিচলিত হইয়াছে ; এখন আমি ধৈর্য্য হারাইয়াছি, কিছু মাত্রও উপশম বা শান্তি পাইতেছিনা ॥

দ্রংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি দৃষ্টেব কালানলসন্নিভানি ।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম্ম প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ২৫

মুখগুলিতে ভীষণ দর্শন দন্তগুলি যেন প্রলয়াগ্নি সদৃশ, সেগুলিকে দেখিয়া আমি দিশাহারা হইয়াছি। হে দেবেশ ! বিন্দুমাত্রও সুখ নাই আমার। হে জগৎনিবাস প্রসন্ন হও ॥ [শর্ম্ম=সুখ] ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ সর্বে সহৈব অবনিপালসংঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্র স্তথাসৌ সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ॥
বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি দ্রংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈ রুত্তমাঙ্গৈঃ॥২৬-২৭

দেখিতেছি ঐ ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ সঙ্গে রাজন্যবৃন্দ সকলে, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, মৎপক্ষীয় প্রধান যোদ্ধৃবর্গ (শিখণ্ডী ধৃতরাষ্ট্র ইত্যাদি) ধাবমান হইয়া তোমার ভয়ানক করাল দ্রংষ্ট্রায় প্রবেশ করিতেছে ; কেহ কেহ দুই দন্ত পাঁতির মধ্যে দৃঢ়সংলগ্ন হইয়া আছে, তাহাদের মস্তক চূর্ণিত হইয়া গিয়াছে॥

যথা নদীনাং বহবো অম্বুবেগাঃ সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা বিশন্তি বক্ত্রাণ্য ভিতো জ্বলন্তি॥২৮

ইহার একই দৃষ্টান্ত মনে পড়িতেছে, অনেক দিকে নদীর জলরাশি যেমন বেগে ধাবিত হইয়া সমুদ্রেই বিলীন হয়, সেইরূপ ঐ সকল বীরগণও তোমার জ্বলন্ত মুখবিবরে চারিদিক্ হইতেই প্রবেশ করিতেছে॥

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকাস্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ॥২৯

পতঙ্গপাল যেমন আপন বিনাশের জন্যই (বুদ্ধিপূর্ব্বক) জলন্ত অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করে, এই সকল লোক সেই রূপই তোমার মুখে প্রবেশ করিতেছে॥

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাৎ
লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো॥৩০

তুমি প্রদীপ্ত মুখগুলি দ্বারা বারংবার সমস্ত লোককে গ্রাস করিয়া অবলেহন করিতেছ ; তোমার অত্যুগ্র প্রভারাশি, তেজঃ দ্বারা সমস্ত জগৎকে আপূরিত করিয়া সন্তপ্ত করিতেছে, হে বিষ্ণো!

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো নমোঽস্তুতে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং নহি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্॥৩১

এমত উগ্ররূপ তোমার, তুমি। তোমাকে নমস্কার, হে দেববর! প্রসন্ন হও, হে সর্ব্বকারণ আদ্য পুরুষ! তোমাকে জানিতে চাহি, তোমার এমত প্রবৃত্তি বুঝিতে পারিতেছি না, বল তুমি কে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(শ্রীভগবান্ উবাচ)

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্ত্তুং ইহ প্রবিষ্টঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে
যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধা ॥৩২

সকল লোকের সংহর্ত্তা আমি অত্যুৎকট (প্রবৃদ্ধ) কাল, লোক সংহারে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তুমি ব্যতীত যাহারা যুদ্ধে অবস্থিত আছে কিংবা প্রতিপক্ষ সৈন্য মধ্যে সে সকল যোদ্ধা, তাহাদের কেহই থাকিবেনা।

তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবেতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ॥৩৩

অতএব তুমি যুদ্ধে প্রস্তুত হও, দেবগণের পক্ষেও দুর্জ্জয় ভীষ্মাদিকে জয় করিয়া যশোলাভ কর। ইহারা সকলেই আমার দ্বারা পূর্ব্বেই নিহত হইয়াছে, হে সব্যসাচিন্! তুমি শুধু নিমিত্ত মাত্র হও। [সব্যসাচী—বামহস্তে শর-সন্ধানে দক্ষ ॥

দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্।
ময়া হতাং স্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্ ॥৩৪

শোকবিমগ্ন হইয়া বলিয়াছিলে, "বুঝিতেছিনা কোন্ পক্ষ গরীয়ান্? উহারা কি আমাদের পরাজিত করিবে." সে আশঙ্কা ত্যাগ কর। যাহাদিগ হইতে তুমি ভীত, সেই দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ কর্ণ ও অন্যান্য যোধবীর সকলেই আমা কর্ত্তৃক পূর্ব্বেই নিহত হইয়াছে। তুমিও ইহাদিগকে সংহার কর। ব্যথিত হইওনা, শোক করিওনা, নিশ্চয়ই শত্রুজয়ী হইবে।

(সঞ্জয় উবাচ)

এতৎশ্রুত্বা বচনং কেশবস্য কৃতাঞ্জলি র্বেপমানঃ কিরীটী।
নমস্কৃত্য ভূয় এবাহ কৃষ্ণং সগদ্গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥৩৫

সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন, এই পূর্ব্বোক্ত তিনটি শ্লোকে কেশবের যে বচন, তাহা শুনিয়া, কম্পমান্ কিরীটধারী অর্জ্জুন কৃতাঞ্জলিপুটে, ভীত হইতেও ভীত. অতিশয় ভীত, নমস্কার করিয়া গদ্গদ্কণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন। [কৃষ্ণ, যিনি সকলের পাপ কর্ষণ করেন] ॥

(অর্জ্জুন উবাচ)

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি
সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসংঘাঃ ॥৩৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্জ্জুন বলিলেন, হে হৃষীকেশ ? যাহা বলিলে, তাহা যথাযথ। তুমি অমিত প্রভাব এবং ভক্তবৎসল, তোমার মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে যে জগৎবাসিজন হৃষ্ট হয়, ইহা যুক্ত ; জগৎ তোমার প্রতি স্বতঃই একান্ত অনুরক্ত। রাক্ষসগণ পর্য্যন্ত সভয়ে চারিভিতে পলায়ন করে ; কপিলাদি সিদ্ধগণ তোমাকে যে সর্ব্বদা প্রণাম করেন, তাহা উপযুক্ত বটে ॥

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্ মহাত্মন্ গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।

অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস ত্বমক্ষরং সদসৎ তৎপরং যৎ ॥৩৭

কেনই বা তোমাকে প্রণাম করিবে না, তুমি হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মারও আদি-কর্ত্তা এবং তাহার জনক। হে অনন্ত! সর্ব্বপরিচ্ছেদশূন্য! হে দেবগণেরও নিয়ন্তা! হে সর্ব্বাশ্রয়, জগতের নিবাস! তুমিই অক্ষর ব্রহ্ম। তুমি ব্যক্ত ও অব্যক্ত, তাহারও ঊর্দ্ধ। তুমি ভিন্ন কিছুই নাই, তোমাকে নমস্কার করিবে, বিচিত্র কি ?

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ স্তমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং।

বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥৩৮

হে আদিদেব! তুমি পুরাণ, পুরাতন হইয়াও নিত্য নব পুরুষ ; সকল বিশ্বের লয় স্থান তুমি, সকল কিছুরই জ্ঞাতা। তুমিই জ্ঞেয়, তুমিই পরম ধাম বিষ্ণুর পরমপদ তুমি সারা বিশ্ব অনন্তরূপে ব্যাপ্ত করিয়াছ ॥

বায়ুর্যমো অগ্নির্ব্বরুণঃ শশাঙ্ক প্রজাপতি স্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।

নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥৩৯

তুমিই বায়ু তুমি যম, তুমি অগ্নি, তুমি বরুণ, তুমি শশাঙ্ক, তুমি প্রজাপতি, সকলের প্রপিতামহ, (হিরণ্যগর্ভেরও পিতা)। সে কারণ তোমাকে সহস্র-বার নমস্কার, তোমাকে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার ॥

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।

অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং সর্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্বঃ ॥৪০

নমস্কারে তৃপ্তি হইতেছে না, পুনরায় বহু প্রকারে প্রণাম করিতেছেন। বলিতেছেন হে সর্ব্বাত্মন্! সকল দিকেই তোমাকে নমস্কার। তুমি সর্ব্বাত্মক, তোমার পরাক্রম অমিত, তুমি সমগ্র বিশ্বকে অন্তরে বাহিরে ব্যাপ্ত করিয়া আছে যেমন সুবর্ণ স্বকার্য্য কনক কুণ্ডলাদিকে ব্যাপ্ত করিয়া থাকে। তুমি সর্ব্বস্বরূপ, বিশ্ব হইতেও অতীত। [বিশ্বাত্মক ও বিশ্বাতীত, পরিশিষ্ট (২১) দ্রষ্টব্য] ॥

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।

অজানতা মহিমানং তবেদং ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যচ্চাবহাসার্থং অসৎকৃতোহসি বিহারশয্যাসনভোজনেষু।

একোহথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং

তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহং অপ্রমেয়ম্ ॥৪২-৪২

তোমার মাহাত্ম্য না জানিয়া অজস্র অপরাধ কার্য্য করিয়াছি, সে জন্য প্রণাম করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। তোমাকে প্রাকৃত সাধারণ সখা মনে করিয়া হঠকারিতায়, তিরস্কারে যাহা যাহা বলিয়াছি, সে সকলের জন্য ক্ষমা চাহিতেছি। বলিয়াছি, হে কৃষ্ণ! হে যাদব, হে সখা প্রভৃতি। তোমার মহিমা, এই বিশ্বরূপ না জানিয়া, প্রমাদবশতঃ বা প্রণয়াতিশয্যেই এমত হঠোক্তি করিয়াছি। হে অচ্যুত! যাহা পরিহাসচ্ছলে, ক্রীড়াদিতে শয্যায় ভোজনে উপবেশনে তিরস্কার করিয়াছি, একাকীও এমন ব্যবহার করিয়াছি, অন্য লোকের সমক্ষেও করিয়াছি, সে সকল অপরাধের জন্য ক্ষমা যাচ্ঞা করিতেছি॥

পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরু র্গরীয়ান্।

ন ত্বৎসমোহস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোহন্যো

লোকত্রয়েহপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥৪৩

হে অপ্রতিম প্রভাব! তোমার প্রভাবের প্রতিমা (তুলনা) নাই, তুমি চরাচর লোকের জনক, অতএব পূজ্য ও গুরু। তাহাই নহে, গুরুর অপেক্ষাও তুমি গরীয়ান্। তিন লোকে তোমার সমান কেহই নাই, তোমা অপেক্ষা অধিকও কেহ নাই, কেহ হইতেও পারেনা॥

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।

পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ

প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্ ॥৪৪

সে কারণে দণ্ডবৎ হইয়া তোমাকে প্রণাম করিতেছি। পিতা যেমন পুত্রের অপরাধ ক্ষমা করেন, সখা সখার অপরাধ ত্রুটী গণ্য করে না, প্রিয় ব্যক্তি প্রিয়জনের দোষ অপরাধ মার্জ্জনা করে, সেইরূপ আমার সকল অপরাধ সহ্য করিয়া ক্ষমা কর, হে কৃষ্ণ! আমি ক্ষমা প্রাপ্ত হইবার যোগ্য॥

অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোহস্মি দৃষ্ট্বা ভয়েন

চ প্রব্যথিতং মনো মে।

তদেব মে দর্শয় দেব রূপং প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥৪৫

এমত ক্ষমা প্রার্থনার পরে, (দুই শ্লোকে) বলিতেছেন, হে দেব! তোমার যে রূপ দেখিলাম পূর্ব্বে কখনও তাহা দর্শন করি নাই, তাহাতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার রোমাঞ্চ হইতেছে, বিকৃত রূপদর্শনজাত ভয়ে আমার মন ব্যাকুলিত। আমার এই ব্যথা নিবৃত্তির কারণে তোমার সৌম্যরূপ প্রদর্শন কর ॥

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তমিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে ॥৪৬

চতুর্ভুজরূপে দর্শন দাও, তোমার সেই শঙ্খ, চক্র, গদালাঞ্ছিত হস্ত চতুষ্টয়, কিরীটসমলঙ্কৃত পূর্ব্ব রূপ দর্শনে অভিলাষী হইয়াছি। হে সহস্রবাহো! হে বিশ্বমূর্ত্তে! তুমি চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধারণ কর ॥

ময়া প্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদং রূপং পরং দর্শিত মাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বম্ ॥৪৭

শ্রীভগবান্ বলিলেন, আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমার ঐশ্বর্য্য-সামর্থ্যাধীন এই তেজোময় অনন্ত আদ্য বিশ্বময় পরমরূপ দেখাইলাম, তাহা তোমা ভিন্ন অন্য ভক্ত, কেহ পূর্ব্বে দেখে নাই ॥

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈর্ন চ ক্রিয়াভিঃ ন তপোভিরুগ্রৈঃ।
এবংরূপঃ শক্যঃ অহং নৃলোকে দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর ॥৪৮

বেদপাঠে, যজ্ঞবিদ্যার (কল্প সূত্রাদির) অধ্যয়নে, দানের দ্বারা বা অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়াপ্রভাবে অথবা উগ্র চান্দ্রায়ণাদি তপস্যার দ্বারা কেহ ঈদৃশ রূপ অবলোকন করিতে সমর্থ নহে ॥

মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরং ঈদৃঙ্মমেদম্।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং তদেব মে রূপ মিদং প্রপশ্য ॥৪৯

আমার এরূপ ঘোররূপ দেখিয়া ব্যথিত হইও না, ভয় ত্যাগে প্রসন্নচিত্তে পুনরায় আমার সৌম্যরূপ দেখ ॥

সঞ্জয় উবাচ

ইত্যর্জ্জুনং বাসুদেব স্তথোক্ত্বা স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা ॥৫০

সঞ্জয় বলিলেন, বাসুদেব অর্জ্জুনকে এই বলিয়া নিজ প্রাক্তনরূপ দেখাইলেন, তাহা কিরীটযুক্ত, চতুর্ভুজমূর্ত্তি। সৌম্যদেহ হইয়া কৃপালু মহাত্মা বিশ্বরূপভীতিবিহ্বল অর্জ্জুনকে আশ্বাসিত করিলেন ॥

অর্জ্জুন উবাচ

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥৫১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্জ্জুন তখন নির্ভয় হইয়া বলিলেন, হে জনার্দ্দন! তোমার এই সৌম্যরূপ দেখিয়া আমি যেন পুনর্জন্ম লাভ করিলাম, (সংবৃত্ত-জাতোহস্মি), আমি চেতনা লাভ করিয়া প্রকৃতিস্থ হইলাম ॥

শ্রীভগবানুবাচ

সুদুর্দ্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।

দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিনঃ ॥৫২

শ্রীভগবান বলিলেন, তুমি যে আমার দুর্নিরীক্ষ্য মূর্ত্তি সন্দর্শন করিলে, দেবগণও এই রূপ দেখিতে আকাঙ্ক্ষা করেন ॥

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।

শক্য এবম্বিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥৫৩

যে রূপ তুমি দেখিলে তাহা চারি বেদ অধ্যয়নে, চান্দ্রায়ণাদি তপস্যার দ্বারা, দানে বা অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ সম্পাদনে সম্ভব নহে ॥

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবম্বিধো অর্জ্জুন।

জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ ॥৫৪

কি উপায়ে সেই রূপ দর্শনে সক্ষম হওয়া যায়? মদেকনিষ্ঠা ভক্তির দ্বারাই একমাত্র এই বিশ্বরূপকে পরমার্থতঃ জ্ঞাত হইতে, প্রত্যক্ষতঃ দর্শন করিতে এবং মদ্রূপতা লাভ করিতে, সাধক সক্ষম হন। [জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান শত্রু দমন দ্বারাই তত্ত্বে (তাঁহার সহিত অভেদে মিলিত মিশ্রিত হইতে) প্রবেশ-যোগ্যতা হয়, তাহাই সূচিত করিলেন শ্রীভগবান্] ॥

মৎকর্ম্মকৃৎ মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।

নির্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥৫৫

সর্ব্বগীতাশাস্ত্রের সার যে পরম রহস্য তাহা শ্রবণ কর। মৎকর্ম্মকৃৎ, (যিনি যাহা কিছু কর্ম্ম করেন, আমারই জন্য), মৎপরম (আমিই একমাত্র যাঁহার পুরুষার্থ), আমারই যিনি একান্ত ভক্ত, পুত্রাদিতে আসক্তি বর্জ্জিত, সর্ব্বভূতে দ্বেষ শূন্য, (এমন কি অপকারীর প্রতিও), তিনিই আমাকে, অভেদে প্রাপ্ত হন। আর কেহ নহে। [এই প্রাপ্তি বা প্রবেশের পরে অন্য কিছুই কর্ত্তব্য থাকে না, অর্থাৎ আমিই পরাগতি] ॥

বিশ্বরূপদর্শন নামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

নির্গুণ উপাসনা ও সগুণোপাসনা, উভয়ের মধ্যে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ? পূর্ব্বাধ্যায়ের শেষে বলিলেন, 'মৎকর্ম্মকৃৎ মৎপরম মদ্ভক্ত' শ্রেষ্ঠ। তাহাতে ভক্তিনিষ্ঠার শ্রেষ্ঠত্বই ভগবদুক্তিতে স্পষ্টীকৃত। 'কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি' ইত্যাদি বাক্যে তাহাই নির্ণীত হইয়াছে। 'তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত' ইত্যাদি দ্বারা এবং 'সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি' ইত্যাদি বাক্যে জ্ঞান নিষ্ঠারই শ্রেষ্ঠত্ব বলা হইয়াছে। উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বে কোনটী, তাহাই জানিতে ইচ্ছুক হইয়া অর্জ্জুন প্রশ্ন করিলেন?

(অর্জ্জুন উবাচ)

এবং সততযুক্তা যে ভক্তা স্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।

যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥১

সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণে, সততযুক্ত তন্নিষ্ঠ হইয়া, যে ভক্ত তোমার বিশ্বরূপে, সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ তোমাকে ধ্যান করেন কিংবা যিনি নির্ব্বিশেষ অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনা করেন—এতদুভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠযোগী (যোগবিত্তম) কে? পরিশিষ্ট (২২) দ্রষ্টব্য]॥

(শ্রীভগবান্ উবাচ)

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।

শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতা স্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥২

শ্রীভগবান্ বলিলেন, প্রথম শ্রেণীর যোগীই শ্রেষ্ঠ। যিনি সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণবিশিষ্ট আমাতে, পরমেশ্বরে, মন একাগ্র করিয়া নিত্য সমাহিত; আমারই জন্য যাবতীয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন; মন্নিষ্ঠ হইয়া প্রকৃষ্ট শ্রদ্ধায় আমার আরাধনা করেন, আমার অভিমত, তিনিই যুক্ততম। [শ্রেষ্ঠযোগী সর্ব্বদা বিষয়ান্তর বিমুখ হইয়া আমার চিন্তাতেই অহোরাত্র অতিবাহিত করেন]॥

যে ত্বক্ষরং অনির্দ্দেশ্যং অব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।

সর্বত্রগং অচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থং অচলং ধ্রুবম্ ॥

সন্নিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।

তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ৩-৪

তাহা হইলে কি অপর যোগী শ্রেষ্ঠ নহেন? যাঁহারা অনির্দ্দেশ্য, (শব্দের দ্বারা যাঁহাকে নির্দ্দেশ করা যায় না), রূপাদিবিহীন (অব্যক্ত), সর্ব্বব্যাপী, অচিন্ত্য, মায়াপ্রপঞ্চে অধিষ্ঠানরূপে অবস্থিত (কূট=মায়া), স্পন্দন রহিত অচল, অতএব ধ্রুব বা নিত্য, বৃদ্ধি প্রভৃতি রহিত, একরূপ, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম উপাসনা করেন, তাঁহাদের সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি, ইন্দ্রিয়গ্রাম নিয়ন্ত্রিত, সর্ব্বভূতের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হিতে রত যাঁহারা, তাঁহারা আমাকেই প্রাপ্ত হন॥ [উপাসনা—যথাশাস্ত্র উপাস্য বিষয়ীকৃত করিয়া, তৈলধারাবৎ সমানপ্রত্যয় প্রবাহে হয়। সমবুদ্ধি—বিষয়ে স্পৃহারহিততা, পরম বৈরাগ্য, তৎসামীপ্য। সর্ব্বভূতহিতে রত—আত্মদৃষ্টিতে হিংসাকারণ বিদূরিত হওয়ায় সর্ব্বভূতে অভয়দাতা]

ক্লেশোঽধিকতর স্তেষাং অব্যক্তাসক্তচেতসাম্।

অব্যক্তা হি গতিঃ দুঃখং দেহবদ্ভিঃ অবাপ্যতে॥ ৫

নির্গুণ উপাসকও পরমেশ্বর প্রাপ্ত হন, তবে নির্বিশেষ অক্ষরে যাঁদের চিত্ত অভিনিবিষ্ট তাঁদের ক্লেশ অধিকতর, কেননা অব্যক্তবিষয়া নিষ্ঠা দুঃখকর, দেহাভিমানীর পক্ষে দুর্ঘট। দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি প্রভৃতিতে 'আমি' 'আমি' ধারণা পরিত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র চিৎস্বরূপ পরমাত্মাতে 'আমি জ্ঞানে' পরমাত্মায় মিশিয়া যাওয়া নিতান্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার। সুকরত্বে এবং ফল যখন একই, তখন সগুণোপাসনাকেই শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে॥

যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।

অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥

তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।

ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥ ৬।৭

আমার ভক্ত যাঁরা, তাঁদের সিদ্ধি আমার প্রসাদে অনায়াসেই হয়, বুঝাইতেছেন দুইটি শ্লোকে। যাঁরা সকল কর্ম আমাতেই সমর্পণ করিয়া মৎপর হন, আমাকেই ধ্যান করেন, যাঁদের আর কিছু ভজনীয় নাই, একান্ত ভক্তিযোগই যাঁদের উপাসনা, সেই আমাতে নিবিষ্টচিত্ত ভক্তজনকে মৃত্যুযুক্ত সংসার সাগর হইতে আমি অচিরে উদ্ধার করি॥ (এ বিষয়ে অদ্বৈতবাদীর ব্যাখ্যা=নির্গুণবিদ্যাফলে জ্ঞানোদয়ে কৈবল্য উপপন্ন হয়)॥

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।

নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥ ৮

সুতরাং সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক মনঃ আমাতেই স্থিরীকৃত কর, ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি আমাতে নিবিষ্ট কর। তাহা হইলে মৎপ্রসাদে জ্ঞান লাভ হইবে, দেহান্তে আমাতেই নিবসতি করিতে পারিবে। শ্রুতিঃ—"দেহান্তে দেবঃ পরং ব্রহ্ম তারকং ব্যাচষ্টে"॥

অথ চিত্ত সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।

অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়॥ ৯

যদি আমাতে চিত্তের ধারণা করিতে না পার, তাহা হইলে বিক্ষিপ্ত চিত্তকে পুনঃ পুনঃ প্রত্যাহৃত করিয়া আমাতে অনুস্মরণ রূপ যে অভ্যাস-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যোগ, তদবলম্বনে আমাকে পাইতে প্রযত্ন কর ॥ [মধুসূদন-কোনও প্রতিমাদি অবলম্বনে চিত্ত স্থির করিবার উপদেশ] ॥

অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥ ১০

অভ্যাসে যদি অশক্ত হও, তাহা হইলে আমার প্রীতির জন্য একাদশী-উপবাস, পূজা, পরিচর্যা, নাম সংকীর্ত্তনাদি কর। সে সকল অনুষ্ঠান যেন আমার জন্যই কৃত হয়। মদর্থে এই কর্ম সকল করিলে, সত্ত্বশুদ্ধি এবং জ্ঞানোৎপত্তি দ্বারে মোক্ষ লাভ করিবে ॥

অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগ মাশ্রিতঃ।
সর্বকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্ ॥ ১১

যদি ইহাতেও অশক্ত হও, তাহা হইলে একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হইয়া সংযত চিত্তে সকল কর্মফল পরিত্যাগ কর। আসক্তি ত্যাগে আমার কৃপায় কৃতার্থতা হইবে ॥

শ্রেয়ো হি জ্ঞানং অভ্যাসাৎ জ্ঞানাৎ ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্মফলত্যাগঃ ত্যাগাৎ শান্তি রনন্তরম্ ॥ ১২

ফলত্যাগের প্রশংসা করিতেছেন। বলিতেছেন, সম্যগ্‌জ্ঞানরহিত অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান প্রশস্ততর, তদপেক্ষা ধ্যান বিশিষ্টতর; শ্রুতি "তদস্ততং পশ্যতি নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ"। ধ্যান অপেক্ষা ও কর্মফল ত্যাগ শ্রেষ্ঠ কেননা আসক্তি নিবৃত্তিতে অচিরে সংসারে থাকিয়াও শান্তি উদিত হয়। শ্রুতিও "যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি স্থিতাঃ। অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে"। শ্রীভগবান্‌ও স্থিতপ্রজ্ঞ লক্ষণে বলিয়াছেন "প্রজহাতি যদা কামান্" ইত্যাদি বাক্যে ॥

অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধি র্যো মদ্‌ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥১৩।১৪

ভক্তের ধর্মগুলি, যাহা অতি শীঘ্র পরমেশ্বর প্রসাদপ্রাপক, বলিতেছেন (১) সর্বভূতে যিনি যথাযথরূপে আত্মত্বে, প্রতিকূল বুদ্ধি অভাবে কখনও দ্বেষ করেন না, (যদি তাহাদিগ হইতে দুঃখের কারণও ঘটে তথাপি), (২) মৈত্র এবং (৩) করুণ। সমজনে মিত্রতা, উত্তম জনের প্রতি দ্বেষ শূন্যতা, হীন জনের প্রতি কৃপালু। (৪) নির্মম বা নিজের দেহেও মমতাপ্রত্যয়রহিত (৫) নিরহঙ্কার—বৃত্তি কারণে বা অধ্যয়নে উৎকর্ষ থাকিলেও অহঙ্কার শূন্য। (৬) সম দুঃখ সুখ;দ্বেষ বা রাগ প্রবৃত্তই হয়না, এজন্য সকলের সুখে বা দুঃখে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমান মনোভাব। (৭) ক্ষমী, আক্রোশ বা তাড়নাদিতেও নির্বিকার চিত্ত। (৮) সতত সন্তুষ্ট, শরীর স্থিতিই একমাত্র প্রয়োজন, অন্যথা লাভে বা অলাভে সন্তুষ্ট; সকল অবস্থায়, সদা তৃপ্ত। (৯) যোগী—সমাহিতচিত্ত বা আত্মবান্ বা অপ্রমাদী (১০) যতাত্মা--সংযত শরীরেন্দ্রিয়সংঘাত। (১১) দৃঢ়নিশ্চয়--কুতার্কিকের যুক্তিতে অভিভূত হন না, সচ্চিদানন্দ অদ্বিতীয় ব্রহ্মই যাঁহার অধ্যবসায় বা যিনি স্থিতপ্রজ্ঞ (১২) মর্য্যর্পিতমনোবুদ্ধি—ভগবান্ বাসুদেবে শুদ্ধ ব্রহ্মে সমর্পিত অন্তঃকরণ, এমন যিনি তিনি আমার ভক্ত॥

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈঃ মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥১৫
অনপেক্ষঃ শুচি দর্ক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতিঃ ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥১৯

(১৩) যাঁহা হইতে কোনও লোকই ভয় শঙ্কায় ক্ষুব্ধ হয় না; (১৪) লোকে অপরাধ করিলেও যিনি উদ্বিগ্ন হন না। (১৫) প্রিয় বস্তু লাভে আনন্দাভি-ব্যঞ্জক বৃত্তি হর্ষ, এবং (১৬) অভিলষিত বস্তু লাভে প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইলে অমর্ষ, দুইটী হইতে যিনি মুক্ত, (১৭) ভয় ও উদ্বেগ যাঁহার নাই এমন ভক্ত আমার প্রিয়॥ (১৮) যিনি অনিচ্ছায় উপস্থিত যে কোনও বিষয় বস্তুতে নিরপেক্ষ, (১৫) বাহ্যাভ্যন্তর শৌচসম্পন্ন; (১৬) প্রত্যুৎপন্নমতি, (১৭) উভয় বিবদমান পক্ষেই উদাসীন (১৭) গতব্যথ—ব্যথার কারণ থাকিলেও যাঁহার ব্যথা সঞ্জাত হয়না। (ক্ষমাশীল ব্যক্তির ব্যথা উৎপন্ন হইলেও তিনি প্রতিশোধ লইতে বা অপকার করিতে অনিচ্ছুক)। (১৮) দৃষ্ট ও অদৃষ্ট সকল উদ্যম, যে কোনও সময়ে পরিত্যাগ করিতে সক্ষম; (১৯) প্রিয়লাভে হৃষ্ট নহেন্ (২০) অপ্রিয় লাভে দ্বেষ করেন না, (২১) ইষ্ট নাশে যাঁহার শোক নাই, (২২) অপ্রাপ্ত বিষয়ে কাঙ্ক্ষা নাই (২৩) পুণ্য পাপ পরিত্যাগে অসমর্থ, এমন ভক্তিমান্ যিনি, তিনি আমার প্রিয়। (২৪) শত্রুতে বা মিত্রে, মানে অপমানে, পূজায় ও পরিভবে, শীত বা উষ্ণতায়, সুখে বা দুঃখে সমভাবে অনাসক্ত, (২৫) যাঁহাকে স্তুতি করিলে বা নিন্দা করিলে সমান বোধ করেন, (২৬) সংযতবাক্ (২৭) যথালব্ধ বস্তুতে সন্তুষ্ট, (২৮) যাঁহার কোনও নিয়ত বাস নাই এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(২৯) পরমার্থ বস্তু বিষয়ে যাঁহার মতি স্থির—এমত ভক্তিমান্ আমার প্রিয় ॥

যে তু ধর্ম্মামৃতং ইদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে ।

শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তা স্তেহতীব মে প্রিয়াঃ ॥ ২০

উপসংহারে বলিতেছেন। উক্ত ধর্মগুলি যাহা অমৃত সাধন করে, (ধর্ম্মামৃতপাঠে, ধর্ম হইতে অপ্রচ্যুত) যিনি শ্রদ্ধা সহকারে অনুষ্ঠান করেন, যাঁহার পরম প্রাপ্তব্য একমাত্র আমি, এমন ভক্ত আমার অতীব প্রিয় ॥

এই লক্ষণগুলি জ্ঞানীর স্বভাব সিদ্ধ। জ্ঞানী ভক্ত যে শ্রীভগবানের অত্যন্ত প্রিয় তাহা বলিয়াছেন, জ্ঞানী তাঁহারই আত্মা ॥ ইতি শিবম্ ॥

ভক্তিযোগ নামক দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

প্রকৃতি, পুরুষ, ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ এবং জ্ঞান ও জ্ঞেয় সম্বন্ধে অর্জ্জুন জিজ্ঞাসু হইলে,

(শ্রীভগবান্ উবাচ)

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে ।

এতৎ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ ॥ ১

শ্রীভগবান্ বলিলেন, এই ইন্দ্রিয়ান্তঃকরণ সহিত ভোগায়তন শরীরকে ক্ষেত্র সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। কৃষি ক্ষেত্রের মত ইহাতেই সংসারে প্ররোহ বা উৎপত্তি ও বৃদ্ধি। কৃষক যেমন নিজের ক্ষেত্রকে ভাল মতই জানে, সে ক্ষেত্রের ফল বা ফসল ভোগ করে, সেইরূপ শরীর ক্ষেত্রকে তাঁহারা জানেন এবং শরীর ফল ভোগ করেন। ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের বিবেক জ্ঞান যাঁদের আছে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞবিদ্‌গণ তাঁহাদিগকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলেন ॥ [ভগবান্ দ্বাদশাধ্যায়ে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন "তেষামহং মৃত্যুসংসারসাগরাৎ", কিন্তু সংসার হইতে উদ্ধরণ আত্মজ্ঞান ভিন্ন সম্ভব নহে। সেই তত্ত্বজ্ঞান উপদেশার্থ প্রকৃতি পুরুষ বিবেক অধ্যায় আরব্ধ হইতেছে। সপ্তমাধ্যায়ে কথিত পরা ও অপরা প্রকৃতিদ্বয়ের পার্থক্য জ্ঞানের অভাব হইলেই, জীবভাবাপন্ন চিদংশের সংসার। যে দুটীতে জীবের উপভোগ নিমিত্ত ঈশ্বরের সৃষ্ট্যাদিতে প্রবৃত্তি, সেই প্রকৃতিদ্বয়কে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ নামে অভিহিত করিয়াছেন এবং তত্ত্বের দ্বারা তাহাদের স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন] ॥

ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত ।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়ো র্জ্ঞানং যত্তজ্‌জ্ঞানং মতং মম ॥ ২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইরূপে সংসারীর প্রকৃত স্বরূপ বুঝাইয়া, ক্ষেত্রজ্ঞ যে পরমার্থতঃ অসংসারী তাহাই বলিতেছেন। সংসারী জীব বা ক্ষেত্রজ্ঞ স্বরূপতঃ এক হইলেও সকল ক্ষেত্রেই (শরীরে) অনুগত আছেন এবং তিনি যে স্বরূপতঃ পরমাত্মাই, তাহাই বলিতেছেন। শ্রুতিও বলিয়াছেন "তত্ত্বমসি" 'তুমিই তিনি'। এই জ্ঞানের প্রশংসায় বলিতেছেন, ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের পার্থক্য বা বিবেক জ্ঞানই মোক্ষের হেতু, এবং তাহাই আমার মত জানিবে। এই জ্ঞানই চরম পরম জ্ঞান, অন্য যাহা কিছুর জ্ঞান, তাহা বৃথা পাণ্ডিত্য মাত্র। [এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার আচার্য্য শঙ্কর বহু যুক্তি দ্বারা প্রতিপাদন করিয়াছেন, জীব ও ঈশ্বরের যে ভেদ তাহা অবিদ্যাজনিত, ক্ষেত্রজ্ঞ বা দেহস্থিত জীব মাত্র একই, সকল দেহে অনুগত]॥

তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্‌বিকারি যতশ্চ যৎ।
স চ যো যৎ প্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু॥ ৩

দেহরূপে পরিণতা প্রকৃতিতে অহং বা 'আমি তাহাই' এমন ভাব যে বিবেকজ্ঞানের অসদ্ভাবেই হয়, তাহা পরিস্ফুট করিতেছেন। যে ক্ষেত্রের কথা বলিলাম, তাহা স্বরূপতঃ জড়; চেতন নহে। তাহা দ্রষ্টা নহে, দৃশ্য। তাহার ধর্ম ইচ্ছা প্রভৃতি ও তাহা যে যে ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা বিকারযুক্ত ও যে প্রকারে তাহা প্রকৃতি পুরুষ সংযোগে উদ্ভূত হয় এবং স্থাবরজঙ্গমাদি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রতীত হয়, তাহা বলিব। ক্ষেত্রজ্ঞের যাহা স্বরূপ, অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্যাদি প্রভাব সম্পন্ন, সকল কিছুই আমার নিকটে সংক্ষেপে শ্রবণ কর॥ [প্রভাব অর্থে উপাধিকৃত শক্তিনিচয়-শঙ্কর]।

ঋষিভিঃ বহুধা গীতং ছন্দোভি র্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈ শ্চৈব হেতুমদ্ভি র্বিনিশ্চিতৈঃ॥ ৪

এই জ্ঞান বসিষ্ঠাদি ঋষিগণ যোগশাস্ত্রে নিরূপণ করিয়াছেন। বেদে নানা পূজনীয় দেবতারূপে, নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্মাদি বিষয়রূপেও, তাহা গীত হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রে বা উপনিষদ্‌সমূহে তটস্থ লক্ষণে (যথা, 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে' ইত্যাদি মন্ত্রবর্ণে) এবং ব্রহ্মপদে, যেখানে স্বরূপ লক্ষণ দ্বারা ব্রহ্ম সাক্ষাৎ প্রতিপাদিত হইয়াছেন (যথা, সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম ইত্যাদি দ্বারা), এবং ব্রহ্ম সূত্র ও পদ সমূহদ্বারা যাহা নিঃসংশয়ে নিশ্চিত প্রত্যয় দ্বারা উপপাদন করে—সেই ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান সংক্ষেপে তোমায় বলিব॥ [পরিশিষ্ট (২২) দ্রষ্টব্য]

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধির ব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ॥
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকার মুদাহৃতম্॥ ৫।৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্ষেত্রস্বরূপ বর্ণনায় বলিতেছেন। ভূমি প্রভৃতি পঞ্চভূত এবং তাহাদের কারণ অহঙ্কার ; জ্ঞানাত্মক মহৎ তত্ত্ব বা বুদ্ধি ; মূলা প্রকৃতি (অব্যক্ত) ; বাহ্যেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় সমষ্টিতে দশটী ; মন ; পঞ্চতন্মাত্র (রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ শব্দ); ইচ্ছা দ্বেষ; সংঘাত বা শরীর; সুখ দুঃখ, চেতনাত্মিকা বৃত্তি, ধৈর্য্য প্রভৃতি অন্তঃকরণের ধর্মগুলি, এই সমস্ত (ইন্দ্রিয়াদি ও তাহাদের বিকার সহিত) ক্ষেত্রের স্বরূপ। (শ্রুতিঃ "কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাহশ্রদ্ধা ধৃতির-ধৃতির্হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেৎ সর্ব মন এব" ইতি)॥ [পরিশিষ্ট (২৩) দ্রষ্টব্য]॥

অমানিত্ব মদম্ভিত্ব মহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্ ।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্য মনহঙ্কার এবচ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধি দুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥
অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমাচিত্তত্ব মিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বং অরতি র্জনসংসদি ॥
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্ ।
এতজ্ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানম্ যদতোহন্যথা ॥ ৭।১১

এখানে তত্ত্বজ্ঞানের যে গুলি সাধন, তাহা বিস্তারে বর্ণনা করিতেছেন। সেগুলির দ্বারা জ্ঞান প্রাপ্তিতে যোগ্যতা হয়। গীতা সে গুলিকে সংক্ষেপে জ্ঞান বলিয়াছেন। সেগুলি (১) অমানিত্ব (নিজগুণের শ্লাঘায় পরাঙ্মুখত্ব) (২) অদম্ভিত্ব (দম্ভরাহিত্য) (৩) অহিংসা (পরপীড়া বর্জ্জন) (৪) ক্ষমাগুণ (৫) সরলতা (৬) সদ্গুরু সেবা (৭) বাহ্যাভ্যন্তর শৌচ (৮) সন্মার্গে প্রবৃত্তি ও তাহাতে এক-নিষ্ঠতা (৯) শরীরসংযম (১০) ইন্দ্রিয় গুলির বিষয় সমূহে বৈরাগ্য (১১) অনহঙ্কার (১২) জন্ম মৃত্যু জরা প্রভৃতিতে দোষানুসন্ধানে আলোচন (১৩) পুত্রদারাদিতে অনাসক্তি (১৪) তাহাদের সুখে বা দুঃখে নিজেকে সুখী বা দুঃখী মনে করা এমত ভ্রমের অভাব বা অনভিষঙ্গ (১৪) শুভাশুভ প্রাপ্তিতে সমচিত্ততা (১৫) সব কিছুই আত্মা, এমত জ্ঞান বা পরমেশ্বরে একান্ত ভক্তি যাহার কখনও ব্যভিচার হয়না (১৬) শুদ্ধ চিত্তপ্রসাদকর দেশে বাস যাঁহার স্বভাব এবং (১৭) প্রাকৃতজনের সংসর্গে রুচির অভাব (১৮) আত্মা ও অনাত্মায় বিবেক জ্ঞানে সর্বদা নিষ্ঠা (১৯) পরমানন্দ আত্মার প্রাপ্তিরূপ মোক্ষ বা জ্ঞান ফল, তৎ-সম্বন্ধে নিত্য আলোচনা (২০) এবং তৎসাধনে প্রবৃত্তি—এই বিশ জ্ঞান সাধন। তদ্বিপরীত, মানিত্বাদি জ্ঞান বিরোধী এবং হেয়॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বা মৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসৎ উচ্যতে ॥ ১২

এই সাধন গুলির সাহায্যে যাহা জ্ঞেয়, তাহা ছয়টি শ্লোকে বিবৃত করিতেছেন। যাহা জ্ঞাত হইলে মোক্ষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সে জ্ঞেয় বস্তু কি? তিনি অনাদিমান্ নিরতিশয় পরব্রহ্ম। বিধিমুখে "তিনি ইহা" "তিনি এরূপ" তাহা প্রমাণ করা যায় না। আবার নিষেধে তিনি এরূপ নহেন 'ইহা নহেন' তাহাও বলা যায় না (অসৎ ও নহেন ॥ [তাঁহার জাতি, ক্রিয়া, গুণ, কোনও উপাধি নাই; তিনি দেশ কাল বস্তু সকলের অতীত। শাস্ত্র দ্বারাই তাহাকে পাইতে হয়, "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ"]॥

সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৩

ব্রহ্ম বস্তুকে সদসৎ বিলক্ষণ বলিলেন, কিন্তু শ্রুতি বলিয়াছেন 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', ইহার সামঞ্জস্য বিধানে এবং শ্রুতিতে যে তাঁহার "পরাস্য শক্তিঃ বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" পঠিত হয় তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন পাঁচটি শ্লোকে। যাঁহার কর, চরণ, চক্ষু ও মুখ সর্বত্র বিরাজিত আছে; যিনি শ্রবণেন্দ্রিয়যুক্ত সকল প্রাণি মধ্যে এক, নিত্য এবং বিভূ; সকল অচেতনবর্গ আবৃত করিয়া তাহাদিগকে প্রকাশিত করিয়া অবস্থান করিতেছেন॥

সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্।
অসক্তং সর্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃচ ॥ ১৪

তিনি ইন্দ্রিয়বিহীন কিন্তু সমস্ত ইন্দ্রিয়, রূপ রস প্রভৃতি ইন্দ্রিয় গুণ সকল প্রকাশ করেন। স্বয়ং আসক্তি শূন্য সকল বস্তুর আধার কিন্তু নির্গুণ, অথচ সকল গুণের পালক ॥ [শ্রুতি "ধ্যায়তীব, লেলায়তীব"]॥

বহিরন্তশ্চ ভূতানাং অচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥১৫

চরাচর ভূতের মধ্যে ও বহির্ভাগে তিনি অবস্থান করেন। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, সে কারণে আত্মজ্ঞানসাধনশূন্য ব্যক্তিগণ হইতে বহু দূরে, প্রত্যগাত্মবিদ্‌গণের সমীপে তিনি ॥

অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্তৃ চ তজ্‌জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ ॥১৬

কারণরূপে তিনি এক এবং অভিন্ন; কার্যরূপে স্থাবরজঙ্গমাদি ভেদে বিভক্ত প্রতীত হন। ভূতবৃন্দকে তাহাদের স্থিতিকালে পোষণ করেন (ভর্ত্তা) এবং উৎপত্তি কালে প্রভবকর্ত্তা, প্রলয় কালে গ্রাস করেন ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিঃ তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্ ॥১৭

সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর তিনি জ্যোতিঃ বা প্রকাশক, "তমেব ভান্তং অনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি"। অতএব অজ্ঞান বা তমঃ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, "আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ" শ্রুতিঃ। বুদ্ধিবৃত্তিতে অভিব্যাপ্ত, মানুষের জ্ঞান. রূপাদি আকারে তিনিই জ্ঞেয়, এবং পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানসাধনগুলির দ্বারাই তিনি প্রাপ্য (জ্ঞানগম্য); কিন্তু সে জ্ঞান দেশান্তরে নাই. পুস্তকরাশিতেও নাই, দূরেও নহে; কিন্তু সকল প্রাণীর হৃদয়ে বিশিষ্ট ভাবেই স্থিত (বিষ্ঠিত)॥ [ধিষ্টিতং পাঠে অধিষ্ঠিত অর্থ]

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চোক্তং সমাসতঃ।
মদ্‌ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্‌ভাবায় উপপদ্যতে ॥১৮

এইরূপে ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয় সংক্ষেপে বর্ণন করিলাম। যিনি আমার ভক্ত, আমাকে সব কিছু সমর্পণ করিয়াছেন, তিনি সম্যক্ দর্শনে আমার পরমানন্দ ভাব প্রাপ্তির যোগ্য হন। শ্রুতিঃ "যস্য দেবে পরাভক্তি র্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ"॥

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥১৯

'যৎ প্রভাবশ্চ' বলিয়াছেন, অনাদি প্রকৃতি পুরুষের সংযোগে যে সংসারোৎপত্তি, তাহাই বুঝাইতেছেন। প্রকৃতি আমারই মায়াশক্তি, তাহা অনাদি; তৎসৃষ্ট জগৎ ও অনাদি প্রবাহে চলিতেছে। পুরুষ আমি স্বয়ং. আমার আদি নাই। বিকার এবং গুণগুলি যাহা, সেগুলি সকলই প্রকৃতি হইতে সম্ভব। পুরুষ নির্গুণ, নির্বিকার॥

কার্য্যকারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে ॥২০

পুরুষের সে সংসার তাহা প্রকৃতিরই কারণে। কার্য্য শরীর, কারণগুলি ইন্দ্রিয়াদি দেহের আরম্ভক। গুণগুলি সুখ, দুঃখ ও মোহাত্মক (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ ক্রমে)। সেগুলি করণ আশ্রয়েই গৃহীত হয় (এই ব্যাখ্যায় শ্লোকে পঠিত হয়, কার্য্যকরণ কর্তৃত্বে)॥

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু ॥২১

অবিকারী জন্মরহিত পুরুষের ভোক্তৃত্ব কিরূপ? পুরুষ প্রকৃতি সন্নিধানে সুখ দুঃখাদি সংবেদন করেন পূর্ব্ব শ্লোকে বলা হইয়াছে, ইহা তাঁহার ঔপচারিক ভোগ। প্রকৃতি বা মায়া মিথ্যা হইলেও তাহার তাদাত্ম্যে স্থিত হইয়া পুরুষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপলব্ধি করেন বা ভোগ করেন। এই প্রকৃতি জাত গুণ উপলব্ধির কারণেই সৎ বা অসৎ যোনিতে জন্ম লাভ হয় তদনুরূপ শরীর লাভ হয়, কারণ শুধু গুণের সহিত সঙ্গ বা তাদাত্ম্য। এই সঙ্গই তাহা হইলে সংসারে হেতু বলিতে সংসার নিবৃত্তির জন্য জ্ঞান ও প্রকৃতিজগুণে বৈরাগ্যের আবশ্যকতা॥

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ॥ ২২

অবিবেক বশতঃই পুরুষের সংসার বলা হইল। পুরুষের স্বরূপ এই যে প্রকৃতি কার্য্য দেহে বর্ত্তমান হইলেও তিনি পর বা ভিন্ন, অসংস্পৃষ্ট। কেননা তদ্‌গুণ দ্বারা দ্বারা যুক্ত নহেন; তিনি শুধু সমীপে দণ্ডায়মান দ্রষ্টা। বা সাক্ষীর মতই (উপদ্রষ্টা)। তাঁহার সন্নিধানে প্রকৃতি কার্য্য চলে এ জন্য তাঁহাকে পরোক্ষ অনুমোদনকারী বা অনুমন্তা বলা যায়। ঈশ্বররূপে তিনি বিধায়ক বা পালক। দেহীরূপে সুখ দুঃখ মোহাত্মক গুণগুলি ভোগ করেন। তিনি মহান্ ঈশ্বর ব্রহ্মাদির স্রষ্টা, পরমাত্মা অন্তর্যামী, দেহেই আছেন। উক্ত হইয়াছে "এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ লোকপালঃ" শ্রুতি॥

য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ।
সর্বথা বর্ত্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে॥ ২৩

উপদ্রষ্টাদিরূপে পুরুষকে যিনি জানেন, প্রকৃতি ও তৎসাহত গুণগুলিকেও, তিনি কোনও বিধি মানিয়া চলুন বা নাই চলুন, জ্ঞানোৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই মুক্ত হইয়া যান। ইহাই সদ্যোমুক্তি, ইহার পর আর জন্ম হয় না। কর্ম সকল দগ্ধ হইয়া যায় আর জন্মের কারণ হইতে পারে না। এই জন্য নাশ দেহপাতের পর হয়. দেহ ধারণও মায়ার বিক্ষেপ শক্তির প্রভাবে॥

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিৎ আত্মানাং আত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্মযোগেন চাপরে॥ ২৪

আত্মদর্শনে উপায় বিকল্প প্রদর্শন করিতেছেন। কেহ কেহ ধ্যানের দ্বারা দেহ মধ্যে আত্মদর্শন করেন, কেহ বা সাংখ্যমতে প্রকৃতি পুরুষ বিবেক দ্বারা জ্ঞান প্রাপ্ত হন, কেহ বা তাঁহাকে কর্মযোগ দ্বারে দর্শন করেন। [পরিশিষ্ট (২৩) দ্রষ্টব্য]॥

অন্যেত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ॥২৫

কেহ কেহ বা আমাকে বিদিত না হইয়া অন্যের নিকট উপদেশ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়. সে সমস্ত শ্রুতিপরায়ণ ব্যক্তিরা মৃত্যুকে অতিক্রম করে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্ ।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ তৎ বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥ ২৬

হে ভরতর্ষভ! যাহা কিছু স্থাবর জঙ্গম উৎপন্ন হয়, তাহার মূল কারণ কেবল ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগে বা মিথুনীকরণে ॥

সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্ ।
বিনশ্যৎ স্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ২৭

আত্মবিষয়ে সম্যগ্ দর্শন বিবৃত করিতেছেন। স্থাবর জঙ্গমাত্মক সকল ভূতে নির্ব্বিশেষ সৎ রূপে, সমভাবে অবস্থিত পরমাত্মাকে যিনি দেখেন। সে সকল ভূতবৃন্দ বিনাশশীল, তিনি শুধু তন্মধ্যে অবিনাশী এক নিত্যবস্তু দর্শন করেন—তিনি সম্যক্ দর্শন করেন অর্থাৎ আত্মদর্শন করেন ॥

সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্ ।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২৮

সকল ভূতেই অপ্রচ্যুত স্বরূপে অবস্থিত পরমাত্মাকে দর্শন করিলে, পুনরায় সচ্চিদানন্দ আত্মা অবিদ্যাবৃত হন না, কদাচ দ্রষ্টার নিকটে অদৃশ্য হন না বা নষ্ট হন না। তিনি মোক্ষ পদ প্রাপ্ত হন। [দেহে আত্মা দেখে যে সে আত্মাকে হননই করে। মহাভারতে শকুন্তলার উক্তি "কিং তেন ন কৃতং পাপং চোরেণাত্মাপহারিণা। যেঽন্যথা সন্তং আত্মানং অন্যথা প্রতিপদ্যতে] ॥

প্রকৃত্যৈব চ কর্মাণি ক্রিয়মানানি সর্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানং অকর্ত্তারং স পশ্যতি ॥ ২৯

শুভাশুভ ফল দাতা যে আত্মা, তাহাও বিভিন্ন দেহে বিভিন্নই হইবে, নচেৎ পাপ পুণ্যের এত বৈষম্য তারতম্য কেন? উত্তরে—সব কিছু কার্য্য প্রকৃতিই দেহাকারে পরিণত হইয়া করিয়া থাকে, আত্মা কর্ত্তৃত্বাদিশূন্য —ইহা যিনি দেখিতে পান, তিনিই সম্যগ্ দ্রষ্টা,আর কেহই নহে। আত্মাকে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া যে ভ্রম তাহা আকাশেও ভেদের মতন; বিভিন্ন স্থানে অনেক বিভিন্ন আকাশ ॥

যদা ভূত পৃথগ্ভাবমেকস্থ মনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৩০

যখন বুঝিতে পারা যায়, ভূতবৃন্দের পৃথক্ পৃথক্ ভাব বা ভেদ একই পরমেশ্বরের শক্তিরূপা প্রকৃতিতেই অবস্থিত, এবং সেই একই আত্মা হইতেই মায়াবশে বিস্তার লাভ করিয়াছে, তখনই সাধক ব্রহ্মসম্পন্ন হন বা ব্রহ্মই হইয়া যান। সে অবস্থায়, শ্রুতিঃ "যস্মিন্ সর্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্ব মনুপশ্যতঃ" ॥ [শঙ্কর মতে ব্যাখ্যা এইরূপ ; ঈশবাগমে ব্যাখ্যা পরিশিষ্ট (৩৩) দ্রষ্টব্য] ॥

অনাদিত্বা ন্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥ ৩১

যাহার উৎপত্তি আছে, তাহার বিনাশও আছে। গুণবত্তা আছে যাহার গুণনাশে ব্যয়ও তাহার আছে। কিন্তু অব্যয় পরমাত্মা নির্গুণত্বহেতু শরীরে থাকিলেও কর্ম করেন না, কর্মফলের লেপও তাঁহাতে পড়েনা ॥

যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে ।
সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ॥৩২

এই নির্লেপত্বের দৃষ্টান্ত—আকাশ সকল কিছুতেই অবস্থিত, পঙ্ক কর্দমেও আকাশ আছে, তথাপি সূক্ষ্মত্ব ও অসঙ্গত্ব হেতু সে গুলিতে আদৌ লিপ্ত নহে। সেইরূপই আত্মা সকল দেহেও স্থিত থাকিলেও দেহের কোনও দোষ বা গুণে লিপ্ত হন না ॥

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥৩৩

আত্মার নির্লেপত্ব বুঝাইয়াছেন এখন প্রকাশকত্ব বুঝাইতে বলিতেছেন—একই সূর্য্য সমস্ত বিশ্বকে প্রকাশিত করেন যেমন, সেইরূপ একমাত্র আত্মা প্রতি দেহকেই প্রকাশিত করেন। প্রকাশ করিলেও কিন্তু তাহাতে লিপ্ত হন না। শ্রুতি—"একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ" ॥

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়ো রেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা ।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদু র্যান্তি তে পরম্ ॥৩৪

যাঁহারা জ্ঞান চক্ষুর দ্বারা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের ভেদ এবং ভৌতিক প্রকৃতি হইতে মোক্ষের উপায়ও বিদিত হন, তাঁহারাই পরমপদ প্রাপ্ত হন ॥ [পরিশিষ্ট (৩৪) দ্রষ্টব্য] ॥ ইতি শিবম্।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগ যোগ নামক ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ

পূর্ব্বাধ্যায়ে বলিয়াছেন "কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনি জন্মসু"। বিভিন্ন গুণপ্রভাবে সংসারবৈচিত্র্য হয় তাহাই প্রপঞ্চিত করিবেন বর্ত্তমান অধ্যায়ে। সেই সৎ ও অসৎ যোনিতে জন্ম প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্যেই হয়, নিরীশ্বর সাংখ্যে স্বীকৃত। গীতা বলেন তাহাও ঈশ্বরেচ্ছাতেই হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীভগবান্ উবাচ

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্ ।
যজ্‌জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে পরাং সিদ্ধিমিতোগতাঃ ॥১

শ্রীভগবান্ বলিলেন, সেই পরমাত্ম বিষয়ক জ্ঞান তোমাকে উপদেশ করিব, কেননা সকল জ্ঞান অপেক্ষা সে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ এবং মোক্ষেরই হেতু। এই জ্ঞানেই মননশীল মুনিগণ দেহত্যাগের পরে মোক্ষ প্রাপ্ত হন ॥

ইদং জ্ঞানং উপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্য মাগতাঃ ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥২

এই জ্ঞানাশ্রয়ে, আমার সাধর্ম্য (পরিশিষ্ট (৩৫) দ্রষ্টব্য) প্রাপ্ত হইয়া, আমারই স্বরূপতা লাভ করিয়া, সেই মুনিগণ কল্পারম্ভকালে জন্মও গ্রহণ করেন না, প্রলয়কালেও অব্যক্ত প্রকৃতিতে লীন থাকেন না, ফলে তাঁহাদের আর পুনরাবৃত্তি ঘটেনা ॥

মম যোনির্ম্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহং ।
সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥৩

হে ভারত ! ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকেই আমার (অর্থাৎ আত্মার) যোনি বা সন্তানোৎপত্তির স্থান বলিয়া জানিবে, সেই প্রকৃতিতেই আমি গর্ভাধান করিয়া থাকি, ফলে তাহা হইতেই যাবতীয় ভূতবৃন্দ সৃষ্ট হয় ॥ [মহৎব্রহ্ম— প্রকৃতিকে বলা হয়। এ সম্বন্ধে শঙ্কর মতে ব্যাখ্যা এইরূপ—প্রকৃতি মহৎ কেননা যাবতীয় কার্য্যরাশি যাহা প্রকৃতির সন্ততি, সেগুলি অপেক্ষা মহত্তর তাহা দেশকালে পরিচ্ছিন্ন নহে। ব্রহ্ম অর্থে বৃংহণত্ব বা বৃদ্ধি হয় তাঁহার। পরিশিষ্ট (৩৬) দ্রষ্টব্য] ॥

সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ ।
তাসাং ব্রহ্ম মহৎযোনি রহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥৪

ভূতোৎপত্তি ও প্রকৃতির সহিত পুরুষের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে, পুরুষাধিষ্ঠাতৃত্বেই, তাহা বলিতেছেন। সমস্ত যোনিতে যে সকল স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিভিন্ন প্রকারের সৃষ্টি, আমার মহৎ প্রকৃতি সেগুলির মাতৃস্থানীয়া, আমি স্বয়ং বীজপ্রদ পিতা তাহাদের ॥

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিন মব্যয়ম্ ॥৫

প্রকৃতি সঙ্গ হেতুই পুরুষের সংসার, বিস্তারে বলিতেছেন। হে মহাবাহো ! প্রকৃতি হইতে জাত সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ তিনটী গুণ প্রকৃতিকার্য্য দেহে তাদাত্ম্যে স্থিত নির্ব্বিকার দেহীকে (দেহবন্ত জীবাত্মাকে) গুণগুলির দ্বারা বদ্ধই করিয়াছেন। [দেহীর এতদ্রূপ বন্ধনে ভ্রান্তি হয় ঠিক যেন জলপাত্রে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূর্য্য প্রতিবিম্ব ; জল কম্পনে প্রতীতি জন্মায় যে আকাশস্থ সূর্য্যও কম্পিত হইতেছে। এ বন্ধন পারমার্থিক বন্ধন নহে কেননা তিনি "শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয়! ন করোতি ন লিপ্যতে"। প্রকৃতি যখন অব্যক্ত থাকে তখন তিনটী গুণের সাম্যাবস্থা। পুরুষসন্নিধানে তিনটী গুণ পৃথক হইয়া তিনটী রজ্জুর মত যেন পুরুষকে বন্ধন করে এবং চালিত করে]॥

তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশক মনাময়ম্।

সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥৬

তন্মধ্যে সত্ত্বগুণের বন্ধন প্রকার এইরূপ। সত্ত্বগুণ নির্ম্মল স্বচ্ছ স্ফটিকবৎ। সব কিছু প্রকাশ করে। এই গুণ শান্ত নিরুপদ্রব (অনাময়)। তাহার কার্য্য দ্বারা ক্ষেত্রজ্ঞকে সুখসঙ্গ ও জ্ঞানসঙ্গে বন্ধন করে। ফলে তিনি অভিমান করেন আমি সুখী, আমি জ্ঞানী॥ [আময় = দুঃখ, অস্বস্থতা]॥

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।

তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্ ॥৭

রজোগুণ রাঙিয়ে দেয়, এবং তৃষ্ণা ও আসক্তি হইতেই সঞ্জাত। অপ্রাপ্ত বস্তুতে অভিলাষকে তৃষ্ণা বলা হয়। প্রাপ্ত বিষয়ে প্রীতিবিশেষে আসক্তি বা আঁকড়িয়া ধরা) সঙ্গ। দৃষ্ট এবং পারলৌকিক বিষয়ে কর্ম্মে বন্ধন করে অর্থাৎ কর্ম্মে আসক্তি তৃষ্ণা ও সঙ্গ হইতেই জন্মে॥

তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।

প্রমাদালস্যনিদ্রাভি স্তন্নিবধ্নাতি ভারত ॥৮

আবরণ শক্তি প্রধান প্রকৃতির অংশ হইতে উদ্ভূত. অজ্ঞানজাত তমোগুণ সকল দেহীর ভ্রান্তি উৎপাদন করায়। তাহার বন্ধন প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রা দ্বারা॥ [প্রমাদ—অনবধানতা; আলস্য—অনুদ্যম; নিদ্রা—চিত্তের অবসাদ বা লয়]॥

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত।

জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥৯

দুঃখ শোকাদি কারণ থাকিলেও, সত্ত্বগুণ দেহীকে সুখাভিমুখী করে; সেইরূপ সুখকারণ থাকিলেও রজঃ কর্ম্মে সংশ্লিষ্ট করে; মহৎ সঙ্গে থাকিলেও তমোগুণ জ্ঞান আচ্ছাদিত করিয়া প্রমাদে অভিমুখ করায় (যত কিছু সদুপদেশ দেওয়া হোক্না কেন, মানুষ অবহিত হয় না, আলস্যপরবশ হয়)॥

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।

রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা ॥১০

সত্ত্বগুণ রজঃ ও তমঃকে অভিভূত করিয়া প্রধান হইতে পারে। যদিও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাণীমাত্রেরই তিনটি গুণ সর্ব্বদাই থাকে, কোনটী কখনও প্রধান কখনও অপ্রধান হইতে পারে। এইরূপে রজঃ বা তমঃ, অপর দুইটী গুণকে গৌণভাবে রাখিয়া মুখ্য গুণ হইয়া দাঁড়াইতে পারে॥

সর্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাৎ বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥১১

সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি পাইলে ভোগায়তন দেহে শ্রোত্রাদি সর্ব্ব ইন্দ্রিয় দ্বারে প্রকাশ উপজাত হয়। এই প্রকাশ দীপবৎ, আবরণ অপসৃত করিয়া বস্তু সকলকে জ্ঞাত করায়। চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি যে কোন প্রকার ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যখন কোনও কোন বিষয়ের জ্ঞান বা একাগ্রতম উপলব্ধি হইতে থাকে, তখনই বুঝিতে হইবে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে॥

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥ ১২

রজোবৃদ্ধিতে লোভ, কর্ম্মে প্রবৃত্তি ও উদ্যম, অপ্রাপ্ত বস্তু পাইতে তীব্র আকাঙ্ক্ষা, অশান্তি আবির্ভূত হয়॥

অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥ ১৩

তমোগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে, বিবেক ভ্রংশ, কর্ম্মে অপ্রবৃত্তি, ভ্রান্তি ও অনবধানতা উৎপাদন করে॥

যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকান্ অমলান্ প্রতিপদ্যতে ॥
রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে ॥
কর্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্মলং ফলম্।
রজসস্তু ফলং দুঃখং অজ্ঞানং তমসঃ ফলম্ ॥ ১৪।১৬

সত্ত্বগুণের উদ্রিক্তাবস্থায় যদি জীবের মৃত্যু হয়, প্রকাশময় লোক প্রাপ্তি হয়, রজোগুণ বৃদ্ধি কালে দেহান্তে কর্ম্মাসক্ত মনুষ্য যোনিতে জন্ম এবং মৃত্যুকালে তমোগুণপ্রধান্য থাকিলে পশু প্রভৃতির যোনিতে জন্ম হয়॥ সুকৃত অর্থাৎ সাত্ত্বিক কর্ম্মের ফল নির্ম্মল ও সুখ। (কপিলাদি মুনিগণ বলেন)। পাপ মিশ্রিত পুণ্যকর্ম্মের ফল যাহা রাজসিক কর্ম্ম হইতে হয়, তাহার ফলে দুঃখ মিশ্রিত সুখ ভোগ। তামস কর্ম্মের পরিণামে কেবল অজ্ঞান বা মূঢ়ত্ব॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতো অজ্ঞান মেব চ॥ ১৭

সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান সঞ্জাত হয়. এবং সাত্ত্বিক কর্ম্মের ফল সুখ। রজঃ হইতে লোভ এবং রাজস কর্ম্মের ফল দুঃখ বলা হইয়াছে। তমোগুণের ফলে প্রমাদ, মোহ ও অজ্ঞান সমুত্থিত হইয়া থাকে॥

ঊর্দ্ধং গচ্ছতি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ॥ ১৮

সত্ত্বে অধিষ্ঠিত সত্ত্ববৃত্তিপ্রধান জীব সত্ত্বোৎকর্ষের তারতম্য বশে উত্তরোত্তর ঊর্দ্ধলোক (সত্যলোক পর্য্যন্ত) প্রাপ্ত হয়। রাজস ব্যক্তি তৃষ্ণাকুল হইয়া পুনরায় মনুষ্য লোকেই গতি পায়। নিকৃষ্ট তমোগুণের বৃত্তির(প্রমাদ মোহাদির) পরিণামে তামিস্র নরকাদি গতি॥

নান্যঃ গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি॥

গুণানেতান্ অতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈ র্বিমুক্তোঽমৃতং অশ্নুতে॥ ১৯।২০

এই গুণগুলি হইতে পুরুষ বা ক্ষেত্রজ্ঞের পার্থক্য জ্ঞানেই মোক্ষ, তাহাই বলিতেছেন। যখন বিবেকী দ্রষ্টা পুরুষ. বুদ্ধি আদিতে পরিণত গুণ গুলি হইতে অত্যন্ত বিলক্ষণ আত্মাকে, নিষ্ক্রিয় ত্রিগুণাতীত, বলিয়া সম্যগ্ দর্শন করেন, উপলব্ধি করেন আত্মা কখনও কোনও ক্রিয়া করেন না, তিনি মদ্ভাব বা ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন। দেহোৎপত্তির বীজভূত এই তিন গুণ অতিক্রম করিয়া জন্ম মৃত্যু ও জরাজনিত দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন॥

অর্জ্জুন উবাচ

কৈর্লিঙ্গৈ স্ত্রীন্ গুণান্ এতান্ অতীতো ভবতি প্রভো।
কিমাচারঃ কথং চৈতাং স্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্ততে॥ ২১

তখন অর্জ্জুনের স্বাভাবিকী জিজ্ঞাসা হইল—কি কি লক্ষণের দ্বারা (লিঙ্গ বা চিহ্ন) দেখিলে নিশ্চয় করিয়া বলা যায় 'ইনি তিনগুণই অতিক্রম করিয়াছেন,' তাঁহার আচরণ কিরূপ, হে প্রভো! বলুন॥

প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সম্প্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদাসীনবদাসীনো গুণৈ র্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥

সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীর স্তুল্যনিন্দাসংস্তুতিঃ ॥

মানাপমানয়ো স্তুল্য স্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥ ২২।২৫

শ্রীভগবান্ দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিতপ্রজ্ঞ লক্ষণ বিবৃত করিয়াছেন, অর্জ্জুনের প্রশ্নে প্রকারান্তরে সেই লক্ষণগুলিই বলিতেছেন। হে অর্জ্জুন! যিনি প্রকাশ প্রবৃত্তি বা মোহ, কোনও একটী স্বতঃ প্রবৃত্ত হইলে দ্বেষ করেন না। বলেন না বা মনে করেন না, হায়! তামসী প্রবৃত্তি আমাকে বিমূঢ় করিতে উদ্যত; বা রজোগুণ বৃদ্ধি পাইল, হয়ত আমাকে অভিভূত করিবে; কিংবা সাত্ত্বিকী প্রবৃত্তিতে আমি হেন সুখী, আমি যেন জ্ঞানী এমত অভিমান আমাকে আশ্রয় করিতে পারে। অপর পক্ষে এমন অভিলাষও জন্মায় না, যে গুণগুলি একেবারেই নিবৃত্ত হউক। ভাবার্থ এই যে, তিনটী গুণ প্রবৃত্তই হউক বা নিবৃত্তই হউক, ইহারা আমার কেহ নয়, আমার কিছুতে নাই, ইহারা আমা হইতে স্বতন্ত্র, ইহাদের আমি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করি। এই দেহের মধ্যে থাকিয়াও, গুণাতীত পুরুষ গুণগুলির কারণে কদাচ বিচলিত হন না। দেহে যাহা কিছু ঘটিতেছে, কার্য যাহাই কৃত হইতেছে সকলই গুণ কার্য্য, আমার কার্য্য নহে, বা আমার কিছুই নহে—এমত দৃঢ় প্রতীতিতে উদাসীনবৎ অবস্থান করেন, কোনও প্রকারেই ব্যাপৃত হন না (ন ঈঙ্গতে)—তিনি গুণাতীত পুরুষ। সুখ দুঃখে তাঁহার সমান জ্ঞান; তিনি স্বস্থ (আত্মবান্ বা অপ্রমাদী); ধীর; লোষ্ট্রখণ্ডে প্রস্তরে বা সুবর্ণে তুল্য জ্ঞান তাঁহার; প্রিয় বা অপ্রিয় যাহাই হউক, তাঁহার নিকট একরূপই। আত্মনিন্দা বা স্তুতিতে সমজ্ঞান করেন, যেমন মান অপমানে তাঁহার সমজ্ঞান, শত্রু বা মিত্রের প্রতি একই মনোভাব। তিনি যে কোনও কর্ম্মই আরম্ভ করুন না মুহূর্ত্তে পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত—তিনি গুণাতীত ॥

মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥২৬

গুণাতীত হইবার আর একটী মুখ্য কারণ আছে. সেই এক সম্পত্তির দ্বারাই গুণ অতিক্রম করা সাধ্য ও সহজ। যিনি অব্যভিচরিত ভাবে ভক্তিযোগে আমার সেবা করেন, সর্ব্বদা অহর্নিশি আমার চিন্তায় অতিবাহিত করেন, করেন তিনি ত্রিগুণাতীত হইয়া ব্রহ্মভাবের বা মোক্ষের যোগ্য হন (পরিশিষ্ট (৩৭) দ্রষ্টব্য) ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠা অহং অমৃতস্য অব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ॥২৭

তাহার একমাত্র কারণ, আমি ঈশ্বর, ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা ঘনীভূত প্রতিমা-বৎ (যেমন সূর্য্যমণ্ডলের ঘনীভূত প্রকাশ আছে)। আমি অমৃতের (মোক্ষের) এবং তাহার সাধন যে শাশ্বতধর্ম্ম এবং অখণ্ডিত সুখ—তাহারও প্রতিষ্ঠা কেননা আমি পরমানন্দ স্বরূপ [পরিশিষ্ট (৩৮) দ্রষ্টব্য] ! ইতি শিবম্।

গুণত্রয়বিভাগযোগ নামক চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ

বৈরাগ্য ব্যতীত জ্ঞান বা ভক্তি বিকশিত হয় না, তাহাই ভগবান্ পঞ্চদশ অধ্যায়ে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের শেষে বলিয়াছেন, যিনি অব্যভিচারী ভক্তির দ্বারা আমাকে সেবা করেন, আমার প্রসাদে তাঁহার ব্রহ্মভাব হয়।

(শ্রীভগবান্ উবাচ)

ঊর্দ্ধমূল মধঃশাখং অশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্যং পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥১

সংসারকে ব্রহ্মরূপক অলঙ্কারে বর্ণনা প্রসঙ্গে শ্রীভগবান্ বলিলেন, ক্ষর ও অক্ষর হইতে উৎকৃষ্ট যে পুরুষোত্তম, তিনিই সে বৃক্ষের মূল। চৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্ম হইতেই সংসার বৃক্ষটী বাহির হইয়াছে এই নিমিত্ত তিনিই ইহার মূল। গঙ্গা তরঙ্গের দ্বারা অর্দ্ধ সমুৎপাটিত অশ্বত্থ বৃক্ষের যেমন মূল ভাগ উর্দ্ধদেশে অবস্থিতি করে এবং শাখাগুলি নিম্নদেশে থাকে, এজন্যে বলিলেন, উর্দ্ধমূল ও অধঃ শাখ। প্রথমোৎপন্ন হিরণ্যগর্ভ সমষ্টিজীব হইতে স্তম্বাদি পর্য্যন্ত, যতকিছু কার্য্যরাশি, সকলেই সেই মূল হইতে ক্রমে ক্রমে বিস্তৃত ও প্রসৃত হইয়াছে এজন্য তাহাদের শাখা বলিয়া গণ্য করা যায়। ইহারা নিতান্ত বিকৃত অথবা জড়ভাবাপন্ন হইয়াছে; এজন্য অধঃস্থ বলা যায়। বেদাদি শাস্ত্র সকল, নানা প্রকার কর্ম্মকাণ্ডের ফলশ্রুতি প্রতিপাদন করে, সেগুলি যেন বৃক্ষের পত্র, এবং এই পত্রই বৃক্ষকে আচ্ছাদিত করে এবং বায়ু গ্রহণে বৃক্ষকে পোষণ করে। অর্থাৎ কর্ম্ম সমুহের দ্বারাই সংসার বৃক্ষের জীবনশক্তি সঞ্জীবিত থাকে। বেদাধ্যয়নের দ্বারা সংসার বৃক্ষকে যিনি জানেন, তিনিই প্রকৃত বেদার্থবিৎ ॥

অধশ্চোর্দ্ধং প্রসৃতাস্তস্য শাখা গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালা।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্তানি কর্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে ॥২

পূর্ব্বে যে অধোবিস্তৃত শাখাগুলির কথা বলা হইল, তন্মধ্যেও কতকগুলি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উর্দ্ধতর এবং কতকগুলি অধস্তন। জলসিঞ্চনে বৃক্ষশাখাগুলি যেমন বৃদ্ধি পায় বা পুষ্টি লাভ করে, এই জীবসমূহ শাখাগুলিও তদ্রূপ দেহেন্দ্রিয়াদির আকারে গুণত্রয় দ্বারা পরিপুষ্ট ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত। রূপ রস গন্ধাদি বিষয় (তন্মাত্র) সমূহ শাখাসমূহের পল্লব স্থানীয়। এই যে উচ্চ যোনি বা নীচ যোনি প্রাপ্ত হইয়াছে জীবগুলি, তাহাও তাহাদের কর্ম্মানুষ্ঠানের কারণে। বাসনা না থাকিলে কেহ কর্ম্ম করেনা. সংসারও থাকে না। বৈষয়িক সুখ বাসনাগুলি অধঃ প্রসৃত:। উচ্চ বাসনা, দৈবী বাসনা উর্দ্ধে প্রসারিত। বাসনাগুলিকে অবান্তর মূল বলিয়া কল্পনা করা যায়। মনুষ্যেরই কর্ম্মাধিকার আছে, নীচ যোনির নাই।

ন রূপ মস্যেহ তথোপলভ্যতে নান্তো ন চাদি র্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা।

অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলং অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েণ ছিত্ত্বা ॥

ততঃ পদং তৎপরিমার্গিতব্যং যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ।

তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী ॥৩-৪

এই বৃক্ষের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধিগম্য নহে; ইহার আদি নাই, ইহা অনাদি। অন্ত কোথায় তাহাও জানা যায় না। কি ভাবে যে অবস্থান করে তাহাও অবগত হওয়া যায় না। এই অনর্থকর দুশ্ছেদ্য সংসার বৃক্ষকে সুদৃঢ় বৈরাগ্যকুঠার দ্বারা ছেদন করিয়া তত্ত্বজ্ঞানান্বেষণে যতমান হইবে। এ বৃক্ষ অত্যন্ত বদ্ধমূল; অসঙ্গ (অর্থাৎ অহংভাব মমতা) ত্যাগরূপ দৃঢ়শস্ত্র দ্বারা সম্যক্ বিচারে উচ্ছেদ করা আবশ্যক। পরে উহার মূলীভূত বস্তু (বৈষ্ণবপদ) অন্বেষণ করিতে হইবে। সেই পদ প্রাপ্ত হইলে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না। সেই পদ (বা তিনি স্বয়ং) হইতেই এই চিরন্তনী সংসার প্রবৃত্তি বিস্তার লাভ করিয়াছে। আমি সেই আদি পুরুষের শরণ লইলাম, এরূপ একান্ত ভক্তিতে তাঁহার অনুসন্ধান প্রয়োজন ॥

নির্ম্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।

দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈ র্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥ ৫

তাঁহার প্রাপ্তির জন্য অন্যান্য সাধন বলিতেছেন। যাঁহাদের অহঙ্কার মিথ্যাভিনিবেশ একেবারে নাই, পুত্রাদিতে যাঁহারা আসক্তি জয় করিয়াছেন, সর্বদা পরমাত্মস্বরূপ আলোচনায় তৎপর, সুখদুঃখ শীত উষ্ণ প্রভৃতি দ্বন্দ্বগুলি হইতে যাঁহারা বিমুক্ত. বিষয় ভোগ কামনা বিশেষ রূপে নিবৃত্ত হইয়াছে, অবিদ্যা যাঁহাদের বারিত বা নিবৃত্ত, সেই অসংমূঢ়জন অব্যয় পদ প্রাপ্ত হন ॥

ন তদ্ ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।

যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্‌ধাম পরমং মম ॥ ৬

সেই গন্তব্য পদের বিশেষ বর্ণনা দিতেছেন। সে পদকে সূর্য্য চন্দ্র অগ্নি প্রকাশিত করিতে পারেনা। (শ্রুতিঃ—'ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নৈমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোহয়মগ্নিঃ॥ তমেব ভান্তং অনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি। যে পদ প্রাপ্ত হইলে যোগীদের পুনরাবর্ত্তন ঘটে না, তাহাই আমার ধাম বা পরমস্বরূপ॥

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃ ষষ্ঠাণীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি॥ ৭

তাহা হইলে সংসারী বাস্তবিক কাহারা, তাহাই পাঁচটী শ্লোকে দেখাইতেছেন। তাহারা পরমপদ প্রাপ্ত হয় না, আবার ফিরিয়া আসে। সুষুপ্তি ও প্রলয়ের পরেও প্রত্যাবর্ত্তন হয়। সংসারে যত জীব, সকলই আমার অংশবিশেষ সুতরাং সনাতন বা নিত্য তাহারা সুষুপ্তি বা প্রলয়ে প্রকৃতিতে লীন থাকে, পরে পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মন, (প্রাণ গুলিকেও তৎসহিত, যে গুলি জীবাত্মার উপাধি) আকর্ষণ করে। পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে, "অব্যক্তাৎ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্তি"। (বিদ্বান্ ব্রহ্মজ্ঞ কিন্তু শুদ্ধস্বরূপ প্রাপ্ত হওয়ায় আবর্ত্তিত হন না)॥ নিরংশ পরব্রহ্মের মায়ায় কল্পিত অংশ। সূর্য্য যেমন বিভিন্ন জলাশয়ে অংশবৎ বহুধা প্রতিবিম্বিত হয়, অথবা আকাশ ঘটে মঠে বিভিন্ন পরিচ্ছিন্নভাবে অংশবৎ প্রতীত হয়, সেইরূপে উপাধি পরিচ্ছেদ কারণে পরমাত্মার অংশ বলা হইয়াছে॥

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ॥ ৮

ইন্দ্রিয় ও মন ইত্যাদি আকর্ষণ করিয়া কি করেন? দেহাদির স্বামী ঈশ্বর যখন কর্মবশে শরীর পরিত্যাগ করিয়া শরীরান্তর গ্রহণ করেন অথবা এক শরীর পরিত্যাগ করেন (উৎক্রমণ করেন) তখন বায়ু যেমন পুষ্পাদি হইতে গন্ধ লইয়া যায়, সেইরূপ পূর্ব্বদেহ হইতে ইন্দ্রিয় সমুদয় গ্রহণ পূর্ব্বক গমন করেন॥

শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণ মেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ান্ উপসেবতে॥ ৯

এ গুলিকে লইয়া দেহান্তরে যাইবার উদ্দেশ্য কি? বাহেন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় মনে আশ্রয় করিয়া শব্দাদি বিষয় জীব উপভোগ করেন। (এই শরীরান্তর গ্রহণ বা ব্রহ্মপ্রাপ্তি যাহা ভাষায় ব্যবহৃত হয়, তাহা কোনও ক্রিয়া নহে, কেননা আত্মা নিষ্ক্রিয়। তাঁহার গতি বা প্রাপ্তি কিছুই নাই)। এই বিষয় ভোগ ও ইন্দ্রিয় মনের সহিত সম্বন্ধ মাত্র, তাহা জীবের ঔপচারিক ভোগ॥

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ॥ ১০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকলেই কিন্তু আত্মার এমত উৎক্রমণ বা দেহে অবস্থিতি, বিষয় ভোগ বা গুণ সম্বন্ধ দেখিতে পায় না। তাহারা অবিদ্যাচ্ছন্ন ব্যক্তি। শুধু জ্ঞান চক্ষুর দ্বারা মহাত্মগণ এমত জীবের বিভিন্ন অবস্থা দেখিতে পারেন ॥

যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্ ।
যতন্তো অপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ॥১১

বিবেকীগণের মধ্যে যাঁহারা বিশেষ যত্নপরায়ণ, তাঁহারাই দেখিতে পান। শাস্ত্রাভ্যাসে যত্ন যদিও থাকে তথাপি যাহাদের চিত্ত অসংস্কৃত, তপস্যাদি দ্বারা ইন্দ্রিয়বর্গ জিত নহে, তাহারা বহু যত্ন করিলেও আত্ম সন্দর্শন করিতে পারে না ॥

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্ ।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্ ॥ ১২

পূর্ব্বে একবার ধাম কিরূপ "ন তৎ ভাসয়তে সূর্য্যং" বাক্যে দেহাতিরিক্ত অবস্থা বুঝাইয়াছেন, এখন আবার বলিতেছেন, আদিত্যাদিতে যে অনেক প্রকার তেজঃ বিশ্ব প্রকাশিত করে, অর্জ্জুন জানিও তাহা আমারই তেজঃ ॥

গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা ।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ ॥ ১৩

আমি ওজঃ প্রভাবে পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়া ভূত সমূহকে ধারণ করি এবং রসাত্মক চন্দ্র হইয়া ব্রীহি ও ঔষধ সমূহের পুষ্টি সাধন করি ॥ (আমি ধারণ না করিলে, পৃথিবী ধূলি মুষ্টির মত ধ্বসিয়া পড়িত। সোম অর্থে সকল রসের আকর) ॥

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্ ॥ ১৪

আমিই জঠরাগ্নি, প্রাণিদেহে অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া, প্রাণ অপান শক্তির সহযোগে (দীপক বায়ু) চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য পেয় চতুর্ব্বিধ ভক্ষ্য পরিপাক করি, জানিবে ॥ [শ্রুতিঃ—"অয়মগ্নিঃ বৈশ্বানরো যোঽয়মন্তঃপুরুষে যেন ইদং অন্নং পচ্যতে"] ॥

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানং অপোহনঞ্চ ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃৎ বেদবিদেব চাহম্ ॥১৫

সকল প্রাণিজাতের হৃদয়ে (বুদ্ধিতে) অন্তর্য্যামীরূপে প্রবিষ্ট আছি এই সকল প্রাণীর স্মৃতি এবং প্রকৃত জ্ঞান যাহা হয়, পাপানুষ্ঠানে বিপরীত জ্ঞানও যে হয়, সে সকলই আমা হইতে। ঋক্ যজুঃ প্রভৃতি বেদ আমারই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই অবস্থা প্রতিপাদন করে। আমা হইতেই বেদ ও বেদান্তাদি প্রকাশিত হইয়াছে; আমিই বেদের তত্ত্বজ্ঞ॥ [পরিশিষ্ট (৩৮) দ্রষ্টব্য]॥

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।

ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥ ১৬

স্বকীয় সর্ব্বোত্তমত্ব প্রদর্শন করিতেছেন—লোকে প্রসিদ্ধ দ্বিবিধ পুরুষ, ক্ষর ও অক্ষর। ক্ষর বলিতে বুঝায় ব্রহ্মা হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত সর্বভূত। অক্ষর পুরুষ শিলারাশি পর্ব্বতবৎ, দেহ নষ্ট হইলেও নির্বিকার ভাবে অবস্থান করেন, তিনি চেতন ও ভোক্তা॥ [ক্ষর-বিনাশী, কার্য্যরাশি পুরুষ। তাহাদের উৎপত্তি বীজ ভগবানের মায়াশক্তি, তাহাকেও পুরুষ বলা হইল এবং তাহা বিনাশ রহিত। তিনি কূটে অবস্থিত। কূটের অপর নাম বঞ্চনা; যথার্থ বস্তু আচ্ছাদন করিয়া অযথার্থ বস্তুর প্রকাশন। এই দুইটিই মায়ার যথাক্রমে আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তি। সেই কূটে অবস্থিত শক্তি রূপ কারণোপাধি, সংসারের বীজ। অদ্বৈত-মতে এই রূপ ব্যাখ্যা] (পরিশিষ্ট (৩৯) দ্রষ্টব্য)।

উত্তমঃ পুরুষ স্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।

যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥ ১৭

কিন্তু ইহাদের অপেক্ষাও বিলক্ষণ উত্তম পুরুষ; তিনিই চেতন, সকল ভূতের প্রত্যক্ চৈতন্য পরমাত্মা, বেদান্তে কীর্ত্তিত। ভূর্ভুবঃ স্বঃ প্রভৃতি সকল লোকে আবিষ্ট হইয়া, মায়াশক্তিতে অধিষ্ঠিত হইয়া, লোক সমূহকে সত্তা ও স্ফুরণে পোষণ করেন। স্বয়ং বিকার শূন্য, সকলের ঈশ্বর তিনিই পরমাত্মা। শ্রুতিঃ "সঃ উত্তমঃ পুরুষঃ"॥

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহং অক্ষরাদপি চোত্তমঃ।

অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥ ১৮

তিনি জড়বর্গ অতিক্রম করিয়াছেন, চেতন অক্ষর বর্গেরও উর্দ্ধে, সকলের নিয়ন্তা, এই জন্য লোকে ও বেদে তিনি পুরুষোত্তম বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছেন। শ্রুতিঃ "সর্বস্যায়মাত্মা সর্বস্য বশী সর্বস্যেশানঃ সর্বমিদং প্রশাস্তি"॥

যো মামেবং অসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।

স সর্ববিৎ ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত॥ ১৯

যিনি সর্বদা অসংমূঢ় হইয়া আমাকে এমত পুরুষোত্তম বলিয়া জানেন, হে ভারত! তিনি প্রেমলক্ষণ ভক্তিযোগে আমার সেবা করেন॥

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রং ইদং উক্তং ময়ানঘ।

এতদ্‌বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত॥ ২০

এই গুহ্যতম শাস্ত্র তোমাকে বলা হইল। বাস্তবিক এই অধ্যায়ে সমস্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীতাশাস্ত্রই সংক্ষেপতঃ উক্ত হইয়াছে. সকল বেদার্থ এখানেই এবং যিনি সেই বেদার্থ উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি বেদান্তকৃৎ বেদবিৎ পুরুষোত্তমকেও জানিবেন, তিনি সম্যগ্ জ্ঞানী হইয়া কৃতকৃত্য হইবেন, হে নিষ্পাপ অর্জ্জুন, তাহার আর কোনও কৃত্যান্তর থাকিবেনা। মনু স্মৃতিঃ "এতদ্ধি জন্মসামগ্র্যং ব্রাহ্মণস্য বিশেষতঃ; প্রাপ্যৈতৎ কৃতকৃত্যোহি দ্বিজো ভবতি নান্যথা"। ইতি শিবম্॥ পুরুষোত্তমযোগ পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ

পূর্ব্বাধ্যায়ের শেষে বলা হইয়াছে, "এতদ্বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত"। কাহারা এ তত্ত্ব উপলব্ধি করেনা, কাহারা করে; তত্ত্বজ্ঞানে অধিকারী ও অনধিকারীর পার্থক্য, এই অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে। অধিকারীর বিশিষ্ট গুণ গুলিই দৈবী সম্পৎ। এই সম্পৎ লক্ষ্য করিয়াই জাত ব্যক্তি ভাবী কল্যাণের অভিমুখী হয়॥

(শ্রীভগবান্ উবাচ)

অভয়ং সত্ত্বশুদ্ধিঃ জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়ঃ তপ আর্জ্জবম্॥
অহিংসা সত্যং অক্রোধঃ শান্তিঃ অপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্॥
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবী মভিজাতস্য ভারত॥১-৩

শ্রীভগবান্ বলিলেন, জাত ব্যক্তির দৈবী সম্পৎগুলি এই এই; যথা ভয়ের অভাব; চিত্তশুদ্ধি; আত্মজ্ঞানে সম্যগ্ নিষ্ঠা; দান; বাহ্যেন্দ্রিয় সংযম; দর্শ-পৌর্ণমাসাদি যজ্ঞ; শাস্ত্রাধ্যয়ন; শারীরাদি তপঃ, সরলতা; অহিংসা; সত্য-ভাষণ; অক্রোধ; উদারতা; চিত্তশান্তি; পরোক্ষে পরের দোষ প্রকাশ না করা; সর্ব্বভূতে দয়া; নির্লোভতা; অক্রূরতা; লোকলজ্জা; অচপলতা; তেজ; ক্ষমা; ধৈর্য্য; বাহ্যভ্যন্তর শুদ্ধি; অদ্রোহিতা, অতিমানিতাভাব—এই ২৬টী দৈবী সম্পৎ॥ শ্রুতিঃ "তং বিদ্যাকর্ম্মণী সমন্বারভতে পূর্ব্বপ্রজ্ঞা চ পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন"॥

দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্॥৪

আসুরী সম্পৎ (অসুরগণের বা রাক্ষসগণের) জাতব্যক্তির যাহা লক্ষিত হয়, যথা ধর্ম্মধ্বজিত্ব, দর্প, অভিমান, নিষ্ঠুরতা, ক্রোধ, অবিবেক ইত্যাদি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসুর গণের মধ্যে রজঃ প্রাধান্য এবং রাক্ষসগণের তমোপ্রাধান্য এই পার্থক্য, উভয়ই নিকৃষ্ট শ্রেণীর জীব ॥

দৈবী সম্পৎ বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা ।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব ॥৫

দৈবী সম্পৎ মোক্ষ লাভে যোগ্য, আসুরী রাক্ষসী সম্পৎ সংসার বন্ধনের কারণ। তুমি, অর্জ্জুন, চিন্তিত হইওনা, দৈবী সম্পৎ লইয়া জন্মিয়াছ। তোমার পূর্ব্বার্জিত কল্যাণ ও ভাবী কল্যাণ অধিকৃত ॥

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু ॥৬

জগতে সৃষ্টি দ্বিবিধ, দৈবী এবং আসুরী। দৈবী সম্পৎ বিস্তারে বলিয়াছি (স্থিতপ্রজ্ঞ বাক্যে)। এখন আসুরী সৃষ্টির কথা শ্রবণ কর ॥

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে ॥৭

অসুরস্বভাব ব্যক্তি, ধর্ম্মে প্রবৃত্তি বা অধর্ম্ম হইতে হইতে নিবৃত্তির বিষয় অবগত নহে। তাহাদের মধ্যে শৌচ নাই, আচার নাই, সত্য নাই [আচার = মনু প্রভৃতি যাহা বিধান করিয়াছেন] ॥

অসত্য মপ্রতিষ্ঠং তে জগৎ আহুঃ অনীশ্বরম্ ।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্ ॥

তাহারা জগৎ সৃষ্টি সম্বন্ধে শাস্ত্র মানেনা। বলে জগতে ধর্ম্মাধর্ম্ম ব্যবস্থা নাই (প্রতিষ্ঠা)। এমনকি তাহারা বলিয়া থাকে, সৃষ্টি শুধু কামপ্রবাহে মিথুনসম্ভূত।

এতাং দৃষ্টিং অবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ ॥৯

এই নিরীশ্বর লোকায়তিকদের দৃষ্টিতে মলিনচিত্ত জনেরা, অজ্ঞানাশ্রয়ে উগ্রকর্মা হয়; তাহারা জগতের অহিত ও ক্ষয়ের জন্যই জন্মায় ॥

কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমান মদান্বিতাঃ ।
মোহাৎ গৃহীত্বা অসৎগ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তে অশুচিব্রতাঃ ॥ ১০

তাহারা অতিশয় দাম্ভিক, মানমদান্বিত, দুষ্পূরণীয় অভিলাষে মোহপরবশ, নানা প্রকারে অসদুপায়ে অর্থ সংগ্রহে লালায়িত। অত্যন্ত অশুচি ব্রত তাহারা (বামাচারী, মদ্য মাংস ব্রত তাদের) ॥ [অসদ্গ্রাহ—অশুভ নিশ্চয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুরাগ্রহ—এই মন্ত্রে কামিনী আকর্ষণ করিব, ধনলাভ করিব ইত্যাকার দুরাগ্রহ] ॥

চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলায়ান্তাং উপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদতি নিশ্চিতাঃ ॥
আশাপাশশতৈর্ব্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থং অন্যায়েন অর্থসঞ্চয়ান্ ॥ ১১।১২

আমরণ অপরিমেয় চিন্তা তাদের; তাদের পরমার্থই ধনার্জন, ধন-সংরক্ষণ ও বিষয় ভোগ। শত শত আশাপাশে বদ্ধ তাহারা, কাম ক্রোধের বশীভূত হইয়া কাম্য ভোগার্থে অন্যায় পূর্ব্বক অর্থ সঞ্চয় করিতে সর্বদা চেষ্টিত ॥

ইদমদ্য ময়া লব্ধং ইদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্ ॥
অসৌ ময়া হতঃ শত্রু র্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরো অহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী ॥
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যো অস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥
অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পততি নরকেঽশুচৌ ॥১৩।১৬

তাহাদের কিরূপ মনোরথ, কেন যে নরক প্রাপ্তি অনিবার্য্য, বুঝাইতেছেন। আজ এই মনোরথ পূর্ণ হইল, কাল আবার হইবে, এত ধন পাইয়াছি, আবার অর্থ হইবে। অমুক শত্রু নাশ করিয়াছি, অন্য শত্রু ও বিনাশ করিব। আমিই ঈশ্বর, আমি কৃতকৃত্য, কুলীন আমি, আমি ধনবান্। আমার সমান আর কে আছে? আমি যাগ করিব, দান করিব, আহ্লাদ করিব। অজ্ঞানে বিমোহিত বহুবিধ চিত্তবিভ্রম ও মোহজালে আচ্ছন্ন, কামভোগে আসক্ত। তাহারা ঘোর অশুচি নরকে পতিত হয়॥

আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধাঃ ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈ স্তে দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ১৭

যজ্ঞ তারা করে বটে তাহা নাম মাত্র এবং অবিধি পূর্ব্বক। নিজেরাই তারা নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনে করে, অনম্র; ধনমানমদান্বিত এই আসুর গণ ॥

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষ্যন্তোঽভ্যসূয়কাঃ ॥ ১৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ অসূয়া আশ্রয়ে নিজদেহে ও পরদেহে স্থিত আমাকেই দ্বেষ করে তারা॥

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্য জস্রমশুভান্ আসুরীষ্বেব যোনিষু॥ ১৯

ঈদৃশ ক্রূরমনা, ঈশ্বর বিদ্বেষী, অশুভকারী নরাধমদিগকে আমি সর্বদা আসুর যোনি মধ্যে (সর্প ব্যাঘ্র হিংস্র যোনিতে) নিক্ষেপ করি॥

আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥ ২০

ঐ মূঢ়গণ জন্মে জন্মেই আসুর যোনি প্রাপ্ত হইয়া এবং আমাকে না পাইয়া, নানা প্রকার অধম গতি প্রাপ্ত হয়॥

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ॥ ২১

আসুর দোষ যতগুলি তন্মধ্যে সকল দোষের তিনটী মূল কাম, ক্রোধ ও লোভ। এই তিনটিকে নরকের দ্বার বলা যায়। সর্ব্বথা বর্জনীয় এই কাম ক্রোধ ও লোভ।

এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈ স্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয় স্ততো যাতি পরাং গতিম্॥ ২২

হে কৌন্তেয়! যিনি নরকের এই ত্রিবিধ দ্বার হইতে মুক্ত, তিনি নিজের কল্যাণ আচরণ করেন এবং তৎপরে পরমা গতি প্রাপ্ত হন॥

যঃ শাস্ত্রবিধি মুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥ ২৩

সে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়, সে সিদ্ধি (পুরুষার্থ লাভের যোগ্যতা বা অন্তঃকরণ শুদ্ধি), সুখী, উৎকৃষ্ট গতিলাভ করিতে পারে না॥

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্ত্তুং ইহার্হসি॥ ২৪

কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য অবধারণে একমাত্র শাস্ত্রই প্রমাণ। শাস্ত্রোক্ত বিধান অবগত হইয়া, শাস্ত্রোক্ত কর্মানুষ্ঠান কর্ত্তব্য সংসারে॥

ইতি শিবম্॥ দৈবাসুরসম্পৎ বিভাগ যোগ ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ

অর্জ্জুন উবাচ

যে শাস্ত্রবিধি মুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বং আহো রজস্তমঃ ॥১

শাস্ত্রবিধি উৎসৃষ্ট করিয়া স্বেচ্ছাচারে বর্ত্তমান ব্যক্তির জ্ঞানে অধিকার নাই বলা হইয়াছে কিন্তু যিনি দুঃখ বুদ্ধি আলস্য বশে অনাদর করেন, কেবল মাত্র আচারই প্রমাণ জ্ঞান করিয়া, বৃদ্ধ ব্যবহারে অর্থাৎ লোকে করিয়া আসিতেছে, এই বিবেচনায় যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেন, অথচ শ্রদ্ধান্বিত, তাহাদের স্থিতি বা নিষ্ঠা কিরূপ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃনু ॥ ২

উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিলেন, শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞানে প্রবর্ত্তিত জনের পরমেশ্বর-সেবা একই রকম, তাহা সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধায় কৃত। যাহারা লোকাচার মাত্র অনুবর্ত্তন করে, তাদৃশ ব্যক্তির শ্রদ্ধা ত্রিবিধা—সাত্ত্বিকী, রাজসী এবং তামসী। শাস্ত্র জন্য বিবেক জ্ঞানে পূর্ব্বসংস্কার জাত স্বভাবজা সহজাত শ্রদ্ধাকে অন্যথা করিতে পারে না, কেননা শ্রদ্ধা যে ত্রিবিধ হয় তাহাও পূর্ব্ব স্বভাব হেতু ॥

সত্ত্বানুরূপা সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষঃ যো যচ্ছুদ্ধঃ স এব সঃ ॥ ৩

অন্তঃ করণ প্রকাশশীল, এজন্য সত্ত্ব বলা হয়। শ্রদ্ধাও যে স্বত্ত্বাবশে উপজাত হয়, তাহা সেই মানুষের অন্তঃকরণের অনুরূপ। সত্ত্ব প্রধান অন্তঃ-করণ যাঁর, তাঁর সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা। এই রূপেই শ্রদ্ধাও রাজসী তামসী হয় অন্তঃ-করণের গুণ প্রধান্য হেতু। ফলতঃ মানুষ শ্রদ্ধাপ্রায়। যে গুণে যাহার অনুরাগ বা সঙ্গ, তাহার শ্রদ্ধাও তদনুরূপ, এবং রাজসী শ্রদ্ধা বা তামসী শ্রদ্ধা শ্রদ্ধাপর্য্যায় ভুক্ত ॥

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাং শ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ ॥ ৪

সাত্ত্বিক ব্যক্তি দেবগণের, রজঃপ্রকৃতি যাদের তাহারা যক্ষরাক্ষসের এবং তামসলোক ভূতপ্রেতের যাগ করিয়া থাকে। পূজায় রুচি দেখিয়া কার কেমন শ্রদ্ধা, জানা যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ ॥
কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রাম মচেতসঃ।
মাঞ্চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্ ॥ ৫।৬

আসুর ও রাক্ষসে ভেদ বিশেষ নাই; রাক্ষসেরা তমোপ্রধান রজোগুণান্বিত, অসুরের তমোগুণের সহিত রজঃপ্রাধান্য। তাহারা উভয়েই ভয়ঙ্কর তপস্যায় ইচ্ছুক কেননা তাহারা দম্ভ অহঙ্কার যুক্ত, কাম রাগ বলে অন্বিত। (যক্ষ-কুবেরাদি; রক্ষ—নির্ঋতি প্রভৃতি; প্রেত-উল্কামুখ, পূতনা প্রভৃতি; ভূতগণ সপ্তমাতৃকাদি)। (বল-অত্যুগ্র দুঃখ সহনে সামর্থ্য)॥ তাহারা শরীরকে ক্লেশ দান করতঃ সঙ্গে সঙ্গে আমি যে ভোক্তৃরূপে দেহ মধ্যে আছি, আমাকেই কৃশ করিয়া থাকে। তাহারা নিশ্চই ক্রূর, আসুরস্বভাবাপন্ন॥

আহারস্ত্বপি সর্ব্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃনু ॥ ৭

সাত্ত্বিকাদি ভেদে আহার যজ্ঞ, তপঃ, দান ও ত্রিবিধ। তাহার সম্বন্ধে বলিতেছি॥

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ ৮

সাত্ত্বিক জনের প্রিয় আহারে, আয়ুঃ (জীবন), উৎসাহ, শান্তি, রোগরাহিত্য, চিত্তপ্রসাদ এবং রুচি বিশেষ ভাবে বর্দ্ধিত হয়। সে আহার রস ও স্নেহ যুক্ত, শরীরে সারাংশে দীর্ঘকাল স্থায়ী, দৃষ্টি মাত্রেই হৃদয়গ্রাহী॥

কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥ ৯

অতি কটু (নিম্বাদি); অতি তীক্ষ্ণ (মরিচাদি); অতি রুক্ষ স্নেহশূন্য (কঙ্গুক দ্রব্য প্রভৃতি); অতি বিদাহী (সর্ষপাদি); রাজসগণের এরূপ আহার তাহাদের অভিলষিত, তাহা দুঃখ শোক ও রোগপ্রদ॥

যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতং চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥ ১০

রন্ধনের পরে যে পথ্যের এক প্রহর অতীত হইয়াছে (যাতযাম); শুষ্ক; দুর্গন্ধযুক্ত; বাসি; উচ্ছিষ্ট, অশুচি বা অমেধ্য আহার তামস জনের প্রিয়॥

অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ ॥ ১১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য সাত্ত্বিক জন একাগ্রচিত্তে, অবশ্য কর্ত্তব্য জ্ঞানে যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাহাই সাত্ত্বিক যজ্ঞ ॥

অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ১২

ফল কামনার বশবর্ত্তী হইয়া কিংবা যশোলিপ্সায় যে যজ্ঞ ইষ্ট হয়, হে ভরত শ্রেষ্ঠ ! তাহা রাজসিক যজ্ঞ ॥

বিধিহীনং অসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীন মদক্ষিণম্ ।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥ ১৩

যে যজ্ঞ বিধিহীন, অন্নদানবিহীন, মন্ত্রবিহীন, যাহাতে উপযুক্ত দক্ষিণা দত্ত হয় না, শ্রদ্ধাদিরহিত ভাবে অনুষ্ঠিত, তাহা তামস যজ্ঞ ॥

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্ ।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥ ১৪

শারীরাদি ভেদে তপস্যাও ত্রিবিধ । শারীরিক তপঃ যথা, দেব দ্বিজ গুরু ও প্রাজ্ঞ জনের পূজা, শুচিতা, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা ॥

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনঞ্চৈব বাঙ্‌ময়ং তপ উচ্যতে ॥ ১৫

অনুদ্বেগকর, সত্য এবং হিতবাক্য প্রয়োগ, বেদ প্রণবাদির অভ্যাসকে বাচিক তপঃ বলা হয় ।

মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতৎ তপো মানস মুচ্যতে ॥ ১৬

চিত্তের প্রসন্নতা বা অব্যাকুলতা, অক্রূরতা, মৌন, বিষয়প্রত্যাহার, অকপট ব্যবহার—মানসিক তপঃ ॥

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধৈঃ নরৈঃ ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভি র্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে ॥১৭

যাঁহারা ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জনে পরম শ্রদ্ধা সহকারে উক্ত ত্রিবিধ তপস্যার অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের তপস্যা সাত্ত্বিক ॥

সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্ ॥ ১৮

যাঁহারা মনুষ্য সমাজে সৎকার সম্মান ও পূজাদি লাভের নিমিত্ত দম্ভভরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তপস্যায় রত হয়, সেই পারত্রিকফলশূন্য তপস্যা রাজসিক; তাহা ক্ষণিক ও অধ্রুব।

মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামস মুদাহৃতম্ ॥ ১৯

অতিশয় অবিবেক কৃত, পরকে উৎসাদিত করিবার নিমিত্ত (অভিচাররূপ) বা আত্মপীড়া সহকারে সম্পাদিত তপস্যা তামস ॥

দাতব্যং ইতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্বিকং স্মৃতম্ ॥ ২০

দানের বিবরণ—নিশ্চিত দান করিতে হইবে এই বিবেচনায় (কেবল দাতব্য জ্ঞানে), দেশকাল পাত্র বিবেচনা করিয়া, অনুপকারী ব্যক্তিকে যে দান, তাহা সাত্বিক ॥

যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ২১

প্রত্যুপকার প্রত্যাশায় বা স্বর্গাদির উদ্দেশ্যে, মনঃ কষ্ট সহকারে (হায় এতটা গেল! এই মনোভাবে), যাহাতে পশ্চাৎ তাপ হয়, এমন দান রাজসিক ॥

অদেশকালে যদ্দানং অপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতং অবজ্ঞাতং তৎ তামসং উদাহৃতম্ ॥ ২২

দেশকাল পাত্রাদির বিচার না করিয়া, অসৎকারে অবজ্ঞা সহকারে তামস দান ॥

ওঁতৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥
তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥ ২৩-২৪

যজ্ঞ তপঃ জ্ঞানাদির সাত্বিকত্ব কিরূপে উপপন্ন হয় প্রদর্শন করিতেছেন। ব্রহ্মের নাম তিনটী, ওঁ, তৎ ও সৎ। প্রজাপতি যখন ব্রাহ্মণ যজ্ঞ ও বেদ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এই তিনটী নাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন। এই জন্য যাঁহারা ব্রহ্মবাদী তাঁহারা ওঙ্কারের উচ্চারণ করিয়া যজ্ঞ দান ও তপস্যাদি বিহিত ক্রিয়ার সর্বদা অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন ॥

তৎ ইত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥ ২৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ 'তৎ' শব্দের উচ্চারণে, ফলে অভিসন্ধি ত্যাগ করিয়া, বিবিধ তপঃ যজ্ঞ দান ক্রিয়া সম্পাদন করেন ॥

সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে ॥
যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥ ২৬-২৭

সৎশব্দের প্রয়োগ হয়, অস্তিত্ব অর্থে ও সাধুত্ব অর্থে। যজ্ঞদান তপস্যার নিষ্ঠা বা স্থিতি বুঝাইতে 'সৎ' ব্যবহৃত হয়। কেবলমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানে অনুকূল যে ক্রিয়া তাহাকেও 'সৎ' বলা হয়। ব্রহ্মের অস্তিত্বের কখনও ব্যভিচার হয় না। 'সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ'। সমাহিত অন্তঃকরণে ওঁ তৎ, সৎ, এই ত্রিবিধ ব্রহ্ম নাম উচ্চারণ করিলেই, সমস্ত কর্ম সম্পূর্ণ হইতে পারে ॥

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥ ২৮

যে যজ্ঞ, যে দান, যে তপস্যা অশ্রদ্ধা পূর্ব্বক কৃত হয়, তাহাই 'অসৎ'। তেমন কার্য্যে ইহকালে কোন ফল সাধিত হয় না, পরকালেও সেগুলি ফল দায়ক হয় না। অতএব হে অর্জ্জুন! তোমার যেন তেমন মতি না হয় ॥

ইতি শিবম্

শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ

পরমার্থ নির্ণয়ের জন্য ন্যাস ও ত্যাগ বিভাগ দ্বারা সর্ব গীতার্থ স্পষ্টরূপে অষ্টাদশ অধ্যায়ে সংগৃহীত হইয়াছে। একবার ভগবান্ বলিয়াছেন, 'সংন্যাস যোগ যুক্তাত্মা' হও, আবার ফল মাত্র ত্যাগ দ্বারা কর্মানুষ্ঠানের উপদেশ করিয়াছেন। ইহারা কি পরাপর বিরুদ্ধ? অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন—

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিসূদন ॥ ১

সন্ন্যাস ও ত্যাগের পৃথক্ পৃথক্ তত্ত্ব জানিতে আমি ইচ্ছুক ॥ [হৃষীকেশ-সকল ইন্দ্রিয়ের নিয়ামক; কেশিনিস্দূন—কেশীনাম দৈত্যের মুখবিবরে বাম বাহু (সম্বোধনে মহাবাহো!) প্রবেশ করাইয়া তাহাকে বিদারিত করেন) ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীভগবান্ উবাচ

কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়োঃ বিদুঃ।

সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥ ২

ভগবান্ বলিলেন, সন্ন্যাসে ও ত্যাগে বাস্তবিক পার্থক্য নাই। পণ্ডিতগণ কাম্য কর্ম্মের পরিত্যাগ করাকে 'সন্ন্যাস' আখ্যা দিয়াছেন। সকল কর্ম্মের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগকেই 'ত্যাগ' বলা হয়॥ [কর্ম্মত্যাগ গীতায় উপদিষ্ট, ফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগকেই 'ত্যাগ' বলিয়াছেন, পূর্ব্বাপর গীতায় ত্যাগেরই উপদেশ। কর্ম্ম মনুষ্য ত্যাগ করেনা বা করিতেও পারেনা। যোগবাশিষ্ঠ "ন কর্ম্মাণি ত্যজেৎ যোগী কর্ম্মভি স্তজ্যতেহসৌ"। শ্রুতিও "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমা"। শ্রীমদ্ভাগবতে "তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্নজায়তে"॥ যাঁহারা অবিদ্বান্, জ্ঞানী নহেন, তাঁহাদের পক্ষে ত্যাগ শব্দের অর্থ ফলত্যাগ মাত্র, কর্ম্ম ত্যাগ নহে]॥

ত্যাজ্যং দোষবৎ ইত্যেকে কর্ম প্রাহুর্ম্মনীষিণঃ।

যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে ॥ ৩

এই ত্যাগ বা সন্ন্যাস বিষয়ে ঋষিগণের মতদ্বৈধ যাহা আপাততঃ দৃষ্ট হয় তাহাতেও বিরোধ নাই। সাংখ্যদৃষ্টিতে, রাগ বা দ্বেষ আছে বিচারে, সকল কর্ম্মই ত্যাজ্য। অপর মনীষিগণ মনে করেন, যজ্ঞ দান তপঃ কর্ম্ম কদাপি ত্যাজ্য নহে॥

নিশ্চয়ং শৃনু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম।

ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৪

আমার মত কি শোন। তৎপুর্ব্বে বলিতে চাহি, ত্যাগও ত্রিবিধ, সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক॥

যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।

যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥ ৫

যজ্ঞ দান তপঃ কর্ম্ম কর্ত্তব্য। সেগুলি চিত্তশুদ্ধিকর॥

এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।

কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মত মুত্তমম্ ॥ ৬

তবে আমার নিশ্চিত মত এই যে, এই কর্ম্মগুলিও আসক্তি এবং ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জনে করিতে হইবে। চিত্তশুদ্ধিকর কর্ম্ম তখনই হয়, যখন আমি করিতেছি এই অভিনিবেশ থাকেনা, কেবল ঈশ্বরাধীন হইয়াই করিতেছি, ফলে আমার আকাঙ্ক্ষা নাই॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাৎ তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৭

নিত্যকর্ম্মের (যাহা প্রতিদিনই করিতে হইবে এবং তাহা নিয়ত বা নিয়ন্ত্রিত সর্ব্বথা সন্ন্যাস কদাপি যুক্তিযুক্ত নহে। মোহবশতঃ কর্ম্মত্যাগই তামস ত্যাগ কেননা তমোগুণের কার্য্যই মোহ॥

দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম কায়ক্লেশভয়াৎ ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভতে ॥ ৮

যাহারা কায়ক্লেশ ও অর্থব্যয়াদির ভয়ে, বা আয়াস সাধ্য মনে করিয়া কর্ম্মত্যাগ করে, সে ত্যাগ 'রাজস'; তাহাতে ত্যাগের যে ফল তাহা অর্শায় না॥

কার্যমিত্যেব যৎ কর্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ ॥ ৯

হে অর্জ্জুন! আসক্তি ও কর্ম্মফল পরিত্যাগ করিয়া, কর্ত্তব্য বোধে যে কর্ম্মানুষ্ঠান, তাদৃশ ত্যাগ 'সাত্ত্বিক'॥

ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম কুশলে নানুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ১০

সাত্ত্বিক ত্যাগীর লক্ষণ এই যে তিনি সর্ব্বদা সত্ত্ব (আত্মানাত্ম বিবেকজ্ঞান) দ্বারা ব্যাপ্ত বা সংযুক্ত; তাঁহার সংশয় বা দৈহিক সুখ দুঃখাদির জন্য মিথ্যা জ্ঞান, ছিন্ন হইয়াছে। তিনি কখনও অকুশল কর্ম্মকে (যেমন শীতকালে প্রাতঃ স্নান) দ্বেষ করেন না; কুশল কর্ম্মেও (উদাহরণ স্বরূপ গ্রীষ্মে মধ্যাহ্ন স্নান) অনুরাগ তাঁহার নাই॥ (সত্ত্বসমাবিষ্ট—জ্ঞানপ্রতিবন্ধক রজস্তমো-মলারাহিত্যরূপ সংস্কার দ্বারা সংস্কৃতান্তঃকরণ যাঁহার; তাহা সম্ভব হয় ভগবদর্পিত নিত্য কর্ম্মানুষ্ঠানের কারণে পাপ মল যখন বিদূরিত হয়)॥

ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥ ১১

দেহাভিমানী ব্যক্তির পক্ষে নিঃশেষে সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করা সম্ভব নহে। কিন্তু যিনি কর্মের ফল ত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহাকেই 'ত্যাগী' বলা হয়॥

অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্মণঃ ফলম্।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ ॥ ১২

কর্ম্মের ফল ত্রিবিধ অনিষ্ট, ইষ্ট ও মিশ্র। এই তিন ফল পরলোকে প্রাপ্ত হয় তাহারাই, যাহারা ফলাভিলাষ ত্যাগ করিতে পারেনা। কিন্তু সন্ন্যাসীদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

[অনিষ্ট (নরক জনক,) ইষ্ট পরলোকে দেবত্ব, মিশ্র মনুষ্যত্ব,] এ সকল ফল অর্শায় না॥ (ত্যাগ ও সন্ন্যাস যে সমপর্য্যায় ভূক্ত, এই শ্লোকে তাহা স্পষ্টতঃই বলিলেন)॥

পঞ্চৈমানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ব্বকর্ম্মণাম্॥ ১৩

হে মহাবাহো! সকল কর্ম্ম সিদ্ধির নিমিত্ত বেদান্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে যে পাঁচ প্রকার কারণ নিরূপিত, তাহা আমার নিকট জ্ঞাত হও॥ [সাংখ্য অর্থে—যাহাতে সম্যক্ খ্যাপিত বা বিজ্ঞাপিত হয় অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান; সংখ্যা বা গণনা কাপিল শাস্ত্রে বর্ণিত,—এমত বাখ্যাও হয়; কৃতান্ত=যাহাতে নির্ণয় বা অন্ত করা হইয়াছে। জ্ঞান উৎপন্ন হইলে কর্ম্মের অন্ত হয়, তাহা সাংখ্য ও অদ্বৈতবেদান্তেও নিরূপিত]।

অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্‌চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্॥ ১৪

সে পাঁচটি কারণ যথাক্রমে অধিষ্ঠান বা শরীর, কর্ত্তা বা অহঙ্কার; (আমি করিতেছি এমত ভাব); অনেক প্রকার চক্ষুঃ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় বা করণ; বিবিধ চেষ্টা (আর্ষদর্শনে চেষ্টা প্রাণের ক্রিয়া বলিয়া স্বীকৃত হয়); দৈব অর্থাৎ অদৃষ্টকারণ, যাহার উপর মনুষের হাত নাই অথবা অনুগ্রাহক দেবতাগণ॥

শরীর বাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ॥ ১৫

শরীর বাক্য মন দ্বারা যে কর্ম্মই নিষ্পন্ন হয়, ন্যায্য বা অন্যায্য, সমস্তই এই পাঁচটি কারণ হইতেই হয়॥

তত্রৈবং সতি কর্ত্তারং আত্মানং কেবলন্তু যঃ।
পশ্যত্যবুদ্ধিত্বাৎ ন স পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ॥ ১৬

ইহারাই যদি বাস্তবিক কার্য্য সম্পাদন করায়, তাহা হইলে সমস্ত ক্রিয়া-গুণবিরহিত, নিত্য, বুদ্ধ, শুদ্ধ, মুক্তস্বভাব আত্মাকে যে ব্যক্তি 'কর্ত্তা' মনে করে, সে নিতান্তই দুর্ম্মতি। এমত ভ্রান্ত দর্শন শুধু অভ্যাস জনিত সংস্কারের অভাবেই হয়॥

যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধি র্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমান্ লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥১৭

যিনি নিজেকে কর্ত্তা বলিয়া মনে করেন না, (অহঙ্কৃত ভাব যাঁহার নাই) যাঁহার বুদ্ধি আত্মার অকর্ত্তৃত্ব জ্ঞান বিনিশ্চয় করিয়াছে এবং কদাপি বিচলিত হয়না, তিনি দেহেন্দ্রিয়াদির দ্বারা প্রাণী হনন করিলেও, হত্যা করেন না এবং পাপের দ্বারা বদ্ধও হন না। [শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয়। ন করোতি ন লিপ্যতে]॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্মচোদনা।

করণং কর্ম কর্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কর্মসংগ্রহঃ ॥১৮

এখন কর্ম্মসমূহের প্রবর্ত্তক কাহারা এবং ক্রিয়ার আশ্রয়ই বা কোন্‌গুলি, তাহা বলিতেছেন। ইহা প্রণিধান করিলে বুঝা যায় আত্মার অকর্তৃত্ব। ক্রিয়া প্রবৃত্তির মূলীভূত কারণ জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং পরিজ্ঞাতা। যিনি যে কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করুন না কেন, প্রথমে সে বস্তুটীকে জানিতে হইবে। সে জন্য জ্ঞান আবশ্যক। (ইহাই সাধারণ বুদ্ধিজ্ঞান বা বৃত্তিজ্ঞান)। চেতন অবস্থায় কর্ম্ম করিতে হয়, অন্তঃস্থিত চৈতন্যের সহিত কর্ম্মকর্তা ক্রিয়া করেন, তাহাকেই এখন পরিজ্ঞাতা বলা হইল। যে কার্য্যটী করিতে হইবে, সেইটিই জ্ঞেয়, তাহা ইষ্টই হউক বা না হউক, ক্রিয়া প্রবৃত্তির কারণ কিন্তু তাহা নিশ্চয়ই। কার্য্যনিষ্পন্ন করিতে হইলে ইন্দ্রিয়াদির আশ্রয়েই করিতে হয়, এই আশ্রয় বা সংগ্রহে করণ বা ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন। কর্ম্মই করিতে হইবে, তাহাও সংগ্রহ। তৃতীয়তঃ আমি বোধে কর্ম্ম না করিলে কর্ম্মই হইবেনা। যেখানে আমিত্ব বোধ নাই, অর্থাৎ কর্ত্তা নাই সেখানে কর্ম্মও নাই। আত্মজ্ঞান হইলে কার্য্য আর থাকেনা॥

জ্ঞানং কর্ম চ কর্ত্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।

প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবৎ শৃণু তান্যপি ॥১৯

এই জ্ঞান, কর্ম্ম ও কর্ত্তা সত্ত্বগুণাদি ভেদে ত্রিবিধ। (এ গুলির সকলই তিন গুণের মধ্যে কোননা কোন গুণের দ্বারা সংযুক্ত; ইহারা সকলেই অনাত্মক এবং ত্রিগুণাত্মক)। [গীতা এ গুলি সাংখ্যমতে বিশদভাবে বিবৃত করিতেছেন কেননা রজস্তমঃ স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া সাত্ত্বিক স্বভাব বাঞ্ছনীয়। পূর্ব্বে সত্ত্বগুণ অর্জনে যজ্ঞদান তপস্যার, তাহার অনেক কিছুই উপদেশ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে জীবের যে প্রকৃতি কারণে কর্ম্ম তাহাও কেমন করিয়া সত্ত্বগুণান্বিত হয়, তাহার নির্দ্দেশ করিতেছেন। গুণসংখ্যান—সাংখ্যশাস্ত্রে, গুণ এবং গৌণ ব্যাপারে কাপিল মতই সর্ব্বপ্রাচীন এবং প্রামাণিক]॥

সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবং অব্যয়ং ঈক্ষতে।

অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্‌ ॥২০

যে জ্ঞানদ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ভূতগণ মধ্যে এক, অভিন্নরূপে অবস্থিত, অব্যয় পরমাত্ম তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করা যায় তাহাই সাত্ত্বিক জ্ঞান। [এই জ্ঞানই সম্যগ্‌-জ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান, ইহাতে প্রপঞ্চের মিথ্যাও প্রত্যক্ষ হয়। দ্বৈতদর্শন রাজস তামস এবং সংসার কারণ]॥

পৃথক্‌ত্বেন তু যজ্‌জ্ঞানং নানাভাবান্‌ পৃথগ্বিধান্‌।

বেত্তি ভূতেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্‌ ॥২১

যে জ্ঞানে প্রতিদেহে ক্ষেত্রজ্ঞ পৃথক্‌ এবং সংখ্যায় অনেক, সুখী ও দুঃখী-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রূপে জ্ঞাত হয়, এই ভেদজ্ঞান বা পৃথকত্বজ্ঞান রাজস॥ [জানং বেত্তি, করণে কর্ত্তৃত্বোপচার। দৃষ্টান্ত, যেমন কাষ্ঠ পাক করিতেছে]॥

তত্তু কৃৎস্নবৎ একস্মিন্ কার্য্যে সক্তং অহৈতুকম্।

অতত্ত্বার্থবৎ অল্পঞ্চ তৎ তামসং উদাহৃতম্ ॥২২

তামস জ্ঞানে প্রতীতি হয়, একদেহে বা প্রতিমাদিতে পরিপূর্ণরূপে আত্মা অবস্থিত; এই জ্ঞানে প্রতিমাদিতে পরিপূর্ণ, অবলম্বনশূন্য, তুচ্ছ ও অল্পফলপ্রদ; এত ক্ষুদ্র যে কোনও বিষয়ের অভ্যন্তর প্রদেশ প্রকাশ করিতে পারেনা॥

নিয়তং সঙ্গরহিতং অরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।

অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩

ত্রিবিধকর্ম্ম বিবৃত করিতেছেন—নিয়ত বা নিত্যকর্ম্ম যাহার করণে কর্ত্তৃত্বাভিমান নাই, যাহা নিষ্কামকর্ম্মী করেন; তাহাতে রাগ (রাজ সম্মান লাভ হইবে এবম্বিধ চিন্তা) বা দ্বেষ, (যেমন এ কর্ম্মদ্বারা শত্রুকে পরাভূত করিব), আসক্তি বা ফলাকাঙ্ক্ষা থাকেনা॥

তত্তু কামেপ্সুনা কর্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।

ক্রিয়তে বহুলায়াসং তৎ রাজসমুদাহৃতম্ ॥২৪

ফলকামনায়, কর্ত্তৃত্বাহঙ্কারে, বহুলায়াসে যে কর্ম্ম কৃত হয় তাহা রাজস॥

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসাং অনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।

মোহাৎ আরভ্যতে কর্ম যৎ তৎ তামসমুদাহৃতম্ ॥২৫

তামস কর্ম্মে ভবিষ্যতে অশুভ ফল হইবে সে ভাবনা থাকেনা। শক্তি ক্ষয়, প্রাণিহিংসা, পরিজনাদির ক্ষতি বা অর্থ নাশের অপেক্ষা থাকেনা (মোহ-বশেই তামস কর্ম্ম কৃত হয়॥

মুক্তসঙ্গোঽহনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।

সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥২৬

কর্ত্তা ও ত্রিবিধ। তন্মধ্যে যিনি কর্ম্মে আসক্তি শূন্য, আমিই কর্ম্ম করিতেছি এমন স্বগুণশ্লাঘা যাঁহার নাই; নিশ্চিত করিব এমত বুদ্ধিতে সর্ব্বদা ধৈর্য্য-সহকারেই কর্ম্ম করেন, কদাচ শৈথিল্য দৃষ্ট হয় না, এমন কর্ত্তার কর্ম্মের সফলতায় বা বিফলতায় কোনই বিকার উৎপন্ন হয়না, তিনি সাত্ত্বিক কর্ত্তা।

রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্সুঃ লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।

হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজস পরিকীর্ত্তিতঃ ॥২৭

পুত্রাদিতে যার অনুরাগ, কর্ম্মফলে লিপ্সা, যে ব্যক্তি পর দ্রব্যে লোলুপ, পরপীড়ন স্বভাব যাহার, শৌচ বিহীন এমত রাজস কর্ত্তা লাভ ও অলাভে, হর্ষ ও শোকে আচ্ছন্ন হয়॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে ॥২৮

তামস কর্ত্তার স্বভাব এই যে সে সর্ব্বদা অনবহিত, প্রাকৃত (বিবেক-বিহীন), অনম্র, শঠ, পরকে অপমান করে (নৈষ্কৃতিক), অলস, উদ্যমহীন। সে ব্যক্তি সহসা বিষাদগ্রস্ত হয়, দীর্ঘসূত্রী (আজ যাহা করা যায় বলে, কাল করিব বা পরে করিব)।

বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু ।
প্রোচ্যমানং অশেষেণ পৃথক্‌ত্বেন ধনঞ্জয় ॥২৯

হে ধনঞ্জয়! গুণভেদে বুদ্ধি ও ধৈর্য্যেরও তিন প্রকার ভেদ আছে, আমি তাহা তোমাকে সম্যক্‌রূপে পৃথক্ পৃথক্ বিবৃত করিতেছি, তুমি তাহা শ্রবণ কর॥

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে ।
বন্ধং মোক্ষং যা বেত্তি বুদ্ধি সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥৩০

যে বুদ্ধি বৃত্তির দ্বারা দ্বারা লোকের ধর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়, অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি হয়, কোন্‌টী অনর্থ, কোন্‌টী তাহা নহে জানে লোকে; কিসে ভয় আছে বা নাই তাহা বুঝিতে পারে; বন্ধনই বা কিসে হয়, মোক্ষের কারণই বা কি, সেই বুদ্ধি সাত্ত্বিকী॥

যয়া ধর্মমধর্মঞ্চ কার্য্যঞ্চাকার্য্যমেব চ ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩১

যে বুদ্ধির দ্বারা ধর্ম অধর্ম, কার্য্য অকার্য্যাদি প্রকৃতরূপে না জানিয়া অন্যথা জ্ঞান জন্মায়, সর্বদা সংশয়ের সৃষ্টি হয়, সেই বুদ্ধি রাজসী॥

অধর্মং ধর্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা ।
সর্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩২

তামসী বুদ্ধি বিপরীতগ্রাহিণী। বুদ্ধি বা অন্তঃকরণ (বৃত্তিজাত জ্ঞান) যখন তমোগুণে অন্বিত হয়, তখন অধর্মকে ধর্ম বলিয়া বোধ হয়, অকার্য্য বিষয়কে লোকে কার্য্য মনে করে; বিপরীত ভাব প্রকাশিকা বুদ্ধি তামসী॥

ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৩৩

ধৃতি, যাহা ইন্দ্রিয়বর্গকে ধারণ করে, তাহা ত্রিবিধ। সাত্ত্বিকী ধারণা শক্তিবিশেষের দ্বারা মনঃ প্রাণ ইন্দ্রিয়াদি বিধৃত হয় অতি দৃঢ়ভাবে, বিষয়ান্তর ধারণা করিতে দেয় না। [এই দৃঢ় ধারণার ফলে মনঃ প্রাণ ইন্দ্রিয়াদি সমাহিত থাকে, উন্মার্গ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়]॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যয়া তু ধর্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জ্জুন।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩৪

যে ধারণার দ্বারা ফলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণের মনঃ, ধর্ম অর্থ কামের প্রতি আসক্ত হয় (মোক্ষের প্রতি নহে) তাহা রাজসী ধৃতি। (প্রসঙ্গ—কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ) ॥

যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্মেধাঃ ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী ॥৩৫

অবিবেচক পুরুষ, যাহার প্রভাবে স্বপ্ন ভয় শোক বিষাদ ও গর্ব্ব (নিজে মানী এমত গর্ব্ব) পরিত্যাগ করিতে পারে না, তাহা তামস ধৈর্য্য ॥

সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।
অভ্যাসাৎ রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছন্তি ॥ ৩৬

যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তং আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ ॥ ৩৭

সুখের ত্রিবিধ্য। বারবার অভ্যাসে, অনেক কষ্টেই যে সমাধি সুখের সম্ভোগ করিতে পারা যায়, কিন্তু বিষয় সুখের মত সত্ত্ব লাভ সম্ভব নহে; যে সুখ লাভে সমস্ত দুঃখের অবসান হয়, কিন্তু বিষয় সুখের মত ভোগকালে বা পরিণামে দুঃখ সৃষ্টি করেনা; আয়াসে অর্জ্জিত যে সুখ প্রথমে বিষবৎ, পরিণামে অমৃততুল্য; যাহা শুধু আত্মবিষয়া বুদ্ধির স্বচ্ছন্দতায় উত্থিত হয়—তাহাই সাত্ত্বিক সুখ॥ [অধিকাংশ ব্যাখ্যাতৃগণ দুইটী শ্লোক মিলাইয়া সাত্ত্বিক সুখ বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু এমন ব্যাখ্যাও হইতে পারে, সুখমাত্রই অধিগত হয় বারংবার অভ্যাসে, ফলে দুঃখের নিবৃত্তি হয়; সে নিবৃত্তি সাময়িক হউক বা দীর্ঘকাল স্থায়ী হউক। শেষোক্ত উপায়ে ব্যাখ্যা আচার্য্য শঙ্করের অভিপ্রেত] ॥

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাৎ যৎ তত্তগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ৩৮

বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয় সংযোগে রাজস সুখ উৎপন্ন হয়, তাহা প্রথমে অমৃতবৎ কিন্তু পরিণামে বিষতুল্য প্রতীত হয় ॥

যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ৩৯

আর এক প্রকার তথাকথিত সুখ তামস জনের বাঞ্ছনীয়, তাহা উত্থিত হয় নিদ্রা, আলস্য ও কর্ত্তব্য অনবধানতা হইতে। এই সুখ ভোগকালে এবং পরিণামে, আত্মার মোহকর ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাৎ ত্রিভির্গুণৈঃ ॥ ৪০

যাহা যাহা বলা হয় নাই, সে গুলিও সংগৃহীত করিয়া উপসংহারে বলিতেছেন, অধিক কি বলিব, পৃথিবীতে বা স্বর্গে এমন কোনও প্রাণিজাত বা অপ্রাণিজাত নাই, যাহা এই প্রকৃতির তিন গুণ হইতে মুক্ত ॥

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈঃ গুণৈঃ ॥ ৪১

সকল কিছু ক্রিয়া, কারক, ক্রিয়াফলই যখন ত্রিগুণাত্মক, নিখিল প্রাণিবর্গ তিন গুণের অধীন, এমন পরিস্থিতিতে মোক্ষ সম্ভব কি উপায়ে? তদুত্তরে বলিতেছেন, হে শত্রুতাপন! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য, শূদ্র, প্রত্যেকের কর্মনিচয় প্রবিভক্ত এবং পরস্পর বিভিন্ন, কেননা এই বর্ণবিভাগও হইয়াছে পূর্ব্বজন্মের সংস্কার হইতে। [তন্মধ্যে ব্রাহ্মণের সত্ত্বপ্রধান্য; ক্ষত্রিয়ের রজঃপ্রাধান্য সত্ত্ব গৌণ, বৈশ্যের গুণীভূত তমোগুণের সহিত রজঃপ্রাধান্য; শূদ্রের তমোগুণই প্রধান] ॥

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জব মেবচ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানং আস্তিক্যং ব্রহ্মকর্মস্বভাবজম্ ॥ ৪২

ব্রাহ্মণ বর্ণের স্বভাবজাত যাহা কার্য্য, বলিতেছেন. সেগুলি দৈবী সম্পৎ। যথা চিত্তের শান্ততা বা শম; বাহ্যেন্দ্রিয় নিগ্রহ (দম); শৌচ; ক্ষমা; ঋজুতা; শাস্ত্রীয় জ্ঞান; স্বানুভব; সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা বা আস্তিক্য ॥

শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্মস্বভাবজং ॥ ৪৩

ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজাত কর্ম পরাক্রম, তেজঃ, ধৈর্য্য; যুদ্ধে কুশলতা ও অপরাঙ্মুখতা, উদারতা; নিয়ন্তৃত্ব ইত্যাদি ॥

কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্মস্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্ ॥ ৪৪

বৈশ্যের স্বাভাবিক কর্ম—কৃষি, গোরক্ষণ ও বাণিজ্য; ত্রিবর্ণের পরিচর্য্যা শূদ্রের স্বভাবজাত কর্ম ॥

স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু ॥ ৪৫
যতঃ প্রবৃত্তি র্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ ৪৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই রূপ স্বভাবজাত ক্রিয়া প্রবিভক্ত আছে। স্বকর্ম্মেই জ্ঞানপ্রাপ্তির উপায় বিবৃত করিতেছেন। বলিতেছেন, শোন, স্বকর্ম্মপরিনিষ্ঠিত জন কিরূপে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারে। অন্তর্যামী পরমেশ্বর হইতেই এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। তিনি এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত করিয়া আছেন। সেই পরমেশ্বরকে যথানির্দ্দিষ্ট কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারাই অভ্যর্চ্চনা করা যাইতে পারে। [তাঁহার প্রসাদেই মানব আত্মানুভূতির ক্ষমতা এবং তাহাই জ্ঞাননিষ্ঠায় যোগ্যতা বা সিদ্ধি অর্জন করিতে পারে]॥

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।

স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ৪৭

স্বধর্ম্মই মনুষ্যগণের পক্ষে ভগবৎপ্রসাদের হেতু। সুতরাং নিজধর্ম্ম অন্যলোকের তুলনায় বা বিচারে বিগুণও যদি হয় অর্থাৎ সম্যগ্‌ভাবে অনুষ্ঠিত না হয়, তথাপি পরধর্ম্ম অপেক্ষা নিশ্চয়ই তাহা প্রশস্ততর। সামাজিক বা লৌকিক দৃষ্টিতে অন্য ব্যক্তির কর্ম্ম উৎকৃষ্টতর গণ্য হইলেও, তাহা গ্রহীতব্য নহে॥

পূর্ব্বে একবার বলিয়াছেন "পরধর্ম্মো ভয়াবহ"। বন্ধুবধাদি প্রত্যবায় থাকিলেও ক্ষত্রিয়ের ধর্ম বা কর্ম অনুষ্ঠান করিলে, যদি সুখদুঃখ সমজ্ঞানে তাহা আচরিত হয়, পাপভাগী হইতে হইবে না (কিল্বিষ প্রাপ্ত হয় না)॥ [ধর্ম—যাহা সংসারী মানুষকে ধারণ করিয়া আছে, এবং যাহা সে মানুষের পক্ষে নির্দ্দিষ্ট ও বিহিত। এমত ধর্ম আমাদের অনেক, যথা সামাজিক ধর্ম লৌকিক ধর্ম্ম, বর্ণধর্ম্ম ; আশ্রমধর্ম্ম ইত্যাদি ধর্ম্ম। এই বিচারে স্বাভাবিক কর্ম্মেরই নামান্তর। ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা বলিলে কর্ম্ম জিজ্ঞাসাই বুঝায়]॥

সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।

সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নি রিবাবৃতাঃ ॥ ৪৮

স্বভাবনিয়ত কর্ম্ম যদি দোষযুক্তও হয়, তাহা কদাচি পরিত্যাজ্য নহে। অগ্নি পাবক তথাপি ধূমে আবৃত হয়। সংসারে সকল কর্ম্মই দোষ সংস্পৃষ্ট, ত্রিগুণাত্মক, তাই বলিয়া পরিত্যাগ বিধেয় নহে॥

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।

নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥ ৪৯

কর্ম্ম ক্রিয়মাণ হইলেও, তাহার দোষাংশ পরিহার করিয়া, কি উপায়ে গুণাংশটুকু অবশিষ্ট থাকে, তাহাই বুঝাইতেন। প্রত্যেকটী বিষয়ে যাঁহার বুদ্ধি অনাসক্ত; ইন্দ্রিয়াদিও মনঃ যাঁহার সর্বতোভাবে জিত; যাবতীয় ভোগ্য বস্তুতে যাঁহার আর কোনও স্পৃহা নাই; এমন কর্মী ব্যক্তি যথাবিধি কর্ম্ম সন্ন্যাস করিলে, সত্ত্বশুদ্ধিরূপ কর্ম্মনিবৃত্তি প্রাপ্ত হন। [কর্ম্ম সন্ন্যাস করিয়াও, যাহা বলা হইল, তাহা কর্ম্মে আসক্তি ত্যাগ ও ফল ত্যাগ কিন্তু কর্ম্মের অকরণ নহে, তাহা অধ্যায় প্রারম্ভে সবিস্তারে বলা হইয়াছে। নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি অর্থে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞাননিষ্ঠায় যোগ্যতা। নৈষ্কর্ম্ম্যকেই জ্ঞান বলা হয়, পূর্ব্বেও বলিয়াছেন, 'জ্ঞানী মনে করেন কিছুই করিতেছি না'—অথচ কর্ম্ম ও আছে এবং কর্ম্ম নিবৃত্তির কারণ জ্ঞানও রহিয়াছে। এই সন্ন্যাস যাহা বলা হইল তাহা বাহ্যতঃ নহে, মনে মনে সন্ন্যাস। বলিয়াছেন, "সর্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী"। নৈষ্কর্ম্ম্যাবস্থায় কর্ম্ম নির্বিষ সর্পের মতই থাকে, বন্ধন উৎপাদন করিতে পারে না। এ অবস্থা সম্যগ্‌ জ্ঞান ব্যতীত সম্ভব নহে]॥

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা ॥ ৫০

যে জ্ঞাননিষ্ঠায় ব্রহ্মভাব বা সিদ্ধি (পূর্ব্বশ্লোকে বলিয়াছেন) কিরূপে আয়ত্ত হয়, তাহা ছয়টী শ্লোকে সংক্ষেপে বুঝাইতেছেন। এই ব্রহ্মভূত অবস্থা জ্ঞানের চরমনিষ্ঠা, পর্য্যবসান বা পরিসমাপ্তি। ইহার পরে আর অন্য কোনও সাধনের আবশ্যকতা নাই, ইহাই সাক্ষাৎ রূপে মোক্ষপ্রাপক॥

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ ॥ ৫১
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্‌কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥ ৫২
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥৫১-৫৩

সেই জ্ঞাননিষ্ঠা কিরূপে হয় বলিতেছেন। সাত্ত্বিকী বুদ্ধি ও সাত্ত্বিক ধৈর্য্য যুক্ত হইয়া, ইন্দ্রিয় সমূহকে সম্পূর্ণ সংযত করিয়া, বুদ্ধিকে নিশ্চলা করিয়া, শব্দাদি বিষয় পরিহারে, রাগ এবং দ্বেষ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগে, নির্জ্জন স্থানে যাঁহার বসতি, মিতভোজন যাঁহার, চিত্ত দেহ ও বাক্য সংযত; ধ্যান-যোগ পরায়ণতা যাঁহার আছে, এবং সর্ব্বদা বৈরাগ্যেই আশ্রয়—তিনিই ব্রহ্ম স্বভাবের যোগ্যতা অর্জ্জন করেন। অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ পরিগ্রহ হইতে বিমুক্ত হইয়া, আমার আমার বা আমি আমি মনোভাব, (I-ness and My-ness) পরিহার করিলে তখন পরমা শান্তিতে অবস্থিত হইলে, এই ব্রহ্মভাবের যোগ্যতা অর্জিত হয়॥ (শান্তি—নিশ্চলাবস্থা)

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্‌ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥৫৪

এ মত 'অহং ব্রহ্মাস্মি' নিশ্চলতা ও নিশ্চয়তার ফল, ব্রহ্মে অবস্থিতি। ব্রহ্মে অবস্থিত প্রসন্ন চিত্ত যোগী কখনও প্রাপ্ত বস্তু নাশে শোক করেন না, অপ্রাপ্ত বস্তুতে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা নাই। রাগ দ্বেষ জনিত বিক্ষেপের অভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বভূতে সমভাব তাঁহার হয়। তখন তিনি আমাতে ভক্তি (যাহা মদ্ভাব লক্ষণা চতুর্থী ভক্তি) লাভ করেন (তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তিঃ) ॥

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।

ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥ ৫৫

জীবাত্মার সহিত অভিন্ন অবস্থায় আমার অবস্থান কিরূপ অর্থাৎ আমি যে সর্ব্বব্যাপী বিভূ এবং আমি কিরূপ অর্থাৎ সচ্চিদানন্দঘন, তাহা তত্ত্বের দ্বারা অবগত হওয়া যায়। এই জ্ঞান উৎপন্ন হইলেই ভক্ত আমাতে প্রবেশ করেন অর্থাৎ পরমানন্দরূপ হইয়া যান [তত্ত্বের দ্বারা জানেন তত্ত্ব এই যে আমিই অখণ্ড, অদ্বিতীয় ব্রহ্ম। বিশতে—অজ্ঞান বা মায়ার কার্য্য নিবৃত্ত হওয়ায়, (কেননা জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান নাশিত হয়), সকল উপাধি শূন্য হইয়া সৎ-রূপ হইয়া যান। তদনন্তরং—অর্থ জ্ঞান লাভের পরে নহে। ইহার অর্থ, বলবৎ প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগান্তে দেহ পাতের পর। এই ব্যাখ্যা সমীচীন কেননা জ্ঞাত্বা বলিলেই জ্ঞানের অনন্তর বুঝায়, তদনন্তর পদটীর কোনও সার্থকতা থাকেনা। দেহধারণ মায়ার বিক্ষেপ শক্তির নিদর্শন, যদিও ব্রহ্মভূত বা জীবমুক্ত পুরুষের সর্ব্ব আবরণ ভগ্ন হইয়া গিয়াছে] ॥

সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।

মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ॥৫৬

যতক্ষণ না অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়, ততক্ষণ সহজ কর্ম্মত্যাগ করিবেনা। যিনি শুদ্ধান্তঃকরণ তিনিই সন্ন্যাসে উপায়ে নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি প্রাপ্ত হন। যোগে আরোহণেচ্ছুর পক্ষে কর্ম্মই একমাত্র উপায়। যাঁহারা নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, কিন্তু আমিই যাঁহাদের একমাত্র আশ্রয়, আমার প্রসাদে শাশ্বত অব্যয় পদ তাঁহারা প্রাপ্ত হন (ভগবৎ শরণতাই মোক্ষোপায়)।

চেতসা সব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।

বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥৫৭

মদেকশরণতাই যখন মোক্ষহেতু, (কর্ম্মানুষ্ঠানও নহে, কর্ম্ম সংন্যাসও নহে), তখন তুমিও বিবেক বুদ্ধির দ্বারা সমস্ত কর্ম্মফল, সমস্ত কর্ত্তৃত্বাদি আমাতেই ন্যস্ত করিয়া, মৎপরায়ণ হও। চিত্ত শুধু সমাহিত থাকিবে আমাতেই, অন্য কিছুতে চিত্ত ধাবিত হইবে না। সর্ব্বদা সমত্ববুদ্ধিরূপ যোগ অবলম্বন কর। [কর্ম্মানুষ্ঠান কালেও, 'ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ' এই ভাবে চিত্ত যেন থাকে] ॥

মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি।

অথ চেৎ ত্বং অহঙ্কারাৎ ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষসি ॥৫৮

এমত সর্ব্বদা আমাকেই সমর্পিত চিত্ত হইলে, আমার প্রসাদে দুস্তর সংসার দুঃখ উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। পক্ষান্তরে, যদি তুমি অহঙ্কারবশে আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাক্যে অবিশ্বাসী হও, 'আমি নিজেই পণ্ডিত' মনে করিয়া গর্ব্বভরে আমার বাক্য শ্রবণ না কর, তুমি স্বেচ্ছাচার বশতঃ পুরুষার্থ ভ্রষ্ট হইবে ॥

যদহঙ্কার মাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈব ব্যবসায়স্তে প্রকৃতি স্ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি ॥৫৯

এই যে তুমি অহঙ্কারবশবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধ করিব না মনে করিয়াছ, তোমার এ অধ্যবসায় মিথ্যা। তুমি অস্বতন্ত্র, প্রকৃতির দাস, রজোগুণে পরিণতা প্রকৃতি তোমাকে যুদ্ধে নিয়োজিত করিবে ॥

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ ॥৬০

তোমার ক্ষত্রিয় স্বভাবে তুমি যন্ত্রবৎ নিজকর্ম্মে নিবদ্ধ। (যুদ্ধই অর্জ্জুনের স্বভাবধর্ম্ম বা সহজাতকর্ম্ম)। এখন মোহবশে অনিচ্ছুক হইয়াছ বটে, অচিরেই স্বাভাবিক কর্ম্মপরতন্ত্র তুমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে ॥

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥৬১

স্বভাবের অধীনতা বিস্তারে বলিয়া এখন ঈশ্বরাধীনতা বিবৃত করিতেছেন। ঈশ্বর সকল প্রাণীর অন্তঃকরণে (হৃদয়ে অবস্থিত। তিনি বিভু সর্ব্বব্যাপী হইয়াও মনুষ্য হৃদয়ে বিরাজিত। (উদাহরণ দেওয়া যায়, রাজা রামচন্দ্র সপ্তদ্বীপের অধিপতি হইয়াও উত্তর কোসলে অবস্থান করিতেন)। শ্রুতিঃ "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা"। অন্তর্য্যামী ঈশ্বর হৃৎস্থ হইয়া নিজশক্তি মায়ার দ্বারা সকল প্রাণীকে ঘুরাইতেছেন অর্থাৎ তাহাদিগকে প্রাক্তন সংস্কার ও তজ্জনিত স্বভাবজ নিজ নিজ কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন। এমত মায়াবীর কার্য্যের লৌকিক দৃষ্টান্ত যেমন যাদুকর দারু নির্ম্মিত পুত্তলীদের চতুর্দ্দিকে সূত্র দ্বারা ঘুরায়।

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥৬২

সকল জীবই পরমেশ্বরপরতন্ত্র, সুতরাং অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া সর্বভাবে, কায়মনোবাক্যে সকল কার্য্যে তাঁহারই শরণ লও। তাঁহারই প্রসাদে, ঈশ্বরানুগ্রহে পরাশান্তি (সকল অবিদ্যা নিবৃত্তি স্থান বা অদ্বিতীয় পরমানন্দরূপে অবস্থান) প্রাপ্ত হইবে ॥

ইতি তে জ্ঞানং আখ্যাতং গুহ্যাৎ গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতৎ অশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ৬৩

সর্বগীতার্থ উপসংহার করিয়া বলিলেন তোমাকে গুহ্য হইতে গুহ্যতর,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই জ্ঞান উপদেশ করিলাম। ইহা সম্পূর্ণরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া যাহা তোমার অভিলাষ, তাহাই কর॥

সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃনু মে পরমং বচঃ।

ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥৬৪

অতিগম্ভীর গীতাশাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিতে বলিয়া, পরম কৃপায় স্বয়ংই তাহার সার সংগ্রহ করিয়া বলিতেছেন. সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্যতম আমার বাক্য শ্রবণ কর; যদিও অনেক বার তাহা বলিয়াছি, আবার বলিব কেন না, তুমি আমার নিতান্ত প্রিয় এবং সে বাক্য তোমার পক্ষে অত্যন্ত হিতকর॥ [দৃঢ়ং—অতিশয়েন]॥

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।

মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥৬৫

সেই গুহ্যতম বাণী—মন্মনা বা মচ্চিত্ত হও। কংস শিশুপালাদিরও চিত্ত আমাতেই ছিল, কিন্তু তাহা দ্বেষে, তুমি কিন্তু আমার ভক্ত হও। (পরম প্রেমে আমার অনুরক্ত হও, (এই প্রেম ভক্তিই চতুর্থী ভক্তি)। কায়মনোবাক্যে নত হইয়া আমাকে নমস্কার কর। আমার যজনে বা পুজনে সদা নিরত হও। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি সত্য বলে, তুমি আমাকেই প্রাপ্ত হইবে, ইহা প্রতারণা বাক্য নহে। ভাগবতে ভক্তির নয়টি লক্ষণ বর্ণিত আছে, "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্। অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্ম-নিবেদনম্"॥

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥৬৬

ইহা অপেক্ষাও গুহ্যতম উপদেশ বাক্য। একমাত্র দৃঢ় বিশ্বাসে, কোনও বিধি নিষেধের দাস না হইয়া, কেবল মাত্র বাসুদেবই আমার একমাত্র অবলম্বন, এমত দৃঢ় প্রতীতিতে আমার শরণাগত হও, সংসারহেতু যত কিছু পাপ আছে, আমি তোমাকে সেগুলি হইতে মুক্ত করিব। জানিবে, আমি কিছুই নই, আমার কেহই নাই॥

ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায়কদাচন।

ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি ॥ ৬৭

শাস্ত্রসম্প্রদায় বিধি এখন বলিতেছেন, এই সর্ব শাস্ত্রার্থরহস্য অতপস্বীকে (অসংযতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মানুষ্ঠানহীন ব্যক্তিকে) কখনও বলিবেনা। যার গুরুতে, পরম গুরু ঈশ্বরে, ভক্তি নাই এমন লোককে, বা শ্রীকৃষ্ণানুরক্তি নাই বাসুদেব বিদ্বেষী জনকে) ঈশ্বর নিন্দুককে কদাচ বলিবেন॥

১০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

য ইদং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি ।

ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ॥ ৬৮

আর যে ব্যক্তি, অসূয়া পরিত্যাগ করিয়া শ্রদ্ধাসহকারে এই পরম তত্ত্ব কথা যথারীতি শ্রবণ করিবে, সেও পাপরাশি হইতে বিমুক্ত হইয়া পুণ্য-কর্মকারীগণের লভ্য প্রশস্ত লোক প্রাপ্ত হইবে ॥

ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ ।

ভবিতা ন চ মে তস্মাৎ অন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি ॥ ৬৯

আর যিনি এই পরম গুহ্যতত্ত্ব ঈশ্বরভক্ত জনসমীপে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিবেন, তাঁহার অপেক্ষা অধিক প্রিয়তর আমার, ভূলোকে কেহই নাই ॥

অধ্যেষ্যতে চ ইমং ধর্ম্ম্যং সংবাদ মাবয়োঃ ।

জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহং ইষ্টঃ স্যাংইতি মে মতিঃ ॥ ৭০

গীতা অধ্যাপকের ফল শুনাইয়া, অধ্যাতৃবৃন্দের কি ফল হইবে বলিতেছেন, যিনি এই পরম ধর্মসাধক কৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদ জপরূপে পাঠ করিবেন, তাঁহার জ্ঞানযজ্ঞেই আমার অর্চ্চনা, পূজন ; আমি তাহাই মনে করি ॥

শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃনুয়াদপি যো নরঃ ।

সোঽপিমুক্তঃ শুভাল্লোঁকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্ম্মণাম্ ॥ ৭১

যে মনুষ্য, অসূয়া পরবশ না হইয়া, পরম শ্রদ্ধা সহকারে এই সংবাদ শ্রবণ করিবে সে সর্বপাপ বিমুক্ত হইয়া পুণ্যকারীগণের শুভলোক সকল প্রাপ্তহইবে ॥

কচ্চিদেতৎ শ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা ।

কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয় ॥ ৭২

হে পার্থ ! তুমি আমার গুহ্যতম উপদেশ গুলি একাগ্র চিত্তে শ্রবণ করিয়াছত ? হে ধনঞ্জয় ! তোমার অজ্ঞান জনিত মোহ কি বিনষ্ট হইয়াছে ? ॥

(অর্জ্জুন উবাচ)

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদাৎ ময়া অচ্যুত ।

স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥ ৭৩

কৃতার্থ হইয়া অর্জ্জুন বলিলেন, হে অচ্যুত ! তোমার প্রসাদে আমার সমস্ত মোহ বিদূরিত হইয়াছে. আত্মতত্ত্বাদি বিষয়ে সম্পূর্ণ ধারণা স্বরূপানু-সন্ধানরূপ স্মৃতি লাভ করিয়াছি। এখন স্থির হইয়াছি, সর্বসংশয় নিবৃত্ত হইয়াছে তোমার আজ্ঞানুযায়ী কর্ম এখন করিব (স্মৃতি—আমি কে, তাহা বুঝিয়াছি। মোহ থাকে না একত্ব দর্শনে। তখন কাহার জন্য মোহ বা শোক উপস্থিত হইবে ?) ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(সঞ্জয় উবাচ)

ইত হং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।
সংবাদং ইমং অশ্রৌষং অদ্ভুতং লোমহর্ষণম্ ॥
ব্যাসপ্রসাদাৎ শ্রুতবান্ ইমং গুহ্যং অহং পরম্।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ং ॥
রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদং ইমং অদ্ভুতম্।
কেশবার্জ্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ ॥
তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥
যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়োভূতি র্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম ॥ ৭৪।৭৮

সঞ্জয় বলিলেন, মহারাজ! বাসুদেব ও মহাত্মা অর্জ্জুনের এই লোমহর্ষণ, অতি বিস্ময়কর, অদ্ভুত কথোপকথন আমি শুনিয়াছি ॥ শ্রীকৃষ্ণের মুখে অতি গুহ্য পরম যোগ ব্যাস প্রসাদে আমি সাক্ষাৎ বলিতে শুনিয়াছি ॥ হে রাজন্! কৃষ্ণার্জ্জুনের এই পবিত্র অদ্ভুত কথোপকথন স্মরণ করিয়া, আমি মুহুর্মুহু রোমাঞ্চিত হইতেছি ॥ হে রাজন্! আমি শ্রীহরির সেই অলৌকিক রূপ যখনই মনে করিতেছি, অতীব বিস্ময় উৎপন্ন হইতেছে; হর্ষে অভিভূত হইতেছি ॥ আমার নিশ্চিত ধারণা, যে পক্ষে স্বয়ং যোগেশ্বর হরি মন্ত্রণ দাতা এবং অর্জ্জুন ধনু ধারণ করিয়াছেন সেই পক্ষেই রাজলক্ষ্মী আসীনা হইবেন, সেই পক্ষেই জয় সুনিশ্চিত, তাহাদের মধ্যেই বিভূতি ও অখণ্ডিত নীতি বিরাজ করিবে ॥ গীতা শাস্ত্রে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে, ভগবদ্ভক্তিই মোক্ষ হেতু ॥ ইতি শিবম্। পরমার্থনির্ণয় নামক অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ইতি শিবম্ ॥

গীতামাহাত্ম্যম্ ॥

সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধী র্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥ ১
সংসারসাগরং ঘোরং তর্ত্তুমিচ্ছতি যো নরঃ।
গীতানাবং সমাসাদ্য পারং যাতি সুখেন সঃ ॥ ২
দেবকীনন্দনঃ কৃষ্ণো গীতাপাঠেন তুষ্যতি।
যথা ন বেদৈ র্দানেন যজ্ঞতীর্থব্রতাদিভিঃ ॥ ৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীতা মে হৃদয়ং পার্থ ! গীতা মে সারং উত্তমম্ ।
গীতা মে জ্ঞানং অত্যুগ্রং গীতা মে জ্ঞানমব্যয়ম্ ॥ ৪
গীতাশ্রয়েঽহং তিষ্ঠামি গীতা মে পরমং গৃহম্ ।
গীতাজ্ঞানং সমাশ্রিত্য ত্রিলোকং পালয়াম্যহম্ ॥ ৫
গীতা মে পরমাবিদ্যা ব্রহ্মরূপা ন সংশয়ঃ ।
অর্দ্ধমাত্রা পরা নিত্যং অনির্বাচ্যপদাত্মিকা ॥ ৬

কৃষ্ণার্পণমস্তু ॥

পরিশিষ্ট

(১) আত্মা। ষড়্ভাববিকারশূন্য। (২।২০, ২৫)। যাস্ক—"জায়তে অস্তি বর্দ্ধতে বিপরিণমতে অপক্ষীয়তে নশ্যতি"—এই ছয়টী বিকারের ভাব। আত্মা ইঁহার কোনটীর দ্বারা অভিভূত হন না; তিনি অবিক্রিয়, অবিকার্য্য। বিকার যাহা ঘটে তাহা জড়বস্তুর, প্রকৃতির বা মায়ার বা তাহার সন্ততির। ('অস্তিত্ব' সম্বন্ধে কোনও কোনও দার্শনিক, বিকার বলিয়া গণ্য করেন না)॥

(২) অব্যক্তাদীনি ভূতানি (২।২৮)। ভূতবৃন্দ জন্মের পূর্ব্বে অব্যক্ত বা অনুপলব্ধ পৃথিব্যাদি ভূতে লীন থাকে, জন্মের পরে ও মৃত্যুর পূর্ব্বে, মধ্যবর্ত্তী অবস্থায় ব্যক্ত; আবার মৃত্যুতে বা প্রলয়ে অব্যক্ত হইয়াছে। এজন্য ভূতসমূহ নশ্বর নিঃসন্দেহ। যাহা শুধু কিছুকালের জন্য ব্যক্ত থাকে মাত্র, তাহারও পারমার্থিক সত্তা নাই। গৌড়পাদ—"আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেঽপি তত্তথা"॥

(৩) বুদ্ধ্যা যুক্তো কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি। কর্মবন্ধন যাহা পুনরায় জন্মের আরম্ভক, ছিন্ন হইতে পারে শুধু জ্ঞানলাভে। কিন্তু জ্ঞানলাভে যোগ্যতা হয়, কর্ম্ম যদি কৃত হয় কামনা ও সঙ্কল্প বর্জ্জনে এবং যাবতীয় কর্ম যখন পরমেশ্বরে সমর্পিত হয়। যে বুদ্ধি দ্বারা কর্ম্ম কৃত হইলে চিত্তশুদ্ধি দ্বারা জ্ঞানযোগ্যতা হয়, সেই কর্ম্মযোগবিষয়িনী বুদ্ধি বলিতেছেন॥ (২।৩৯)

(৪) লোকসংগ্রহ (৩।২০)। লোকদিগকে উন্মার্গ প্রবৃত্তি নিবারণে সন্মার্গে প্রবর্ত্তন। রামকণ্ঠ লোক অর্থে ত্রিবর্গশাস্ত্রের উপদেশবিষয়ভূত জনকে বুঝিয়াছেন এবং সংগ্রহ অর্থে শাস্ত্রার্থ অনুষ্ঠাতৃত্বলক্ষণ স্বপক্ষ স্বীকার, বুঝাইয়াছেন॥

(৫) তৎ ও ত্বং পদের অবগতি (৪।১)। প্রথম ছয় অধ্যায়ে জ্ঞান-যোগের জন্য কর্ম্মযোগই উপায়। তাহা অবলম্বনে 'ত্বং' পদার্থের শোধন হয়। দ্বিতীয় ষট্কে (৭ম হইতে ১২শ পর্য্যন্ত) ভগবান পরমানন্দ অবধারিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াছেন। ১৩শ হইতে ১৮শ অধ্যায়ে—তৎ ও ত্বংএর ঐক্য প্রতিপাদিত হইয়াছে। (মধুসূদন)

(৬) সাযুজ্য (৪।১০) মদ্ভাবমাগতাঃ। অজ্ঞান নিবৃত্ত হইলে শুদ্ধ জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত ঐক্য লাভ করেন। অদ্বৈতমতে সাযুজ্যই স্বীকৃত হয়; নির্গুণ ব্রহ্মোপাসকের মুক্তি এবম্বিধ। সামীপ্য, সান্নিধ্য, সার্ষ্টি ইত্যাদি মুক্তি স্বীকৃত হয় না।

(৭) জ্ঞানাগ্নি দগ্ধকর্ম্মাণং (৪।১৯)—কর্ম্মে অকর্ম্ম দর্শনরূপ জ্ঞান যেন অগ্নি তাহাতে শুভাশুভ লক্ষণ যাবতীয় কর্ম্ম দগ্ধ বা প্রবিলীন হইয়া যায়। জ্ঞানলাভের পর আর কর্ম্ম থাকে না, প্রারব্ধ কর্ম্ম বশতঃ দেহ বর্ত্তমান থাকে, সে দেহও মায়ার বিক্ষেপ।

(৮) অজপা সাধন। শ্বাস ও প্রশ্বাসের সহিত জপ সাধন। যখন অপান নির্গত হয় তখন 'স' কার জপ, প্রাণ বায়ুর সহিত 'হং' কার জপ। প্রাণে 'হং' ও অপানে 'স' জপে "হংস" মন্ত্রের জপ। পুনঃ পুনঃ অভ্যাসনে প্রতিলোমে এই 'হংস' ক্রমে 'সোহং'এ পরিণত হয়। ইহাই তৎ ও ত্বং পদার্থের ভাবনা। [বিহার রাষ্ট্রভাষা পরিষৎ প্রকাশিত হিন্দী ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধনা' প্রথম খণ্ডে শ্রীগোপীনাথ কবিরাজের 'অজপাসাধন' নিবন্ধে বিশদভাবে বিচারিত]॥

(৯—১২) (৬—১০।১৬) শ্লোকে সাঙ্গ যোগ বিবৃত। **নিরাশী**=বীততৃষ্ণ, নিরাকাঙ্ক্ষ; **অপরিগ্রহ**=সর্বত্র মমত্বাভিমান রহিত। মৎসংস্থা=মদধীনতা (শঙ্কর), মদ্রূপেণাবস্থিতি (শ্রীধর), ঔপনিষদাভিমতং কৈবল্যং (মধুসূদন)।

(১৩) মূলাধার হইতে মূর্দ্ধা পর্য্যন্ত অবক্র থাকিলে চিত্ত বিক্ষেপ নিবারিত হয়।

(১৪) মোক্ষপ্রাপ্তির সপ্তভূমিকা (৬।৪৩) যোগবাসিষ্ঠে বিবৃত। "জ্ঞানভূমি শুভেচ্ছাখ্যা প্রথমা পরিকীর্ত্তিতা। বিচারণা দ্বিতীয়া স্যাৎ তৃতীয়া তনুমানসা॥ সত্ত্বাপত্তিশ্চতুর্থী স্যাৎ ততো অসংসক্তিনামিকা। পদার্থাভাবনী ষষ্ঠী সপ্তমী তুর্যগা স্মৃতা॥" (শঙ্করমতে) প্রথম ভূমিকা—নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকাদিপুরঃসরঃ ফলপর্য্যবসায়িনী মোক্ষেচ্ছা; গুরূপসনে বেদান্ত বাক্য বিচার—দ্বিতীয়া; মনের একাগ্রতায় সূক্ষ্মবস্তু গ্রহণযোগ্যতা তৃতীয়া; বেদান্তবাক্যজনিত নির্ব্বিকল্পক ব্রহ্মাত্মৈক্য সাক্ষাৎকার—চতুর্থী, ফলরূপা সত্ত্বাপত্তি—স্বপ্নাবস্থা, তখন সর্বজগৎ মিথ্যাত্বে স্ফুরিত হয়; এই চতুর্থ ভূমি প্রাপ্ত হইলে যোগী ব্রহ্মবিৎ হন। পঞ্চমী ষষ্ঠী ও সপ্তমী ভূমিকাত্রয় জীবন্মুক্তির অবান্তর ভেদ। ব্রহ্মবিদ্ বরীয়ান ও ব্রহ্মবিদ্‌বরিষ্ঠ। শেষ ভূমিতে বিদেহ মুক্ততা। মদিরামত্ত ব্যক্তির বাস রহিল কি না তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। মদিরামত্ত ব্যক্তির বাস রহিল কি না রহিল যেমন কোন জ্ঞান থাকে না, সে ভূমি প্রাপ্ত যোগীর দেহ সম্বন্ধেও তদ্রূপই ধারণা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১৫) মামেব যে প্রপদ্যন্তে (৭।১৪) মায়া অতিক্রান্ত হইলেই ব্রহ্মবিৎ অজ্ঞান বিনাশে ব্রহ্মই হন। "ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি"। তাহা তাঁহার প্রতি অনন্যশরণত্বেই সম্ভব। প্রপত্তি বা ভক্তির দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়, নিজমুখে চন্দন তিলক প্রদান করিলে দর্পণস্থ প্রতিবিম্বিত মুখেও তাহা দৃষ্ট হয়। সর্বকর্ম্মসমর্পণে, একমাত্র তিনিই আমার অহোরাত্র এই ভাবনাই মায়া নাশ করে। (মধুসূদন)

(১৬) জিজ্ঞাসুরর্থার্থী (৭।১৬)। রামকণ্ঠ ব্যাখ্যা— জিজ্ঞাসু=হেয় উপাদেয় বিচারে; 'কে আমি' 'কিজন্য এই শরীরেন্দ্রিয় বিষয়াদি, মহামোহ জাল কি উপায়ে বন্ধনমুক্ত হইব' এই তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক হইয়া গুরু শুশ্রূষায় যুক্তমতি, আমার পূজনে রত হন।

অর্থার্থী—শাস্ত্রাভ্যাসে উৎপন্ননিশ্চয় হইয়া 'ইহাই পরম উপাদেয় ফল' ইত্যাদি আত্মতত্ত্বলক্ষণ অর্থবস্তুর অর্জন বা অভিকাঙ্ক্ষা করেন। (এ ব্যাখ্যা প্রচলিত ব্যাখ্যা হইতে স্বতন্ত্র)॥

(১৭) সাধিদৈব, সাধিযজ্ঞ উপাসনা—(৭।৩০)। পুরাণে অধিদৈব, অধিযজ্ঞ উপাসনা এবং মৃত্যুকালে প্রণবচিন্তন বিভিন্ন উপাসনার বিভাগ বর্ণিত আছে। কোনও কোনও ব্যাখ্যাকার মনে করেন; এই প্রচলিত উপাসনা বিধির প্রতি সম্মান প্রদর্শন গীতা এগুলির উল্লেখ করিয়াছেন। গীতার আদিতে, মধ্যে ও অন্ত্যে ঈশ্বরতত্ত্ব এবং তাহাতে প্রেমভক্তিই (জ্ঞানীর ভক্তিই) গীতার উপজীব্য বিষয়॥

(১৮) উৎক্রমণ—(৮।১৬)। অদ্বৈত মতে ব্যবস্থা এইরূপ। যঁহারা সগুণব্রহ্ম উপাসনা করেন তাঁহাদের ক্রম মুক্তি হয় অর্থাৎ ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। যাঁহারা পঞ্চাগ্নি বিদ্যাদি দ্বারা অতৎক্রতু হইয়া ব্রহ্মলোক যান তাঁহাদের পুনর্জন্ম অবশ্যম্ভাবী। সগুণ ব্রহ্মোপাসকের ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়, ক্রমে মুক্তি হয়, কিন্তু পুনর্জন্ম হয় না। এ বিষয়ে শ্রুতি "ব্রহ্মলোকং অভিসম্পদ্যতে ন চ পুনরাবর্ত্ততে"। ব্রহ্মসূত্র "অনাবৃত্তিঃশব্দাৎ"। নির্গুণ ব্রহ্ম সাধনে প্রাণের উৎক্রমণ হয় না, সদ্যোমুক্তি হয়॥

(১৯) শুক্লা কৃষ্ণা গতি—(৮—২৫।২৭) ভগবদুপাসকগণ শুক্লা গতি (অর্চ্চিরাদি মার্গ বা দেবযান মার্গ) পথে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। কর্ম্মযোগী পিতৃযান মার্গ বা ধূমযান মার্গ (কৃষ্ণাগতি পথে) ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম্মফল ভোগ করিয়া পুনরাবর্ত্তন করেন। এই রূপ উপাসনা যদি নিষ্কাম হয় তাহা হইলে ক্রমমুক্তি, কাম্যকর্ম্মফলে স্বর্গভোগান্তে পুনর্জন্ম, নিষিদ্ধকর্ম্মকৃৎ নরকভোগের পর আবৃত্ত হয়. ক্ষুদ্রকর্ম্মকারীদের প্রাপ্ত যোনিতে পুনঃ পুনঃ জন্ম। যোগী ন মুহ্যতি অর্থে বুঝান হয়, সুখবুদ্ধিতে স্বর্গাদি ফল কামনা করেন না, কিন্তু পরমেশ্বরনিষ্ঠ হন। কেবল মাত্র এই মার্গদ্বয়ের জ্ঞানেই ব্রহ্মাদি প্রাপ্তি হয় না। গীতার উপদেশ, এই মনে হয়, মৃত্যুর উপর যখন হাত নাই, তখন 'সর্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভব' (১৮ ২৭)॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(২০) **অভিন্ননিমিত্তোপাদানবাদ** – (৯।১০) এই বিশ্বসৃষ্টিতে কোনও উপাদান নাই। সদসদ্‌বিলক্ষণ অনির্ব্বাচ্যা মায়ায় কেবল মাত্র ভাসকত্বে পরমেশ্বর সৃষ্টি করেন। ইহা প্রকৃতির কোনও বিপরিণাম নহে। "অস্য দ্বৈতেন্দ্রজালস্য যদুপাদানকারণং অজ্ঞানং তদুপাশ্রিত্য ব্রহ্ম কারণ মুচ্যতে।" কোনও স্বতন্ত্র উপাদান নাই।

(২১) **বিদেহকৈবল্য**—অদ্বৈতবাদী স্বীকার করেন। দেহধারণই মায়ার বিক্ষেপকারণে। জীবন্মুক্ত জনের মায়ার আবরণ ভগ্ন হয়, বিক্ষেপ-শক্তির প্রভাবে, প্রারব্ধ কর্ম্ম ক্ষয়ের নিমিত্ত দেহ ধরিয়া রাখিতে হয়। জীবন্মুক্তি দৃঢ় হয় তিনটী কারণ যুগপৎ যদি থাকে, তত্ত্বজ্ঞান, মনোনাশ ও বাসনা ক্ষয়। নিদিধ্যাসনাদির দ্বারা ক্ষীণদোষ চিত্তে তত্ত্বমতি হয়, ব্রহ্মসংশয় ক্ষয়িত হয়, অনারব্ধ কর্ম্ম নাশ প্রাপ্ত হয়। তত্ত্বজ্ঞান প্রভাবে আগামী কর্ম্ম সম্ভব হয় না। কিন্তু প্রারকর্ম্ম বিক্ষেপ হেতু বাসনা নষ্ট হয় না। তাহা ধ্যান ধারণা সমাধি (সংযম) দ্বারা উপশান্ত হয়, ঈশ্বর প্রণিধানে সমাধি দ্রুত সিদ্ধ হয়। তখনই মনোনাশ সম্ভব। জীবন্মুক্ত—বিষ্ণুভক্ত, গুণতীত এবং স্থিতপ্রজ্ঞ। প্রারব্ধ কর্ম্মক্ষয় এই শরীর পতিত হইলে বিদেহকৈবল্যরূপ প্রকৃত মুক্তি হয়, তাহাই মদ্ভাবতঃ। মায়িকভেদ ব্যবহার লুপ্ত হয় চিরকালের জন্য ॥

(২২ **ব্রহ্মসূত্রপদ** –(১৩।৪) ব্রহ্ম সূত্রিত হইয়াছেন বা তটস্থলক্ষণপর উপনিষদ্ বাক্যনিচয় যথা "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"। ব্রহ্মপদে ব্রহ্ম সাক্ষাৎ জ্ঞাত হন অর্থাৎ স্বরূপলক্ষণপর বাক্য সমূহ—"যথা" "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি যুক্তির দ্বারাও বেদের অন্তভাগে বিনিশ্চিত ভাবে ব্রহ্ম সম্বন্ধে জ্ঞান হয় যথা "স দব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ, কথমসতঃ সজ্জায়েত" ইত্যাদি। শ্রীধরস্বামী বাদরায়ণের ব্রহ্ম সূত্রেও বিনিশ্চিতভাবে ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান হয়, তাহাও গ্রহণ করিয়াছেন। কেহ কেহ মনে করেন, গীতার বর্ত্তমান রূপ বেদান্ত দর্শন রচনার পরবর্ত্তী কালে হইয়াছে, এবং এই শ্লোক তাহা প্রমাণ করে। ঋষিভিঃ বুঝাইতে সকলে যোগবাসিষ্ঠ বুঝেন এবং তিনি শঙ্করেরও পূর্ব্ববর্ত্তী এমত সিদ্ধান্তও করেন। বসিষ্ঠ প্রণীত পুস্তক একখানিই প্রাপ্তব্য ॥

(২৩) **আত্মার গুণ**—(১৩—২।৬) ন্যায়বৈশেষিক স্বীকার করেন। যে গুলি দুইটী শ্লোকে বলা হইয়াছে তাহা আত্মার গুণ নহে, গীতা বলিতেছেন। আত্মা বা পুরুষ, সাংখ্য ও বেদান্তে, নির্গুণ এবং নির্দ্ধর্মক ॥

(২৪) **ধ্যানেনাত্মনি পশ্যতি**—(১৩।২৪) যাঁহাদের সহজসিদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান এবং নিরুত্তর পরমেশ্বরের অনুগ্রহভাজন যাঁহারা তাঁহারা ধ্যান বা ব্রহ্মস্বরূপতা অনুসরণে সাক্ষাৎকার করেন। যাঁহারা যোগ্যতা লাভ করেন নাই, তাঁহারা প্রকৃতিপুরুষবিবেকরূপ জ্ঞান দ্বারা আত্মদর্শন করেন; অন্যেরা পাতঞ্জলাদি প্রণীত বিধিতে সমাধি দ্বারা, আবার অন্য কর্ম্মযোগীগণ স্বকর্মানুষ্ঠানরূপ সমাধি দ্বারা দেখেন। পরও অপর ভেদে আত্মজ্ঞানের এই প্রকারদ্বয়। কর্মযোগীর আরূঢ়াবস্থাতেই শুদ্ধজ্ঞানমাত্র স্বরূপতায় (ধ্যান দ্বারা) তাহা সম্ভব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(২৫) তত এব চ বিস্তারং—(১৩৷৩০) বিবেকজ্ঞানে নির্ম্মলমতি-যোগী যখন একই তত্ত্বে বিভিন্ন সকল ভূতকে অভিন্নই দেখেন, তখনই উপলব্ধি করেন, একমাত্র তত্ত্বই বিশ্বভাবাত্মক এবং তাহাই প্রসৃত হইতেছে, তখন সর্বভেদজ্ঞান বিগলিত হয়। সে তত্ত্ব শুধু বিশ্বাতীত নহে, বিশ্বাত্মকও। "যদ্‌যৎ পৃথকৃত্বসন্দিগ্ধং তৎ পৃথকৃত্বান্ন ভিদ্যতে"।

(২৬) ভুতপ্রকৃতিমোক্ষ—(১৩৷৩৪)। ভূত প্রকৃতি শব্দে কি বুঝায়? প্রকৃতি নামে স্বতন্ত্র তত্ত্ব নাই, জীবভূতা পরা ও নিকৃষ্টা অপরা—উভয় প্রকৃতিই তাঁহার। এই ভূতপ্রকৃতিমোক্ষ বলিতে, শরীরভাবে পরিণতা প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ পরিহার করিলে মোক্ষ হয়. তাহা বুঝা যায় না। অপর পক্ষে বিষয় ভাবে পরিণতা প্রকৃতির ও অত্যন্ত পরিহার বিবক্ষিত হয় নাই। এই পরাগতি বা মোক্ষ প্রাপ্তি হয় যখন প্রকৃতির সহিত পরব্রহ্ম স্বরূপের সম্বন্ধ সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়।

(২৭) ভূতপ্রকৃতিকারণরূপ তত্ত্ব পরব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে, বস্তুতঃ তাহাও ব্রহ্ম। তাহাই বুঝাইয়াছেন, "মম যোনির্ম্মহৎ ব্রহ্ম" বাক্যে। সে প্রকৃতি ও তিনি স্বয়ং তাহা দেশতঃ, কালতঃ অপরিচ্ছিন্ন, বৃংহিতত্ব হেতু বা স্বকার্য্যগুলির বৃদ্ধি কারণে মহৎ।

(২৮) ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠা অহং—(১৪৷২৭)। শঙ্কর—সবিকল্প ব্রহ্মের আমি নির্বিকল্পক আশ্রয়। শ্রীধর—ব্রহ্মের ঘনীভূত প্রতিমা যেমন ঘনীভূত প্রকাশ সূর্য্যমণ্ডল। মধুসূদন—সোপাধিক, জগদুৎপত্তি স্থিতি লয় হেতু ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা যাহা পারমার্থিক, নিরুপাধিক নির্বিকল্পক, সচ্চিদানন্দাত্মক।

(২৯) অপোহনং—(১৫৷১৫) অর্থে শঙ্কর, শ্রীধর, মধুসূদন সকলেই স্মৃতি জ্ঞানের অপায়, অপগমন বা প্রমোষ বুঝাইয়াছেন। রামকণ্ঠ বিস্তারে বলিয়াছেন, আমা হইতেই স্মৃতি জ্ঞান ও অপোহন লক্ষণ ত্রিবিধা শক্তির প্রসরণ হয়। সেখানে ভাবের দ্বারা পরিচ্ছেদ ঘটে তখন প্রসরণ জ্ঞানাত্মক এবং স্মৃত্যাত্মক। অভূতপূর্ব্ব প্রকাশনই জ্ঞান, অনুভূতপূর্ব বিষয়ের প্রত্যবমর্শনকে স্মৃতি বলা হয়। উভয়ত্রই যখন প্রকাশনের অভাব হয়, অভাব পরিচ্ছিন্ন, তৃতীয় প্রকার শক্তি প্রসারকে অপোহন বলা হয়। এই ভাব ও অভাব বিশিষ্ট যাহা কিছু. সমস্ত পরব্রহ্ম হইতেই।

(৩০) জ্ঞানচক্ষু এবং দিব্যচক্ষু—(১৫৷১০)। একাদশ অধ্যায়ে শ্রীভগবান্‌কে সমগ্র বিশ্বের রূপদর্শনে সহায়তার জন্য দিব্য চক্ষু দান করিয়াছেন কেননা লৌকিক চক্ষুতে তাহা দেখা সম্ভব নহে। এই দিব্য চক্ষু সাধারণ চক্ষুকে দূরস্থিত বা সূক্ষ্মবস্তু দেখাতে যথেষ্ট সাহায্য করে, এমন কি অত্যাবশ্যক। যেমন অনুবীক্ষণ ব্যতীত বীজাণু দৃষ্ট হয় না, দূরবীক্ষণ ব্যতিরেকে সাধারণ দৃষ্টিতে গগন মণ্ডলে গ্রহতারকা দৃষ্ট হয় না। জ্ঞানচক্ষু বিভিন্ন। তাহাতে বস্তুসন্দর্শন হয় না, বস্তুর তত্ত্বদর্শন হয়। "উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ"। এই জ্ঞান চক্ষুর দ্বারা আত্মদর্শন হয়, আত্মা দেহে স্থিত বা উৎক্রমণ তাঁহার হইবে বা গুণভোগ করিতেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৩১) **কূটস্থোঽক্ষরঃ।** (১৫।১৬) শিলারাশিবৎ নির্ব্বিকাররূপে অবস্থিত চেতন ভোক্তা কূটস্থ-অক্ষর (শ্রীধর)। শঙ্কর ও মধুসূদন কূট বা মায়া, বঞ্চনায়—স্থিত অনন্ত সংসারের বীজরূপী মায়া শক্তি। সকল কিছুই ব্রহ্ম। "বাসুদেবঃ সর্ব্বং ইতি"। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। মায়োদ্ভাবিত পুরুষ জাতির দ্বৈবিধ্য প্রদর্শন করিয়া নিরুত্তর সত্য আত্মা উত্তম পুরুষও তিনি, বলিতেছেন॥

(৩২) **"সর্ব্ববিৎ ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন"** (১৫।১৯) যে যোগী অসংমূঢ় (সন্দেহাদি মোহরহিত) হইয়া পুরুষোত্তম জ্ঞানে আত্মত্বে উপলব্ধি করেন—যাঁহাতে সকল জ্ঞেয় তত্ত্বের পর্য্যবসান হইয়াছেন এবং যিনি সর্ব্বাত্মক, তাঁহাতেই সকল ভাবের সংবিৎস্রোত সামান্য সংবিৎ পরমতত্ত্ব সাগরে সমরসতা প্রাপ্ত হইয়াছে—এমত বিজ্ঞানই মদ্ভক্তের রূপ। স্তোত্রে আছে—"চিৎপ্রকাশপরামর্শ শক্তিমূর্ত্ত্যা অবশিষ্যতে। অপি অদ্বয়দশোন্মেষে ভব্যানাং ভক্তিরেব তে"। অদ্বৈতভাবে ভক্তির উন্মেষে, অদ্বৈতের অভ্যন্তরে দ্বৈত কল্পনায় ভজনীয় ও ভক্ত ভাব থাকে। সাধারণতঃ, অদ্বৈততত্ত্বে ভক্তির স্থান নাই এ মত ধারণা প্রচলিত। পরমাদ্বৈত প্রতিপত্তি হইলে জ্ঞানের যে পরা নিষ্ঠা তাহাই গীতাতে মদ্ভক্তি।

(৩৩) **"ব্রহ্মভুত ... মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্"।** জ্ঞানের সেই পরাকাষ্ঠাই ভগবদ্ভক্তি। "মুক্তৌ বহুবিধা বাদা বিদুষাং স তু তত্ত্ববিৎ। যঃ ত্বৎভক্তেঃ পরাকাষ্ঠা মুক্তিরিত্যন্ত নিশ্চয়ঃ"। এমত ভক্তিযুক্ত জীবন্মুক্তের উপাস্য ও উপাসার বিকল্প হানি হয় এবং 'ব্রহ্মবৎ' হন, তাহাই চরম চরিতার্থতা॥

(৩৪) **সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য** (১৮.৬৬) শ্রীধর—ভগবৎভক্তি 'প্রভাবেনৈবং তরিষ্যামি' এমত দৃঢ়বিশ্বাসে, যাবতীয় বিধিকৈঙ্কর্য্য পরিহার করিয়া, সকল কর্ম্মত্যাগ করিলেও, তুমি আমার শরণ লইয়াছ, তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব। শঙ্করাচার্য্য—ধর্ম্ম অর্থে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম; উভয়ই পরিত্যাগ করিয়া মদেকশরণ হও। মধুসূদন বিস্তৃত ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন (১) মানুষের ধর্ম্ম অনেকগুলি, কোনটী বর্ণ ধর্ম্ম, কোনটী আশ্রম ধর্ম্ম, কোনটি সামান্য ধর্ম্ম। (২) 'পরিত্যজ্য' অর্থে ধর্ম্মগুলি থাকুক বা না থাকুক, সে বিষয়ে অনাদর প্রদর্শনে, উপেক্ষায়, একমাত্র ভগবদনুগ্রহেই কৃতার্থ হইব, দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া নিত্য নিরন্তর, যাবতীয় অনাত্মচিন্তাশূন্য অবস্থায় অনুধ্যান কর। (৩) ভগবৎশরণতা ত্রিবিধ—'আমি তাঁহার', "তিনি আমার" এবং "আমিই তিনি"। প্রথম অবস্থায় শঙ্করভগবৎ রচিত শ্লোকে "সত্যাপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামিকীনস্ত্বং। সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ ক্বচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ"। দ্বিতীয় মধ্যাবস্থায়—"হস্তমুৎক্ষিপ্য যাতোঽসি বলাৎ কৃষ্ণ কিমদ্ভুতম্"। হৃদয়াৎ যদি নির্য্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে"। তৃতীয় অধিমাত্র শরণতায়—তুমি আমি ভেদ চলিয়া যায়।

ইহার উদাহরণ—"সকল মিদং অহং চ বাসুদেবঃ পরমপুমান্ পরমেশ্বরঃ স একঃ। ইতি মতিরচলা ভবত্যনন্তে হৃদয়গতে ব্রজ তান্ বিহায় দূরাৎ—" দূতের প্রতি যমের বচন। এই ভূমিকায় উদাহরণ—অম্বরীষ, প্রহ্লাদ, ব্রজগোপী প্রভৃতি॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi